লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭২ বর্ষ ■ ২৩শ সংখ্যা

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

রেজি. নং-ডি. এ-১২ ■ ১ আষাঢ়, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ ■ ২ রজব, ১৪৩১ হিজরি ■ ১৫ এহসান, ১৩৮৯ হি. শা. ■ ১৫ জুন, ২০১০ ঈসাব্দ

পাকিস্তানে নিরীহ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে, গত ৫ জুন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আগত সাংবাদিকদের একাংশ

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ।

- হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা
- যীশু যখন ভারতে ছিলেন
- পাকিস্তানের লাহোরে আহমদী মুসলমানকে হত্যা
- সংবাদ সম্মেলন
- পাকিস্তানে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ ....

গত ৫ জুন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার উদ্দ্যোগে পালিত হয় খেলাফত দিবস।

খেলাফত দিবসে আগত দর্শকদের একাংশ

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ভর্তিচ্ছুদের দৃষ্টি আকর্ষণ

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ভর্তির জন্য এ বছর ইতিমধ্যে যারা আবেদন পত্র পাঠিয়েছেন তাদেরকে ২২ জুন রাত ৮টার মধ্যে দারুত তবলীগে উপস্থিত হতে হবে। ২৩ তারিখ সকাল থেকেই তাদের ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে।

যারা এখনো আবেদন পত্র পাঠাতে পারেন নাই তারা পূর্ব প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যোগ্যতা থাকলে স্থানীয় জামা'তের আমীর বা প্রেসিডেন্ট সাহেবের সুপারিশসহকারে অধ্যক্ষ বরাবরে আবেদন পত্র নিয়ে এলে তারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সেক্রেটারী
বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

পুনরায় "সত্যের সন্ধানে" অনুষ্ঠান

আগামী ১৭ জুন ২০১০ থেকে টানা চারদিনব্যাপী আবারও সরাসরি টেলিফোনের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' এমটিএ-তে সম্প্রচারিত হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ। হুযূর আকদাস (আই.) নিজ অনুগ্রহে ও উদ্দ্যোগে বাংলাভাষীদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারনের জন্য এই বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। অতত্রব এ থেকে আমরা যেন কোনমতেই নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়, প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গকে বঞ্চিত না রাখি। হুযূর আকদাস (আই.) বিশেষ বিবেচনায় প্রশ্নোত্তর সভার সময়ও বৃদ্ধি করেছেন। আমরা যেন এ সুযোগ হেলায় না হারাই।

MTA Live প্রোগ্রামে সরাসরি যোগাযোগ করার মাধ্যম–

টেলিফোন নম্বর : ০১২-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০, ফ্যাক্স নম্বর : ০১২-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭

এস এম এস পাঠানোর নম্বর : ০০-৪৪-৭৯০-৩১১-৪৫১২

ই-মেইল করার ঠিকানা : sslive@mta.tv

সম্পাদকীয়

আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা মৃত্যু বরণ করেন তারা মৃত নয় বরং জীবিত

-সূরা বাকারা

যুগে যুগে আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করেছেন যারা, তাঁদেরই রক্ত সিঞ্চনে ঈমানরূপ বৃক্ষ তর-তাজা ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছে। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর ইতিহাসে এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। আজও যারা আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের জন্য শহীদ হয়েছেন বা হচ্ছেন তাঁদের এ কুরবানী কখনই বৃথা যাবে না–বৃথা যেতে পারে না। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সূচনা লগ্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাহাবী সাহেবযাদা সৈয়দ আব্দুল লতীফ সাহেবের শাহাদত বরণও আহমদীয়াতের সত্যতাকে মোহরাঙ্কিত করেছে। সেই থেকে আজ অবধি ধারাবাহিকভাবে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের শহীদ করা হয়েছে এবং এখনও তা চলছে। এই যে একের পর এক শহীদ হচ্ছে এর কারণ একটাই, আহমদী মুসলমানরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশ পালন করতে তাঁরই (সা.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদীকে মেনেছে। জেনে বুঝে এবং ঐশী ইঙ্গিতে আহমদী মুসলমানরা তাঁকে মেনেছে। তাই আহমদী মুসলমানরা সর্বান্তকরণে চায় সমাগত এই সত্যকে যাচাই করে সবাই গ্রহণ করে নিক। এজন্য সামর্থের শতসীমাবদ্ধতা নিয়েও দেশে দেশে আহমদীরা সত্য প্রচারে ব্যাপৃত রয়েছে। তবে যুগে যুগে সত্যকে যারা গ্রহণ করেছেন, সত্য নবী রাসূলদের যারা গ্রহণ করেছেন তাদেরকে সত্যের জন্য এভাবেই কুরবানী দিতে হয়েছে। সুতরাং বর্তমানকালেও এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে না। কুরবানীর এই নযরানা পেশ করতে পেরে আহমদী মুসলমানরা ধন্য। আল্লাহ্ তাআলা আহমদীদের এ কুরবানী কবুল করুন।

এ প্রসঙ্গে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বলেন, বিশ্বে আহমদীয়াতের উন্নতির যে সৌভাগ্য লাভ হচ্ছে, তা খোদার পথে উৎসর্গকারী ব্যক্তিবর্গের রক্তের প্রতি ফোঁটার ফলশ্রুতি। যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন তাঁরা মৃত নন বরং তাঁরাই জীবিত। তাঁরা তাঁদের ঈমানের পরীক্ষায় সফলতা লাভ করে কৃতিত্বপূর্ণ 'প্রশংসা পত্র' পেয়ে গিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে বলো না যে, তারা মৃত। বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারছো না। (সূরা বাকারা)

মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ তাআলা এ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যে, এমন বিপদের সময়ে তারা যেন ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য যাচনা করতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আহমদী মুসলমানরা এই বিষয়ে সচেতন। তারা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে দোয়ায় নিমগ্ন রয়েছেন। আর সম্প্রতি পাকিস্তানে (২৮ মে ২০১০ লাহোরে) শহীদ পরিবারগুলোর সদস্যদের মাঝে পাহাড়-সম যে ধৈর্য ও দোয়ার প্রতি গভীর মনোনিবেশ স্পষ্টাকারে দৃশ্যমান হচ্ছে, তা জীবন্ত জামা'তের সনাক্তকারী এক চিহ্ন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের প্রাণ ত্যাগের প্রেক্ষাপট অন্যদের থেকে আলাদা। কেননা তারা ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারে নয় বরং ইসলামের সেবায় এবং খোদা তাআলার একত্ব ঘোষণা করার লক্ষ্যে যুগ খলীফার নির্দেশের আনুগত্যে প্রাণ উৎসর্গ করে চলছে, প্রকৃতই এ কুরবানী তাদেরকে শহীদগণের মর্যাদা দান করে।

মহান আল্লাহ্ তাআলা সকল শহীদদের উচ্চতর মর্যাদায় আসীন করুন, আমীন।

সূচীপত্রে

১৫ জুন ২০১০

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
জুমআর খুতবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
যীশু যখন ভারতে ছিলেন সংকলনে : হাফিজ উদ্দিন আহমদ	১৪
আল ইসলাম প্রেস রিলিজ	১৭
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ও সুশীল সমাজের যৌথ সংবাদ সম্মেলন	২৩
পাকিস্তানে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ ও কিছু কথা মাহমুদ আহমদ সুমন	২৫
নবীনদের পাতা	২৮
সংবাদ	৩৩
এমটিএ, বাংলা অনুষ্ঠানসূচী	৩৬

প্রচ্ছদ: সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এবং পাশে প্রফেসর, পারভিন হাসান, প্রফেসর মীর মোবশ্বের আলী, আহমদ তবশীর চৌধুরী, শাহরিয়ার কবির ও শরীফ এ কাফি।
আলোকচিত্র: সুমন মাহমুদ

নিমতলীর অগ্নিকাণ্ডে শতাধিক অমূল্য প্রাণহানিতে আমরা শোকাহত

গত বৃহস্পতিবার (০৩/০৬/২০১০) রাতে পুরোনো ঢাকার নিমতলীতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে নিহতদের রূহের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। শোক সন্তপ্ত পরিবারগুলোর জন্য আমরা সহানুভূতি ও সান্তনা জানাই। গতকাল শুক্রবার ০৮ জুন আহমদীয়া মসজিদে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে তাদের জন্য দোয়াও করা হয়েছে।

কুরআন শরীফ

সূরা হুদ-১১

فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ
اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ
نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ

১১০। অতএব এরা যার উপাসনা করে থাকে এর (অসারতা) সম্বন্ধে তোমরা সন্দিহান হয়ো না। এরা ঠিক সেভাবেই উপাসনা করছে যেভাবে এদের পূর্বপুরুষরা আগে থেকে উপাসনা করে আসছে। আর নিশ্চয় আমরা এদেরকে এদের প্রাপ্য একটুও না কমিয়ে পুরো মাত্রায় দেবো।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ
وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ

১১১। আর নিশ্চয় আমরা মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম। কিন্তু এতেও মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর যদি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পূর্ব থেকে দেয়া একটি (কৃপার প্রতিশ্রুতির) ঘোষণা না থাকতো তাহলে কবেই তাদের পাট চুকিয়ে দেয়া হতো[১৩৫২]। আর নিশ্চয় এ সম্পর্কে তারা এক উদ্বেগজনক সন্দেহে পড়ে আছে।

وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ
اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

১১২। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক এদের সবাইকে এদের কর্মফল অবশ্যই পুরোপুরি দেবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সদা অবহিত।

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ
وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

১১৩। অতএব তুমি এবং তোমার সাথে[১৩৫৩] যারা তওবা করেছে তাদের নিয়ে তুমি সেভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও যেভাবে তোমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ গভীরভাবে অবলোকন করে থাকেন।

১৩৫২। মানুষের অপরাধ এত গুরুতর ছিল যে, যদি পূর্ব থেকেই এই বিধান নির্ধারিত না থাকত যে, মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি করে অবশেষে আল্লাহ্ তাআলার ঐশী করুণার পাত্রে পরিণত হওয়া (৭:১৫৭;১১:১২০; ৫১:৫৭), তবে বহু পূর্বে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হত।

১৩৫৩। হযরত রাসূল আকরাম (সা.) একা নিজের জীবনকে ঐশী অভিপ্রেত ছাঁচে গঠন করাই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করেননি। তাঁকে এটাও দেখতে হয়েছিল যে, তাঁর ওপর ঈমান আনয়নকারী লোকেরাও যেন তাঁর আদর্শের অনুসরণ করে চলে, এই উভয়বিধ গুরু দায়িত্বের গভীর উপলব্ধিজনিত গুরুভার তাঁকে অকাল বার্ধক্যে উপনীত করেছিল (বায়হাকী)।

হাদীস শরীফ

ইসলাম প্রচারের মূলনীতিঃ সদুপদেশ, নম্রতা ও ধৈর্য

কুরআন :

তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক কর যা সর্বাধিক উত্তম। (১৬:১২৬)

হাদীস :

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) যে সময় মুয়ায ইবনে জবল (রা.)-কে ইয়েমেনবাসীদের উদ্দেশ্যে পাঠালেন, সে সময় তিনি তাকে বলেছিলেন, 'তুমি আহলে কিতাবদের একটি কওমের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং প্রথমেই যে কথাটি বলে তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে, তা হ'ল আল্লাহ্‌র একত্বকে মেনে নেয়া। তারা যদি এটা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা নামায পড়লে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনীদের নিকট হতে নেয়া হবে এবং গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তারা এ ব্যবস্থা মেনে নিলে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ কর। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের সম্পদের উত্তম অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাক"।

(বুখারী-কিতাবুত তাওহীদ)

তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক কর যা সর্বাধিক উত্তম।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–

"প্রকৃত মসীহ্‌র কাজ এটাই হওয়া উচিত যে, তরবারির পরিবর্তে তিনি যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা হৃদয়কে জয় করবেন এবং রৌপ্য, স্বর্ণ, পিতল বা কাষ্ঠ খন্ড নির্মিত ক্রুশগুলিকে ভেঙ্গে ঘুরে বেড়াবার পরিবর্তে ঘটনামূলক ও সঠিক প্রমাণ দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্মমতকে ধ্বংস করে দিবেন। যদি তোমরা বল প্রয়োগ কর, তবে তোমাদের বল প্রয়োগ এ কথার যথাযোগ্য প্রমাণ হবে যে তোমাদের নিকট নিজেদের সত্যতার কোন প্রমাণ নেই। প্রত্যেক অজ্ঞ এবং অত্যাচারী ব্যক্তি যখন দলিল দ্বারা পরাজিত হয় তখন তরবারি বা বন্দুকের প্রতি হস্ত প্রসারিত করে; কিন্তু এরূপ ধর্ম কিছুতেই খোদা তাআলার প্রেরিত ধর্ম হতে পারে না, যা কেবল তরবারির সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে প্রসার লাভ করতে পারে না"।

(কিশতিয়ে নূহ)

তিনি আরেক স্থানে বলেন, কুরআন করীমে পরিষ্কার আদেশ রয়েছে যে, ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করো না বরং ধর্মের সাক্ষাৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে পেশ কর এবং নেক নমুনা ও উত্তম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর। এ ধারণা পোষণ করো না যে, শুরুতে ইসলামে তলোয়ার চালাবার আদেশ দেয়া হয়েছিল। কেননা সেই তলোয়ার দ্বীনকে বিস্তার দানের উদ্দেশ্যে চালানো হয় নি, বরং শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার কিংবা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই চালানো হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না।

(সিতারা-ই-কায়সারিয়া)

অমৃতবাণী

হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয়বার আগমনের কোন পথ খোলা নাই
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

এদের বিভ্রান্তি ইহুদীদের চেয়েও বেশী, মানুষকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে প্রেরণ করা খোদা তাআলার বিধান নয়। নতুবা আমাদের তো ঈসার তুলনায় সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমনের অধিক প্রয়োজন ছিল এবং এতেই আমাদের আনন্দ নিহিত ছিল। কিন্তু **ইন্নাকা মাইয়্যিতুন** (নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল-অনুবাদক) বলে খোদা তাআলা এই আশা হতে আমাদের বঞ্চিত করে দিয়েছেন। এ কথাটি ভেবে দেখার যোগ্য, দ্বিতীয়বার যদি পৃথিবীতে আগমনের পথ খোলা থাকত, তাহলে খোদা তাআলা কিছু দিনের জন্য ইলিয়াস নবীকে কেন পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার প্রেরণ করেননি আর এতে লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করালেন? অবশেষে হযরত মসীহ্ নিজেই এই সিদ্ধান্ত দিলেন, দ্বিতীয়বার আগমনের দ্বারা কোন সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তির আগমনকে বুঝায়। এই ফয়সালা এখন পর্যন্ত ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান আছে। অত:পর একবার যে প্রশ্নটির সমাধান হয়েছে, ঐ পথে পা বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইলিয়াস নবী দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করবেন–এর ওপর জেদ করায় ইহুদীরা কুফরী ও লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কি কল্যাণ লাভ করেছে? এই যুগের মুসলমানরাও ঐ কল্যাণ লাভের আশা রাখে! যেই গর্তে একটি বড় দল নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, ঐ লোকেরা ঐ গর্তেই কেন হাত দিচ্ছে? অথচ মু'মিন একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।

হাদীসটি কি মনে নেই? এথেকে প্রতীয়মান হয়, এরা মৃত্যুর কথা ভুলে গেছে। ঐ সকল লোক যে সূরা পাঁচবার নিজেদের নামাযে পাঠ করে, অর্থাৎ, **'গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায্যাল্লীন,'** কেন এটার তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা করে না এবং কেন এই কথা ভাবে না যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুতে কোন কোন সাহাবার এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) **"ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলান কাদখালাত মিন কাবলিহির রাসূল"**

(অথাৎ, মুহাম্মদ রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বের সকল রাসূল গত হয়েছে। সূরা আলে ইমরান : ১৪৫-অনুবাদক)–এই আয়াতটি পাঠ করে এই ধারণা নস্যাৎ করে দিলেন এবং আয়াতের অর্থ বুঝিয়ে দিলেন, এমন কোন নবী নেই যিনি মৃত্যু বরণ করেননি। সুতরাং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এতে আক্ষেপের কোন অবকাশ নেই। এই বিষয়টি সকলের জন্যই অভিন্ন। এটি সুস্পষ্ট যে, যদি সাহাবা (রা.)গণের এই ধারণা থাকত ঈসা (আ.) ছয়শত বৎসর যাবত আকাশে জীবিত বসে রয়েছেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা হযরত আবু বকর (রা.) এর কাছে উক্ত ধারণা উপস্থাপন করতেন। কিন্তু সেদিন থেকে সবাই স্বীকার করলেন, সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন। যদি কারো মনে এই ধারণা থাকত, ঈসা জীবিত আছেন তবুও পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় নিজের হৃদয় হতে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এটি আমি এজন্য বলেছিলাম, কেননা এটি সম্ভব যে, খৃষ্ট ধর্মের সংশ্রব ও সাহচর্যের কারনে এরূপ কোন ব্যক্তি–যে নির্বোধ ও যার বুদ্ধি জ্ঞান সঠিক নয়, ধারণা করতে পারে যে, সম্ভবত ঈসা এখনও জীবিতই আছেন। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই, হযরত আবু বকর (রা.) -এর উপদেশের পর সাহাবাগণ এই বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্বে যত নবী ছিলেন সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং **এটি সর্ব প্রথম 'ইজমা'** (ঐক্যমত) ছিল, যা সাহাবা (রা.)-গণের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। সাহাবা (রা.) -গণ, যাঁরা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেমে বিভোর ছিলেন, তাঁরা কিভাবে একথা গ্রহণ করতে পারতেন যে তাঁদের সম্মানিত নবী, যিনি নবীকূলের সর্দার ছিলেন, তিনি চৌষট্টি বৎসরের আয়ুও লাভ করলেন না, কিন্তু ঈসা ছয়শত বৎসর যাবত আকাশে জীবিত বসে রয়েছেন? নবী-প্রেম কস্মিনকালেও এই রায়ের অনুমতি দেয় না যে, তাঁরা ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি বিশেষভাবে এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করে থাকবেন। অভিসম্পাত এরূপ বিশ্বাসের উপর, যদ্দরুণ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অবমাননা অনিবার্য হয়ে পড়ে! এ সকল লোক তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেমিক ছিলেন। তাঁরা তো একথা শুনলে জীবিতই মরে যেতেন যে, তাঁদের প্রিয় রাসূল মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু ঈসা আকাশে জীবিত বসে রয়েছেন। ঐ রাসূল না কেবল তাদের কাছে বরং খোদা তাআলার কাছে সকল নবীর চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন। এজন্য যখন খৃষ্টানরা নিজেদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই মকবুল রাসূলকে গ্রহণ করল না এবং তাঁকে (অর্থাৎ, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে) এতখানি ওপরে তুলল যে, খোদায় পরিণত করল, তখন খোদা তাআলার আত্মাভিমানের প্রেরণা, মুহাম্মদী দাসদের মধ্য হতে এক দাসকে অর্থাৎ এই বিনীত দাসকে তাঁর [অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুবাদক] সদৃশ করে উম্মতে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর তুলনায় স্বীয় আশিস ও পুরস্কারের বহুলাংশ তাঁকে দান করলেন, যাতে খৃষ্টানরা বুঝতে পারে যে, সকল আশিস খোদা তাআলার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

(তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন)

জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ آمين

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক ২৮ মে ২০১০ লন্ডনে বায়তুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ (٧٢)فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ(٧٣) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٤) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٥)

অর্থাৎ যখন তোমার প্রভূ-প্রতিপালক ফিরিশতাদের বলেছিলেন, অবশ্যই আমি কাদামাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। অতঃপর আমি যখন তাকে পূর্ণতা দান করবো এবং তার মাঝে আমার রূহ ফুকে দিব তখন তোমরা তার জন্য সেজদাবনত হও। তখন ফিরিশ্তারা সবাই সেজদা করল। কিন্তু ইবলিশ করল না; সে অহংকার করল এবং সে ছিলই কাফেরদের একজন। (সূরা সাদ-৭২-৭৫)

সৃষ্টির আদি থেকেই শয়তান ও মানুষের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ধর্মীয় ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই, হযরত আদম (আ.) এর ওপর আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের পর থেকেই তার ও তার মান্যকারীদের বিরুদ্ধে শয়তান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এরপর যতগুলো নবীর যুগ এসেছে, এর প্রতিটি যুগেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এবং ঘটছে। নবীগণ যখন আসেন তখন তাঁরা মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখান। কিন্তু শয়তান এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। পূর্বেও করেছে আর এখনো করে। সে বিভিন্ন পদ্ধতি, ছলচাতুরি, লোভ-লালসা এবং দুঃসহ পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ভয় দেখায়, পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। কুরআন করীমের অসংখ্য স্থানে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। মানুষ এবং আদমের সৃষ্টির সাথেই শয়তান তার ছলচাতুরির ব্যবহার শুরু করেছে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমের সূরা ফাতিহা থেকে শুরু করে সূরাতুন্ নাস পর্যন্ত শয়তানের উল্লেখ করার মাধ্যমে (মানব জাতিকে) এর আক্রমন থেকে সতর্ক করেছেন এবং (এর থেকে) বাঁচতে আদেশ দিয়েছেন। আর দোয়া শিখিয়েছেন- 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের অভিশপ্ত শয়তানের আক্রমন থেকে রক্ষা কর এবং আমাদেরকে সর্বদা তোমার আশ্রয় দান কর।' আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি তাতে মানব সৃষ্টির ঘোষণার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তাঁর প্রিয়তম ও নৈকট্যের অধিকারী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ফিরিশতাদেরকে এর (অর্থাৎ আদমের) পরিপূর্ণ আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন। শয়তান খুব গর্বের সাথে এবং অহঙ্কার করে বলেছে, 'মাটির তৈরী মানুষকে আমি সিজদা করব? আমি আগুনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন', পরবর্তী আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা যখন মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং তার মাঝে সেই যোগ্যতা দান করলেন যার মাধ্যমে সে আল্লাহ্ তাআলার রঙ-এ রঙ্গিন হয়ে ঐশী নৈকট্যের চরম মার্গে পৌঁছতে পারে তখন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ফিরিশ্তারাও এর সেবায় নিয়োজিত হল। আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত নবীই আল্লাহ্ তাআলার সর্বাধিক নৈকট্য প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। তাই তিনি আল্লাহ্ তাআলার ইলহাম, ওহী এবং রূহুল কুদ্দুস দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হন আর সব ফিরিশতার (নিযাম) তখন তাঁর অর্থাৎ সেই নবীর সহায়তার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। তাঁর কাজের ফলাফল তাঁকে সেই উদ্দেশ্যের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে থাকে, যে উদ্দেশ্যে তিনি এসে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলার একটি বিশেষ নিয়তি চলমান হয়।

আল্লাহ্ তাআলা কোন স্থানে **বাশার** আবার কোন স্থানে **আদম** শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এ বিষয়টির উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মানুষকে **আশরাফুল মাখলুকাত** (সৃষ্টির সেরা) করে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র বিশ্বজগত এবং অন্য সব সৃষ্টিকে তার সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন। একজন মানুষ যখন আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যের মর্যাদা লাভ করে এবং নবুয়্যতের মর্যাদায় পৌঁছে তখন তিনি তাঁর যুগের আদম হয়ে যান, সে সময় তাঁর সাথে আল্লাহ্ তাআলার যে সাহায্য সহযোগিতা হয়ে থাকে, তা মানবীয় চিন্তার উর্ধ্বে। আমরা দেখতে পাই, নবী করীম (সা.) ও মুমিনদের উপর যখন চরম অত্যাচার হচ্ছিল এবং কাফেররা মুসলমানদের ধ্বংস করতে মদীনা আক্রমনের লক্ষ্যে বদরের প্রান্তরে সেনা সমাবেশ ঘটিয়ে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়েছিল, আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশতার মাধ্যমে তখন যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের পক্ষে কিভাবে যুদ্ধের ফলাফল বদলে দিয়েছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, নবীগণের সাথে আমরা একক ভাবেও এমনই আচরণ দেখতে পাই, তা জামাতী দৃষ্টিকোন থেকে হোক বা জাতিগত দৃষ্টিকোন থেকেই হোক- এ দৃশ্যই চোখে পরে। হুনায়েনের যুদ্ধে আমরা এ দৃশ্য দেখেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশতাদের মাধ্যমে মহানবী (সা.) ও মুমিনদের সহায়তা দান করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যেগুলো হতে বুঝা যায়, প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমান এবং নবী করীম (সা.) এর সাথে সর্বদা ফিরিশতাদের একটি সেনাবাহিনী ছিল।

মুসলমানদেরকে জীবন দিতে হয়েছে এবং তাদের সম্পদেরও ক্ষতি হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইবলিশের দল, তাদের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারেনি। ইবলিশ ও শয়তানের সাঙ্গ-পাঙ্গরা সর্বদা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার, আল্লাহর বান্দার হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক ঘটানোর, হত্যা নির্যাতনের মাধ্যমে ভয় দেখানোর, আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির এবং গুপ্ত বা প্রকাশ্য আক্রমনের মাধ্যমে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায়। বিরোধীরা তাদের এই অহংকারের কারণে নবীকে অমান্য করে এবং শয়তানের হাতের পুতুলে পরিনত হয় যা তাদেরকে পূণ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দেয় না। নবী বা নবুওতের দাবীকারকের প্রতি ঈমান আনয়নকারীরা সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক হয়ে থাকে। তারা সর্বদা বলে এসেছে, 'আমরা হচ্ছি সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানী লোক। ধর্মীয় জ্ঞান আমাদের বেশি। এজন্য আমরা কিভাবে এ জামাতে শামিল হতে পারি!'

এ যুগেও যারা যুগ ইমামকে মানছে না তাদেরকেও তাদের অহঙ্কারই ঈমান আনা থেকে বিরত রাখছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যখন ফিরিশতাদেরকে বল্লেন, আমি মানুষ বানিয়েছি তোমরা তাকে সেজদা কর। তবে এটা কোন বাহ্যিক সেজদা ছিল না। কেননা বাহ্যিক সেজদা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই করা হয়ে থাকে। এ সেজদার অর্থ হলো জগতে ধর্মের প্রচার এবং ধর্মের বিস্তারের জন্য আমি যে মহাপুরুষ প্রেরন করেছি তোমরা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য কর। তাঁর মিশনকে সফল করার লক্ষ্যে তাঁকে সহযোগিতা কর এবং শয়তানের ষড়যন্ত্রকে সফল হতে দিও না। শয়তান যেন তার উদ্দেশ্য সফল করতে না পারে। শয়তানের সব ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করার জন্য তোমরা নবীকে তাঁর কাজে সহযোগিতা কর। যাতে করে সাধু প্রকৃতি এবং বিশুদ্ধ চিত্তের অধিকারী লোকেরা নবীর সংবাদ এবং তাঁর সাথে আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও সহযোগিতার বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত হয়ে সত্যকে জানতে পারে । আর সত্যকে জেনে তাঁর জামা'তে শামিল হতে পারে। এমনটি হলে মানুষ নিজেদের মাঝে রূহের ফুৎকারের দৃশ্য অবলোকন করবে। খোদা তাআলার অসাধারণ ব্যবহারের দৃশ্য দেখবে। নিজের ইহকাল ও পরকাল গুছিয়ে অবশ্যই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে। তারা নবীর বার্তাকে বিশ্বব্যাপী ছড়ানোর জন্য মানুষকে নবীর সাহায্যকারী হওয়ার আহবান জানাবে। ফলে সাধু প্রকৃতির লোকদের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হবে।এটাই ঐ মর্যাদা যেখানে সব ফিরিশতারা সেজদা প্রদানের দৃশ্যের অবতারনা করে আর নবীর কাজে অলৌকিক ও অসাধারণ বরকত প্রদর্শিত হয়।আর সে সময়ে ফিরিশতারা মানুষের আকৃতিতেও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং তারা বিশ্বস্ততার ও আনুগত্যের সেজদা দিতে থাকে। তারা তাদের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা নবীর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নিয়োজিত করে এবং তারা নবীর শক্তিশালী সাহায্যকারী হয়ে যায়।

মহানবী (সা.) এর সত্যিকার প্রেমিক হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)এর সাথেও এই যুগে একই ব্যবহার হচ্ছে তা আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদম বলে সম্মোধন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, খোদার প্রেরীতদেরকে অপমান কর না। কেননা খোদার প্রেরীতদের অপমান করা খোদার অপমান। তোমরা চাইলে গাল-মন্দ করতে পার এটা তোমাদের ইচছা। কেননা ঐশী ক্ষমতাকে তোমরা নগণ্য বিষয় মনে কর । সুতরাং আজ যারা লড়ছে তারা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর জামাতের সাথে লড়ছে না বরং খোদা তাআলার সাথে লড়ছে।

পরবর্তীতে এর বিস্তারিত বর্ণনায় তিনি (আ.) বলেন– প্রকৃত খিলাফত আমারই। আমি আল্লাহ তাআলার খলীফা।

এরপরে তিনি নিজের একটি ইলহামের উল্লেখ করেন। **আ'রাদতু আনউসতাখলিফা খালাকতু আদামা খলীফাতুল্লাহে সুলতানা** অর্থাৎ আমি চাইলাম যেন আমি আমার খলীফা বানাই। এ জন্য আদমকে সৃষ্টি করলাম। সে আমার খলীফা ও সাহায্যকারী।

তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের খিলাফত কোন জাগতিক খিলাফত নয় বরং এটি হলো আধ্যাত্মিক ও ঐশী। সুতরাং আদমের এ পদমর্যাদা খোদা তাআলা আমাকে আঁ হযরত (সা.) এর দাসত্বের কল্যাণে দান করেছেন। খোদা তাআলা আমাকে যখন এ সম্মান দিয়েছেন তখন তিনি তাঁর বিধান অনুযায়ী ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন 'আদমকে সেজদা কর।' এ বিশেষ মানুষকে সেজদা করো যাকে আমি আমার ধর্মের প্রসারের জন্য মনোনীত করেছি। ফলে অসাধারণ সাহায্যের এক অব্যাহত ধারা তাঁর সাথে কার্যকর রয়েছে। তিনি এক ব্যক্তি ছিলেন হয়ে গেলেন অগণিত। তাঁকে ইলহাম দ্বারা আশ্বস্ত করা হয়েছে 'আমি তোমার সাথে আছি এবং আমার ফিরিশতারাও তোমার সাথে আছে।'

আল্লাহ্ তালা তাঁকে বললেন, **ইন্নি মা'আর রাসূলে ওয়া ইয়ানসরুহুল মালাইকা** অর্থাৎ আমি আমার রাসূলের সাথে আছি এবং ফিরিশতা তাঁকে সাহায্য করবে। সুতরাং খোদা তাআলার সাহায্যের দৃশ্য আজ পর্যন্ত আমরা দেখে যাচ্ছি। শয়তানও তাঁর কাজ করে যাচ্ছে আর ফিরিশতারাও তাদের কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা যখন ফিরিশতাদের মাধ্যমে অন্তরায় তুলে দেন তখন তার সমস্ত বাধা দূর হয়ে যায়। এক স্থানে বাধা দিয়ে জামা'তকে দমিয়ে রাখা হলে অন্যত্র জামা'তের জন্য অবারিত রাস্তা খুলে যায়। কয়েকদিন হল আমি আল ফযলে একটি ঘটনা পড়ছিলাম। যেখানে নাদিম সাহেব আরবদের ব্যাপারে একটি পৃষ্ঠা লিখেন, সেখানে হিলমী শাফি সাহেবের আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনার বর্ণনা ছিল। মোস্তফা সাবেত সাহেব যিনি আগে থেকেই আহমদী ছিলেন তিনি তাঁকে আহমদীয়াতের দিকে আকৃষ্ট করেন। হিলমী শাফী সাহেব এবং মোস্তফা সাবেত এরা দুজন সানার মরুভূমিতে একসাথে কাজ করতেন। তিনি বলেন, আমি তখন দেখতাম এক যুবক অন্যান্য লোকদের থেকে পৃথক থাকে। নামায একা পড়ে। আমি দেখলাম সে নিয়মিত একাকী নামায পড়ে এবং খুব ধীরে-সুস্থে নামায পড়ে। এরপর তাঁর অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও আমার দৃষ্টি যায়। পরে আমি তাঁর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ি। ঐ যুবক ইসলামের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতো এবং সেগুলোর সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করতো। আর এগুলো এমন হতো আমার কাছে যার কোন উত্তর হতো না। উলামাদের নিকট উত্তর চাইতাম কিন্তু প্রশান্তি পেতাম না। একবার এমন হল আমাকে সেখান থেকে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হচ্ছিল। তখন তিনি তাঁর পুস্তকের বাক্স আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি তখন বললাম, ঠিক আছে, আমি এ বইগুলো পড়ব। সে সময় আমি কুরআন করীমের পাঁচ খন্ড তফসীর, ইসলামী নীতি দর্শন ও অন্যান্য আরো অনেক বই পড়লাম। অন্যান্য অ-আহমদী আলেম ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের ন্যায় আমিও আপত্তি সমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বই-পুস্তক পড়লাম। পাকিস্তানে প্রতিনিয়ত [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিভিন্ন বই ঘেটে আপত্তি বের করে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং এ অপচেষ্টা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাদের উত্থাপিত এসব আপত্তি সমূহ তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করে। এসব লোক, সৎ প্রকৃতির লোকদের অনুসরণ করার পরিবর্তে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তিনি (হিলমী শাফী সাহেব) বলেন, আমি আপত্তি খুঁজে বের করতে প্রয়াসী

ছিলাম। আমি আপত্তি খুঁজে বের করতাম এবং নিশ্চিত হওয়ার জন্য আলেমদের কাছে যেতাম। কিন্তু তাদের কথায় তুষ্ট হতে পারতাম না। এরপর আমি ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তক পড়লাম। এটি আমার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। আমি আমার পিতাকেও এটি পড়ে শুনালাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এমন পুস্তকের রচয়িতা কে হতে পারে? তিনি বললেন, এ বইয়ের রচয়িতা নিশ্চয়ই কোন ওলীআল্লাহ্ হবেন। আমি বললাম, এ বইয়ের রচয়িতা যদি মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবীদার হয়, তবে আপনি কি বলেন, তখন তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে, তবে আমি এতে আপত্তি করার ক্ষমতা রাখি না। কেননা এমন উচ্চ মানের বই কেবল আল্লাহ্ তাআলার একান্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিই লিখতে পারেন। কিন্তু আমিতো বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং ধর্মীয় বিষয়ে আমি গোড়া, তাই তাকে গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। অবশেষে হিলমী শাফী সাহেবের হৃদয় ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। তিনি সৎ প্রকৃতির ছিলেন, তাই বৃথা আপত্তি খুঁজে বেরানো সত্ত্বেও তিনি সত্যকে খুঁজে বের করেন এবং বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এমন অগণিত ঘটনা রয়েছে, বর্তমানেও এমন ঘটছে। কিছু লোককে আল্লাহ্ তাআলা স্বপ্নের মাধ্যমে সত্যকে মানার সৌভাগ্য দিয়েছেন। স্বপ্নের মাধ্যমে যে বাণী পৌঁছে, এতে কোন মানুষের হাত থাকে না। ফিরিশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রেরিত ব্যক্তির সাহায্য-সমর্থনের এসব নিদর্শন প্রকাশ করেন যা সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর এভাবে সৎ প্রকৃতির লোকেরা সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। কিন্তু অপরদিকে শয়তানের অনুসারীরা বিরোধিতায় অগ্রগামী হতে থাকে। তারা তাদের কাজ করতে থাকে। তারা (মুমিনদের পথে) বাঁধা সৃষ্টি করে। অহংকার বশে তারা এসব অপকর্ম করে , এটিকে চিহ্নিত করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, অহংকার তাদেরকে ফিরিশতাদের দল থেকে বের করে বিদ্রোহে লিপ্ত করে, শয়তানের পিছনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার সত্যিকার বান্দারা ঐশী গুণাবলীর ধারক হয়ে থাকেন এবং খোদা তাআলার সাথে তাদের সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হতে থাকে। আধ্যাত্মিক উন্নতিতেও তারা অগ্রসর হতে থাকে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়েও তারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি দৃষ্টিপটে রেখে সত্যানুসন্ধান করে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তা আপনাদের কাছে পেশ করছি। তিনি (আ.) বলেন, অহংকার এমন এক পরীক্ষা যা মানুষের পিছু ছাড়ে না। স্মরণ রাখ, অহংকার শয়তান থেকে আসে এবং অহংকারীকে শয়তানে পরিণত করে। মানুষ এ পথ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দূরে সরে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার আশীষ লাভ সম্ভব হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার সত্য বাণীকে সে কখনো গ্রহণ করে না এবং আল্লাহ তাআলার আশীষ থেকে কল্যাণমন্ডিত হতে পারে না। এসবই নবীদের বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতার পরিণতি। তাদের ইবাদতসমূহ, সিজদাসমূহ এক্ষেত্রে এজন্যই তাদের কোন কাজে আসে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, তোমরা আমার বিরোধিতা ও অকল্যাণ কামনায় যতই সেজদা কর, নাকে ক্ষত সৃষ্টি করে ফেল, তোমাদের নাক গলে যাবে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অতঃপর তিনি (আ.) বলেছেন, তাদের এ অহংকার সত্যের পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। সুতরাং কোন ধরনেরই অহংকার করা যাবে না। না জ্ঞানের দিক থেকে, না ধন-সম্পদের দিক থেকে, না ইজ্জত-সম্মানের দিক থেকে, না বংশ মর্যাদা ও আভিজাত্যের দিক থেকে। কেননা, প্রধানত এসব বিষয় থেকেই অহংকার সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই আত্মম্ভরিতা থেকে পবিত্র না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মহা প্রতাপশালী আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় বান্দা ও তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত হতে পারে না এবং সেই ঐশী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না যা প্রবৃত্তির উত্তেজনার বিষকে জ্বালিয়ে দেয়। তাদের অন্তঃসারশূণ্য জ্ঞান অন্তঃসারই রয়ে যায়; তাই তারা ঐশী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না । তিনি (আ.) বলেন, অহংকার যেহেতু শয়তানেরই অংশ, তাই আল্লাহ্ তাআলা এটি পছন্দ করেন না। শয়তান এ অহংকারই করেছিল এবং নিজেকে হযরত আদম (আ.) এর চেয়ে বড় মনে করেছিল। বলেছিল,

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

অর্থাৎ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ আর তাকে মাটি থেকে।

এর ফলে সে আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্য থেকে বিতাড়িত হল। তাই সবাইকে এর থেকে আত্ম-রক্ষা প্রয়োজন। মানুষ পূর্ণ ঐশী তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত পদস্খলিত হতে থাকে এবং এথেকে উপকৃত হতে পারে না। আর যে ঐশী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, সে পদস্খলিত হলেও খোদা তাআলার নিরাপত্তায় থাকে। সুতরাং বিরোধীগণ নবীদের যে বিরোধিতা করে থাকে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যে বিরোধিতা করা হচ্ছে এসব কিছু তারা কেবল তাদের অহংকারের কারণেই করে । এরা আল্লাহ্ তাআলার নিরাপত্তা লাভ করতে পারে না বরং শয়তানের কোলে আশ্রয় নেয়। অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, " যেমন হযরত আদম (আ.) পদস্খলিত হওয়ার পর তিনি তাঁর দুর্বলতা স্বীকার করেন। তিনি জানতেন, আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ছাড়া কোন কিছুই হতে পারে না। তাই এ দোয়া করে আদম (আ.) আল্লাহ্ তাআলার আশীষের উত্তরাধিকারী হন–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থাৎ হে আমার প্রভূ! আমি আমার প্রাণের উপর যুলুম করেছি। তুমি যদি আমায় ক্ষমা না কর ও আমার প্রতি দয়া না কর তবে নিশ্চয়ই আমি ক্ষতিগ্রস্থদের অর্ন্তভূক্ত হব।

হায়! ঐসব লোকেরা যেন এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে যারা নিজেদের মুসলিম উম্মাহ বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) করেছিলেন, যথা সময়ে তিনি খোদা তাআলার সাহায্য-সমর্থনসহ আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের উচিত তাঁর বিরোধিতা করার পরিবর্তে যেন তারা তাঁকে মেনে নেয় এবং সীমালঙ্ঘনকারী লোকদের অনুসরণে যুগ ইমামের ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তারা যেন তাঁকে মান্য করার ব্যাপারে মনোযোগী হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বার বার বলেছেন, এটি যদি খোদা তাআলার জামা'ত না হত, তবে কবেই ধ্বংস হয়ে যেত। তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিরোধিতার পরিবর্তে হযরত আদম (আ.) এর দোয়ার উপর চিন্তা করুন। আজকেও খবর এসেছে, টিভি চ্যানেলসমূহে সংবাদ প্রচার হচ্ছে, লাহোরে দুটি মসজিদে মডেল টাউন ও দারুয্ যিকরে ভয়াবহ হামলা চালানো হয়েছে। এভাবে কট্টর মৌলবীদেরকে অনুসরণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিরোধিতা হচ্ছে। বিরোধিতা পূর্বেও কি আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পেরেছে ? নিশ্চিত ভাবে পারেনি এবং এরা কখনো নিশ্চিহ্ন করতে পারবে ও না। হাঁ, এ কাজ অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার শাস্তির লক্ষ্যস্থলে পরিনত করবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, দোয়া এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আদমের যখন শয়তানের সাথে যুদ্ধ হয়েছে তখন দোয়া ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধাস্ত্র তার কাজে লাগেনি। অবশেষে

আদম (আ.) দোয়ার মাধ্যমেই শয়তানের ওপর বিজয় লাভ করেছেন। এর পর তিনি (আ.) বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, যেভাবে দোয়ার মাধ্যমে আদম (আ.) শয়তানকে পদানত করেছেন তেমনিভাবে বর্তমান যুগেও তরবারির মাধ্যমে নয় বরং দোয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাআলা নিরাপত্তা বিধান করবেন কেননা দোয়ার মাধ্যমেই প্রথম আদম শয়তানের ওপর বিজয় লাভ করেছিল।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থাৎ হে আমাদের খোদা! আমরা আমাদের আত্মার ওপর নির্যাতন করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না কর তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। তিনি (আ.) বলেন, দ্বিতীয় আদমও (অর্থাৎ মসীহ মাওউদ আ. কে-ও যাকে আল্লাহ্ তাআলা দ্বিতীয় আদম বলেছেন) শেষ যুগে শয়তানের সাথে শেষ যুদ্ধে দোয়ার মাধ্যমে এমনি বিজয় লাভ করবেন।

সুতরাং বিরোধিতা যখন বেড়ে চলেছে এবং কয়েকটি স্থানে এ বিরোধিতা কয়েকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে ও এর বিস্তার ঘটছে তখন দোয়ার প্রতি আমাদের অনেক বেশী মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। বিরোধিতা, এত প্রতিবন্ধকতা, শয়তান প্রত্যেক পথে বসে থাকা সত্ত্বেও জামাত উন্নতি করে চলেছে এটি আল্লাহ্ তালার অনুগ্রহ বৈ কিছুই নয়। সত্যমনা লোকদের কারনে ফিরিশতারাও কাজ করে যাচ্ছে এবং এবং তারা এ জামাতে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে।

সুরা আরাফে দোয়া শেখানো হয়েছে, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا আল্লাহ্ তাআলার নিকটবর্তী হওয়া এবং তাঁর কল্যানরাজী লাভ করার লক্ষ্যে এবং শয়তানের প্রত্যেক আক্রমন থেকে রক্ষা পাবার জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া নিজেদের সংশোধনের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমষ্টিগতভাবেও আমাদের অনেক বেশী মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

অপর এক স্থানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে বলেন, শুরু থেকেই ঐশী প্রজ্ঞা আদম (আ.) এর প্রকৃতিকে দুই ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ একটি হল খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন। যেভাবে কুরআন করিমে বলেছেন, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

অর্থাৎ আমি যখন তাকে সঠিক ভাবে তৈরি করে তার মাঝে আমার রুহ ফুৎকার করে দিব তখন হে ফিরিশতাগন! তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হও। তিনি (আ.)বলেন, উল্লেখিত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রমানিত আদমকে সৃষ্টির সাথে সাথে খোদা তাআলা তার মাঝে নিজ রুহ ফুৎকার করে তার প্রকৃতির সাথে নিজের একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিলেন। যাতে করে প্রকৃতিগত ভাবে খোদার সাথে মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় ধরনের উপাদানেরও আবশ্যক ছিল অর্থাৎ সব লোকের সাথেও প্রকৃতিগত সম্পর্ক সৃষ্টি হোক যাদেরকে মানব বলা হবে কেননা তাদের অস্তিত্বে যেহেতু আদমের অস্থি এবং মাংসের অংশ থাকবে তাই তারা ঐ রুহ থেকে অবশ্যই অংশ পাবে, যা আদম (আ.) এর মাঝে ফুৎকার করা হয়েছে। আল্লাহ্র সাথে আমাদের সম্পর্ক নিবিড় করা হল আমাদের দায়িত্ব। আমাদের এ সম্পর্ক যথাযথ হলে আদমের এ প্রকৃতি আমাদের প্রকৃতির বিশেষত্বে পরিনত হবে। এর ফলে বান্দার অধিকার প্রদানের দিকেও মনোযোগ আকর্ষিত হবে। হযরত মসীহ মাওউদ আ. যে উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করেছেন তার পূর্ণতার লক্ষ্যে এগিয়ে যান।

কিন্তু মনে রাখবেন, শয়তানের চাটুকারদের দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা জাহান্নামকে পূর্ণ করবেন বলে উল্লেখ করেছেন। আমি পূর্বেও বলেছি, বিরোধীতার ঝড় তীব্র আকার ধারণ করছে। লাহোরের মসজিদে যে আক্রমন করা হয়েছে এর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান এখনও জানা যায় নি। তবে অনেক আহমদী শহীদ হয়েছেন এবং অনেকে গুরুতর আহত হয়েছেন। এদের অনেকের অবস্থা আশংকাজনক। দারুল যিকিরের পরিস্থিতি এখনও স্পষ্ট হয় নি। অনেক লোক জুমুআর নামাজ পড়তে এসেছিলেন তাই বলা যাচ্ছেনা কত জন শহীদ হয়েছেন।

যাই হোক খবর এলে প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে তবে এটা নিশ্চিত বহু সংখ্যক আহমদী শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা সব শহীদের মর্যাদা উন্নীত করুন। আহতদের জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ্ তাআলা যেন তাদেরকে সুস্থ করে দেন কেননা অনেকের অবস্থা গুরুতর।

বিরোধীরা ব্যাপক ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছে তবে আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয় এর প্রতিশোধ গ্রহনে সক্ষম। তিনি কিভাবে তাঁর শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন, আর কিভাবে তিনি এ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে এবং অত্যাচারকারীদেরকে ধরবেন তা তিনিই ভাল জানেন। কিন্তু এ সব লোক যারা খোদা তাআলার আত্মসম্মানে বার বার আঘাত করছে এবং অত্যাচারে সীমালঙ্ঘন করছে, আল্লাহ্ তাআলা যেন তাদেরকে শিক্ষনীয় শাস্তি প্রদান করেন। আর ইনশাল্লাহ্ তাআলা এটি হবে-ই।

আমি পূর্বেও আহমদীদেরকে নিজেদের দোয়ায় বেদনা সৃষ্টি করতে বলেছি। আল্লাহ্ তাআলা তাদের অহংকার, গর্ব, তাদের শক্তি, অত্যাচারকে নিজ শক্তিমত্তা প্রদর্শন করত: ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিন। আল্লাহ্ তাআলা আহমদীদের ঈমান ও বিশ্বাসে প্রবৃদ্ধি করুন। এরূপ বিপদ আমাদের ঈমানে যেন কখনো দুর্বলতা সৃষ্টির কারণ না হয়। পৃথিবীর সব আহমদী পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য এখন খুব বেশী দোয়া করুন কেননা তাদের অবস্থা খুবই ভয়াবহ।

একইভাবে মিশরের আহমদীদের জন্য খুব বেশি দোয়া করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। ভারতের কেরালাতে দুই-তিন জন আহমদীর ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে জেলে পাঠানো হয়েছে। তাদেরকেও দোয়াতে স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ বন্দীদের, আহতদের এবং শহীদদের কুরবানী সমূহ কখনো বৃথা যাবে না ইনশাআল্লাহ্ তাআলা। শয়তান এবং তার চাটুকাররা কখনো সফল হবে না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলের প্রতি দয়া করুন এবং সব বিপদ থেকে সবাইকে সুরক্ষিত রাখুন। আমীন।

[জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত]

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর

সুইজারল্যান্ডে প্রদত্ত ২৩ এপ্রিল ২০১০ এর জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

অধিকাংশ সময় আমি জামা'তকে এ দিকে মনোযোগ আকর্ষন করে থাকি যে, আপনারা আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দা হোন। আর তখনই আমরা প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারবো আমাদের হৃদয়ে যখন তাকওয়া থাকবে, আমরা যখন আমাদের জন্মের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সচেষ্ট হবো। এই সফরে আমি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেছি। এ সব স্থানে দেয়া গত কয়েকটি খুতবায় আমি বিশেষভাবে এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করেছি। এ কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করার কারণ, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে M.T.A. এর সুবিধা দান করেছেন। এতে আমার খুতবা নিয়মিত সম্প্রচারিত হয় এবং অন্য এমন সব প্রোগামও চলে যা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জরুরী। এরপরও জামা'তের শতভাগ লোক এ থেকে উপকৃত হয় না। পুরুষ, মহিলা এবং যুবকদের অনেক বড় একটি সংখ্যা নিয়মিত খুতবাও শোনে না আর শুনলেও মনে করে যেখানে খুতবা দেয়া হচ্ছে এ কথাগুলো সেখানকার লোকদের জন্য প্রযোজ্য, যদিও প্রতিটি খুতবাতে প্রত্যেক আহমদীকে সম্বোধন করা হয়; সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন। বিশেষ করে পুরনো আহমদীদের মাঝে এ ভুল ধারনাটি প্রচলিত হয়ে গেছে।

আরবে যারা নতুন আহমদী হয়েছে তারা লিখে থাকেন বা নবদীক্ষিত আহমদীরা আমার সাথে সাক্ষাতকালে বলেন, কোন কোন খুতবাতে এমন মনে হয় যেন আপনি আমাদের অবস্থা সম্পর্কেই বলছেন। কিছু দিন যাবৎ M.T.A-তে রাশিয়ান ভাষাতেও খুতবা সম্প্রচারিত হয় এবং রাশিয়ার বিভিন্ন দেশের স্থানীয় আহমদীদের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠি আসছে, তারা লিখছেন, আমাদের ওপর খুতবার ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। অনেক সময় তরবীয়তি খুতবা শুনে এমন মনে হয়, খুতবাটি যেন বিশেষ ভাবে আমাদের অবস্থা দেখে আমাদের জন্যই দেয়া হচ্ছে।

আমি যখন বিয়ে-শাদীর প্রচলিত রীতি-নীতির বিষয়ে খুতবা দিয়েছিলাম তখনও চিঠি এসেছে যে, এ সব কু-প্রথা আমাদেরকেও আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে। খুতবাতে আমরা আমাদের জন্য তরবিয়তের অনেক জিনিস পেয়েছি। কাজেই যে সব আহমদী এই চেষ্টায় লিপ্ত থাকে যে, আমাদেরকে যুগ খলীফার কথা শুনতে হবে, এর ওপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে এবং নিজেদের সংশোধনের প্রতি মনোযোগী হতে হবে, এমন লোকেরা কেবল সানন্দে খুতবাই শুনে না বরং তারা মনে করে এ খুতবা তাদেরকে সম্বোধন করেই বলা হচ্ছে। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, একটি শ্রেণী এমনও রয়েছে যারা হয় খুতবা শুনে না অথবা নিজেদেরকে এর সম্বোধিত মনে করে না বা প্রথাগত ভাবে শুনে। এ জন্য আমি প্রতিটি দেশে আমার খুতবায় বার বার কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি কেননা আমার সফরের কারণে অনেক আহমদী জুমুআর নামাযে সমবেত হয়। আর প্রত্যেক আহমদীর মাঝে একটি নেকীর বীজ তো রয়েছে, খিলাফতের সাথে একটি সম্পর্ক তো রয়েছে। এজন্য সাধারণ দুর্বলতা সত্ত্বেও যখন শুনে যুগ খলীফা সফরে এসেছেন আর খুতবা হবে, জলসা হবে তখন খুতবা বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে বিশেষ আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে শামিল হয়। আজ আমি এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে সুইজারল্যান্ডের আহমদীদেরকেও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। যে কথাটি আমি শুরুতেই বলেছি সেটাই আমার সর্ব প্রথম কথা আর তা হল, আপনারা কৃতজ্ঞ বান্দা হোন। বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোতে আগত আহমদী যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা মানসিক ও আর্থিক সাচ্ছ্যন্দ দান করেছেন তাদেরকে আরো বেশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে কৃতজ্ঞ হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

অর্থাৎ এবং (স্মরণ কর) যখন তোমাদের প্রভূ প্রতিপালক এ ঘোষণা দিয়েছেন, হে লোক সকল! তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও তবে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আরো বেশি দান করবো। অতএব, এখানে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। এখানে আল্লাহ্ তাআলার কৃপাবারীর বহিঃপ্রকাশের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কী? তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অর্থ তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ পালন করা। তিনি যেসব কাজ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন তা পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে সম্পন্ন করা এবং যেসব কাজ করতে বারন করেছেন, পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন পূর্বক সেগুলো থেকে বিরত থাকা। কাজেই একজন প্রকৃত মু'মিন বান্দার কাজ হল, যদি সে আল্লাহ্ তাআলার কৃপার অংশীদার হতে চায় সে যেন **আব্দে শুকুর** বা কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে তার জীবন অতিবাহিত করে। আব্দে শুকুর হওয়ার জন্য সে যেন তার মন মস্তিস্কে এবং উঠা বসায় আল্লাহ্ তাআলার কৃপার কথা স্মরণ রাখে। সে যেন আল্লাহ্ তাআলার কৃপার কথা স্মরণ রেখে তার জিহ্বাকে তাঁর যিকিরে সিক্ত রাখে। আল্লাহ্ তাআলা যে সব পুরস্কারে ভূষিত করেছেন সেগুলো যেন স্মরণ রাখে এবং সেগুলো স্মরণ রেখে সর্বদা যেন আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা করে। মুখে যেন আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা জারি থাকে আর কেবল মুখেই যেন জারি না থাকে। কেননা একজন প্রকৃত মু'মিনের পরিচয় তার প্রতিটি কাজ কর্মের মাঝে প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ তাআলার প্রতি একজন বিনয়ী বান্দা হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এমন বিনয় প্রকাশ করা তখনই সম্ভব যখন মনে করা হবে আল্লাহ্ তাআলাই সব কিছু দান করেন। হৃদয়ে যদি আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ভালবাসাই থাকে তবে তিনি যেসব নেয়ামত দান করেছেন সেগুলো তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী ব্যবহৃত হতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে সবল দেহ দান করেছেন। অতএব ইবাদত ও তাঁর ধর্মের সেবার মাধ্যমে এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। তিনি যদি সচ্ছলতা বা সাচ্ছ্যন্দ দান করে থাকেন তবে যে কোন ধরনের গর্ব, অহংকার ও দাম্ভিকতা ত্যাগ করে আল্লাহ্ তাআলার পথে খরচ করার প্রতি মনোযোগী হোন। আল্লাহ্ তাআলার দানকরা সামর্থ্য, যোগ্যতা ও ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-

সন্ততির ব্যবহার যদি আল্লাহ্ তাআলার দানকৃত শিক্ষা অনুযায়ী হয় তবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হবে। আর আল্লাহ্ তাআলা, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি অতীব দয়াময় এবং একের পরিবর্তে বহু গুন বৃদ্ধি করে দান করেন তিনি মানুষের সামর্থও বাড়ান, সুস্বাস্থ্যও দান করেন, সচ্ছলতা দান করেন, একজন ইবাদত গুজার বান্দাকে স্বীয় নৈকট্য দান করেন, তার জন্মের উদ্দেশ্য পুরনেরও সামর্থ দান করেন। মানুষ আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ছাড়া বাহুবলে এমন ইবাদতও করতে পারে না যা গৃহীত ইবাদত। আর যদি তার ইবাদত খোদার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তার এমন ইবাদত অর্থহীন। তাই কৃতজ্ঞতাই নেকীর ক্ষেত্রে উন্নতির তৌফিক দেয়, তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে। কেননা মানুষের প্রতিটি কথা এবং মানুষ যদি প্রতিটি কথা কর্মকে খোদার ফযলের ফল আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার সামনে ঝুঁকে, তাহলে এমন কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতি খোদা তাআলা স্নেহের সাথে দৃষ্টি দেন। আল্লাহ্ তাআলা এক জায়গায় বলেন, **"ওয়ামা ইয়াফ আলু মিন খায়রিন লান ইউগফারু ওয়াল্লাহু আলীমুম বিল মুত্তাকীন।"** (আর তারা যে নেক কর্মই করবে তাকে অব মুল্যায়ন করা হবে না। আর আল্লাহ্ তাকওয়াশীল ব্যক্তিদের খুব ভাল করে জানেন।) কৃতজ্ঞতার ফলে তাকওয়া বৃদ্ধি পায়। কেননা কৃতজ্ঞতা হল একটি নেকী বা নেক কর্মের আত্মকৃত নেকীর তৌফিক, নিজের পুরো সত্তা, সামর্থ, যোগ্যতা, এবং সমস্ত নেয়ামতের উৎসস্থল, খোদার ফযল এবং কৃপাকে মনে রাখলেই নেকী সম্ভব। আর এমন নেকীর ক্ষেত্রে অগ্রসরমান এবং কৃতজ্ঞ বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে শাকুর হওয়ার সাক্ষ্য রাখেন, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খোদা তাআলা বলেন, **"লে ইউ ওয়াফ্ফিয়াহুম উযুরাহুম ওয়া ইয়াযিদাহুম মিন কাবলে ইন্নাহু গাফুরুন শাকুর।"** যেন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পুরো প্রতিদান দিতে পারেন এবং তাদের জন্য স্বীয় অনুগ্রহ তিনি আরো বৃদ্ধি করবেন, নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল এবং কৃতজ্ঞ বা মুল্যায়নকারী। আল্লাহ্ তাআলা **শুকুর** শব্দ যখন নিজের জন্য ব্যবহার করেন তখন বান্দাদের মত বিনয় বা সেই ধরনের কৃতজ্ঞ অর্থে নয় বরং খোদা তাআলা যিনি সমস্ত শক্তির আধার তিনি যখন শুকুর হন কৃতজ্ঞ হন, সত্তা হিসাবে এর অর্থ হলো বান্দার বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং পূণ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার যে প্রেরনা সেটিকে তিনি পছন্দ করেছেন। এবং খাঁটি হৃদয়ে তাঁর জন্য যে ইবাদত করা হয় এবং যে সমস্ত নেক কর্ম করা হয়, তা খোদা তাআলার ফযল এবং কৃপাকে আকর্ষণ করে। সে কারনে আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে **'গাফুর'** শব্দের পাশা পাশি **'শাকুর'** শব্দ ব্যবহার করেছেন যে, তিনি ক্ষমাশীল এবং মূল্যায়নকারী। মানুষ, যে অত্যন্ত দুর্বল তার ভিতর যখন এ চেতনা সৃষ্টি হয় যে, সকল কাজ আমাকে খোদা তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। আর খোদা তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দা আমাকে হতে হবে। আর বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর দিকে ঝুঁকতে হবে।

অতএব আল্লাহ তাআলা যিনি অতীব ক্ষমাশীল, যার রহমতের গন্ডি অত্যন্ত বিস্তৃত, যাঁর দয়া অসীম প্রশস্ত তিনি তাঁর বান্দাকে তাঁর ক্ষমার চাঁদরে ঢেকে রাখেন, তার পাপ ও দুর্বলতা ঢেকে রাখেন, তাঁর দিকে উঠানো তাঁর বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপকে অত্যন্ত মূল্যায়ন করেন এবং তার পুরস্কার বৃদ্ধি করতে থাকেন।

অতএব, ইনি-ই আমাদের খোদা, যিনি সব দিক থেকে তাঁর বান্দাকে স্বীয় দানে ভূষিত করেন। এমন বান্দা ইহকালেও উন্নতি করে এবং পরকালেও তারা সুখে থাকে। এমন দয়ালু খোদাকে ছেড়ে মানুষ যদি অন্যদিকে যায় তাহলে এমন ব্যক্তিকে নির্বোধ বা দুর্ভাগা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে!

অতএব আপনারা যারা এদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছেন তারা নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করুন। নিজের অতীতের উপর দৃষ্টিপাত করুন। তাহলে আপনাদের অধিকাংশই এ উত্তরই পাবেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। বিনা কারনে কেউ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়না। হয়ত যালেম জোর করে বের করে দেয় বা অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বের হয়ে যায় বা জীবিকার সন্ধানে মানুষ বের হয়। যদি আহমদী আত্মবিশ্লেষণ করে তাহলে স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে, আমি যে অবস্থাগুলোর কথা বললাম প্রথম অবস্থা পুরোপুরি সত্য না হলেও দ্বিতীয় পরিস্থিতি অবশ্যই সত্য। যুলুম এবং অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বের হওয়া এটিও মানসিক প্রশান্তির জন্য মানুষ করে। এবং জীবিকার জন্যও। আর এসমস্ত দেশ করে সরকার যে পরিস্থিতির আপনারা সম্মুখীন সেটিকে দেখে আপনাদেরকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছে।

অতএব, খোদা তাআলা আমাদের ওপর এ অনুগ্রহ করেছেন। এটি আহমদীয়াতের কারনে করেছেন।

অতএব, এ বিষয়টি এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে যে আহমদীয়াতের সাথে আপনারা এমনভাবে সংশ্লিষ্ট হোন যা সত্যিই অনুকরণীয় হয়, তাহলে খোদার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হবে। যদি জামা'তকে আপনারা গুরুত্ব না দেন, যদি যুগ খলীফার কথায় আপনারা কর্ণপাত না করেন, তাহলে ধীরে ধীরে খোদার ফযল থেকে নিজেকে কেবল দূরে ঠেলে দিবেন তা নয় বরং আপনারা আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকেও জামা'ত থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন।

সুতরাং চিন্তা করুন, ভাবুন! যদি এ দুনিয়া আপনাকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তাহলে এটা পুরস্কার নয়। বরং এটা হবে লাঞ্ছনা, ধ্বংস।

আমাদেরকে সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আমরা এ যুগের ইমামের হাতে বয়আত নিয়েছি। যার আগমনের প্রতীক্ষায় প্রত্যেক জাতি ছিল। যার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) অত্যন্ত মমতা ও ভালবাসার সাথে সালাম পাঠিয়েছেন। মনে রাখবেন, এমন ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত থাকার বিষয় কোন সাধারণ বিষয় নয়। এটা অনেক বড় একটা সম্মান। এটা একজন আহমদী পেয়েছে।

সুতরাং এ সম্মানের মূল্যায়ন করা প্রত্যেক আহমদীর জন্য ফরজ। এ মূল্যায়নই এক আহমদীকে প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দা বানাবে। এটা যখন হবে তখনই সে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি খোদা তাআলার ফযলকে প্রত্যক্ষ করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া শুধুমাত্র মৌখিক একটা স্বীকৃতি প্রদানই নয়। বরং বয়আতের একটা অঙ্গীকারও বটে। এটা আমরা তাঁর সাথে করেছি। তার পরে তাঁর নামে যুগ খলীফার হাতে আমরা বয়আত করেছি। এ বয়আতের বিষয় বস্তু বুঝা প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক।

বয়আত বিক্রি হয়ে যাওয়ার নাম। নিজের সমস্ত ইচ্ছা ও আবেগকে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে সমর্পিত করে জীবন অতিবাহিত করার অঙ্গীকারের নাম হলো বয়আত। বয়আতের এ অঙ্গীকারের বিষয়ে কিয়ামতের দিন, হিসাব নেয়ার দিন আমাদের হিসাব দিতে হবে।

এখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কি কি বিষয়ে আমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন তা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছি। প্রত্যেকে নিজ নিজ হিসাব নিন, এ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করছেন কিনা? বা করার চেষ্টা করছেন কিনা? পরিশুদ্ধ চিত্তে সব ধরনের মন্দ থেকে দূরে থাকার অঙ্গীকার করো। আর শিরকের

ব্যাপারে বলেছেন– বাহ্যিক মূর্তি আর পাথরের পূঁজাই শিরক নয়। বরং এক ধরনের গোপন শিরক রয়েছে। নিজের কাজের জন্য নিজের নামায ছেড়ে দেয়া এটাও শিরক। নামাযের প্রতি অমনোযোগিতা এক বড় পাপ। এটা একদিকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পরিপন্থি। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন– "আমি জ্বীন ও মানুষকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" অপরদিকে জগৎকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দেয়া, যে দিয়েছে – যেন রিযিকদাতা খোদা তাআলা নন বরং নিজের চেষ্টা, নিজের ব্যবসা, নিজের চাকুরী। কখনও কখনও সন্তানরা আল্লাহর অধিকারের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যায়। এটা এক ধরনের শিরক। আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট নির্দেশ অস্বীকার করে সন্তানদের কথা মেনে নেয়া এটাও এক ধরণের গোপন শিরক। বরং অনেক সময় এগুলো আল্লাহ তাআলার স্মরণকেও ভুলিয়ে দেয়। অনেক লোক, যারা আহমদীয়াত থেকে দূরে সরে গেছে। এটা শুধুমাত্র সন্তানের কারণেই। সন্তানের মন্দ চারিত্রিক কর্মকান্ড, অবাধ স্বাধীনতা সন্তানকে ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যায়। আর এটা খোদ মাতা-পিতাকেও ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা কুরআন করীমে এক জায়গায় বলেন, **"ইয়া আয়্যুহাল্লাযিনা আমানু লা তুহলিকু আমওয়ালুকুম ওয়ালা আওলাদুকুম মিন যিকরিল্লাহ্"** অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল করে না দেয়।

সুতরাং যখনই আল্লাহ তালার মোকাবেলায় অন্য কোন জিনিস গুরুত্ব লাভ করবে তখন আল্লাহ তালার যিকির, তাঁর স্মরণ, তাঁর ইবাদত থেকেও এটা গাফেল করবে। আর এটাই গোপন শিরক – খোদা তালার মোকাবেলায় অন্য জিনিসকে প্রাধান্য দেয়া। এই অবহেলা সাধারণ অবহেলা নয়। বরং ধ্বংসে নিপতিত করার মত অবহেলা।

অতএব আল্লাহ তাআলা মু'মিনদেরকে নসীহত করেছেন– তোমরা এটা মনে করো না আমাদের বয়আতের অঙ্গীকার করা আর আমাদের হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জামা'তে শরীক হওয়াই যথেষ্ট। বরং আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে খোদা তাআলার স্মরণ দ্বারা নিজের হৃদয়কে সিক্ত রাখা আবশ্যক। যাতে সব ধরনের শিরক ও আমাদের মাঝে বিস্তর দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক আহমদীর নিকট প্রত্যাশা রাখেন– সে যেন সব ধরণের মিথ্যা, ব্যভিচার, কুদৃষ্টি, যুদ্ধবিগ্রহ, ঝগড়াঝাটি, যুলুম, খেয়ানত, বিশৃংখলা ও বিদ্রোহের সব অবস্থা থেকে বেঁচে থাকে। প্রত্যেক মুহূর্তে নিজের হিসাব নেয়া আবশ্যক। অনেক মানুষ ছোট ছোট বিষয়কে নগণ্য মনে করে। নিজের ব্যবসা বানিজ্য ও বিষয়াদীতে মিথ্যা বলে। এটাকে ছোট ও নগণ্য বিষয় মনে করে। এটাকেও শিরক আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ব্যভিচার, কুদৃষ্টি এই মন্দগুলো আজকাল মিডিয়ার কারণে সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ঘরে ঘরে টেলিভিশনের মাধ্যমে এমন এমন মন্দ ও জঘন্য জিনিস দেখানো হয়– যা মানুষকে মন্দের মাঝে নিক্ষিপ্ত করে। বিশেষভাবে যুবক-যুবতীদেরকে। অনেক আহমদী ঘরও এ মন্দে লিপ্ত হয়ে যায়।

প্রথমে তো আলো ছড়ানোর নামে এসব অনুষ্ঠানকে দেখা হয়। পরে অনেক দুর্ভাগা ঘর ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এতে লিপ্ত হয়ে যায়। অতএব, এটা চোখ ও মস্তিকের ব্যভিচার। এ ব্যভিচার বৃদ্ধি পেতে পেতে পরিশেষে প্রকৃত মন্দে লিপ্ত করে। পিতামাতা শুরুর দিকে সংযম প্রদর্শন করে না, কিন্তু পরে বিষয়টা যখন হাত ছাড়া হয়ে যায় তখন তারা বুঝতে সক্ষম হয় আমাদের বংশধর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সন্তান- সন্ততি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ জন্য আবশ্যক প্রথমেই দৃষ্টি রাখুন। বৃথা অনুষ্ঠান চলাকালে বাচ্চাদেরকে টিভির সামনে যেন বসতে না দেন। আর ইন্টারনেট ইত্যাদির প্রতিও দৃষ্টি রাখুন। অনেক পিতামাতা বেশি পড়াশুনা জানেন না। এ ক্ষেত্রে জামাতী ব্যবস্থাপনার কাজ– তাদেরকে এ বিষয়ে অবগত করুন। এভাবে আনসারুল্লাহ্, লাজনা ও খোদ্দামুল আহমদীয়া রয়েছে তারা নিজেদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এ মন্দ থেকে বাঁচার কর্মসূচী তৈরী করুন। আহমদী যুবক যুবতীদেরকে জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করুন যাতে তারা সর্বদা ধর্মকে সর্বাগ্রে রাখে। আর এ ব্যাপারে পিতামাতাদের জামা'তী ও অঙ্গ-সংগঠনের কাজে সহযোগীতা করা আবশ্যক। কোন ধরনের দূর্বলতা যদি পিতামাতা প্রদর্শন করেন তাহলে তারা নিজেদের সন্তানের ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি করবেন। বিশেষভাবে ঘরের যে তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ পুরুষ তার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব সে যেন নিজের সন্তানদের আগুন থেকে বাঁচায়। যে আগুন থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর মান্যকারী বানিয়েছেন। বিশেষভাবে অন্য মুসলমানেরা । তাদের যেন এমন নেতৃত্ব লাভ হয়– যা তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে। কিন্তু আপনাদের উপর আল্লাহ তাআলা ফযল করেছেন– আপনারা যুগ ইমামের বয়আতের অর্ন্তভুক্ত হয়ে তাঁর দিক নির্দেশনা লাভ করছেন। খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে নেকির দিকে অগ্রসর হওয়ার বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়। সুতরাং এ সব আমাদের নিকট দাবী রাখে আমরা যেন– আল্লাহ তাআলার ফযলকে প্রকাশ করে প্রত্যেক মন্দ থেকে বাঁচার অঙ্গীকার করে লাব্বায়েক বলে সামনে অগ্রসর হই। নেকির উপর চলি আর সন্তানদেরকে চলার নসীহত করি।

খোদা তাআলার এ ঘোষণাকে সর্বদা সামনে রাখুন– **ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা**– অর্থাৎ হে যারা ইমান এনেছ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে আগুনের আযাব থেকে বাঁচাও।

আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের চাকচিক্য, রংতামাশা যাকে পশ্চিমা বিশ্বে মন্দ বলা হয় না, কিন্তু ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তা মন্দ। তা চারিত্রিক উত্তম আদর্শ থেকে দূরে সরানোর মাধ্যম। এগুলো সবাইকে মন্দে লিপ্ত করার চেষ্টা করে। যেভাবে আমি বলেছি, অনেক সময় আলো ছড়ানোর নামে কাজ করা হয়। পরে মন্দের দিকে অবচেতন ভাবেই অগ্রসর হতে থাকে। এটা না মুক্তি আর না স্বাধীনতা। বরং আনন্দ বিনোদন ও স্বাধীনতার নামে এটি অগ্নি গহ্বর। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের প্রতি পরম করুণাময়। তিনি মু'মিনদের কাছে স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, এটি আগুন। নিজেরাও এথেকে বাঁচ, আর নিজ সন্তানদেরও বাঁচাও। এ সমাজে বসবাসকারী যুবক যুবতীদের বলছি, অবাধ স্বাধীনতা লাভ করাই জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারন করা অনুচিত। অন্যদের সাথে তোমাদের স্বাতন্ত্র্য থাকা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক আহমদীর সব ধরনের অনিষ্টকর বিষয় থেকে বাঁচা প্রয়োজন। পরস্পর ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও মায়া মমতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সর্ব প্রকার প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। নেযামে জামা'তের পূর্ণ আনুগত্য করা প্রয়োজন। নেযামে জামা'তের সৌন্দর্য্য স্বয়ং নেযামে জামা'তই। যদি এই সৌন্দর্য্য থেকে আমরা দূরে সরে যাই, তবে আমাদের ও অন্যদের মধ্যে পার্থক্য কি রইল? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন,"তোমরাও নামায পড়, তারাও নামায পড়ে। তোমরাও রোযা রাখ, অন্যান্য

মুসলমানরাও রোযা রাখে। তোমরাও হজ্জে যাও,তারাও হজ্জে যায়। তাদের কেউ কেউ যাকাতও প্রদান করে। সুতরাং তাদের সাথে তোমাদের পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। সেই সুস্পষ্ট পার্থক্য হচ্ছে নেযামে জামা'ত। কিছু লোক বলে, খিলাফতের সাথে আমাদের বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে আমাদের মতপার্থক্য রয়েছে। স্মরণ রাখতে হবে, জামা'তী ব্যবস্থাপনা খিলাফত ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদি কোন কর্মকর্তা সম্বন্ধে কারো অভিযোগ থাকে, তবে সে খলিফায়ে ওয়াক্তের কাছে সে সম্বন্ধে লিখতে পারে, অভিযোগ পেশ করতে পারে। কিন্তু জামাতী ব্যবস্থাপনার আনুগত্যের বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। তেমনি কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব, তারা যেন লোকদের জন্য ফিতনা-ফাসাদের কারন না হয়। লোকদের পরীক্ষায় না ফেলে। বরং তাদের সাথে সত্যিকার সহমর্মীতা ও শুভাকাঙ্খীতা প্রদর্শন করে।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) তার বয়আতের শর্তাবলীতে নামাযের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, আমার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার জন্য নামায অত্যাবশ্যক শর্ত। এ সম্বন্ধে আমি পূর্বে বলে এসেছি। কিন্তু নামাযের শর্তের সাথে সাথে তিনি আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা করতেও নির্দেশ দিয়েছেন। .....

অতঃপর বয়আতের চতুর্থ শর্তে বলেছেন, প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে নিজ জিহ্বা (কথা) বা হাত দ্বারা কাউকে কষ্ট দিবে না। অতঃপর তিনি (আ.) বলেছেন, সুখে-দুঃখে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ তাআলার সাথে অবিশ্বস্ততা প্রদর্শন করবে না। বরং আল্লাহ তাআলার সাথে ক্রমান্বয়ে সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে। আমি পূর্বে যেমন বলে এসেছি, এদেশে বসবাসের ফলে আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের যে স্বাচ্ছন্দ দান করেছেন, সেজন্য আল্লাহ তাআলার সত্যিকার কৃতজ্ঞ বান্দা হোন। বর্তমানে কিছু লোক সমাজের উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বেশ চিন্তিত, যা গত দু বছর যাবৎ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ অস্থির অবস্থাতেও খোদা তাআলার আঁচল ত্যাগ করবেন না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে এটাই খুলে বর্ননা করেছেন। অতঃপর তিনি (আ.) এ শর্ত নির্ধারণ করেছেন, পার্থিব রীতি-রেওয়াজ ও কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যের জন্য কুরআন করীম পাঠ করা ও এসম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া এবং এর উপর গভীর চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন, যাতে এর আদেশ সমূহ সম্বন্ধে উত্তমরূপে ধারনা লাভ করে তা পালন করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়।

অতঃপর আরেকটি শর্তে বলেছেন, সর্বপ্রকার অহংকার পরিত্যাগ করতে হবে এবং বিনয় অবলম্বন করতে হবে।

এরপর অষ্টম শর্তে বলেছেন,ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করা এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসাকে নিজ প্রাণ, সম্পদ, সম্মান, সন্তান এবং সকল প্রিয়জনদের চাইতে প্রিয়তর জ্ঞান করতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। প্রত্যেক আহমদীর এটা স্মরন রাখতে হবে, সে আহমদী হওয়ার প্রেক্ষিতে আহমদীয়াতের প্রতিনিধি। আর তাকে ইসলামের সত্যিকার দৃষ্টান্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। অ-আহমদী মুসলমানদের দৃষ্টিও আমাদের উপর রয়েছে, আবার অ-মুসলমানদের দৃষ্টিও আমাদের উপর রয়েছে। আমরা তাদের সামনে নিজেদেরকে ইসলামের সত্যিকার চিত্র হিসেবে উপস্থাপন করে থাকি। তাই ইসলামের সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখার দায়িত্বও আমাদের উপর অর্পিত। তাদের সামনে আমাদের উত্তম নমুনা হতে হবে। আর যখন আমরা তা হব, তখনই তবলীগের ক্ষেত্রে সফল হতে পারবো। ধর্মের সম্মান ও ইসলামের প্রতি ভালবাসা আমাদের প্রতি এ দাবী রাখে যে, এর সম্মান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আজ চারিদিকে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চলছে। তাই ইসলামের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপন করা প্রয়োজন। ইসলাম বিরোধীরা এ দেশেও ইসলামের দুর্নাম করার জন্য এক পন্থা অবলম্বন করেছে যে মুসলমানরা মসজিদের মিনার বানাতে পারবে না-এ বিষয়ে জনমত সৃষ্টি করে আইন পাশ করিয়েছে। যদি মিনার বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে মুসলমানদের ভাবমূর্তি..... ক্ষুন্ন হয়ে যাবে। মিনারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। কিন্তু এই ইস্যুকে সর্বদা জীবিত রাখুন, পত্র পত্রিকায় ক্রমাগত লিখতে থাকুন ..... এবং অন্যান্য উপায়েও এদিকে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকুন। যেভাবে জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে তারা এ আইন পাশ করিয়েছে, অনুরূপ জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে এটি বাতিল করাও সম্ভব। নিঃসন্দেহে আমরা মিনারের মুখাপেক্ষী নই। এটির প্রচলন ইসলাম প্রতিষ্ঠার অনেক পরে হয়েছে। কিন্তু এটি ইসলামের সম্মানের প্রশ্ন। মিনারের বাহানায় ইসলামের দুর্নাম করা হচ্ছে। এজন্য এটি প্রতিহত করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। জামা'তে আহমদীয়ার উত্তম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করুন যে আল্লাহ তাআলার ফযলে ১৯৫ টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন কোন একটি স্থান দেখিয়ে দিন, বরং সুইজারল্যান্ডেই কোথাও দেখিয়ে দিন যে, জামাতের পক্ষ থেকে কোন আইন ভঙ্গ করা হয়েছে। বরং আইন কানুন পূর্নরূপে মেনে চলা হয়। অথবা দেখিয়ে দিন কোন বিশৃঙ্খলায় জামা'ত অংশগ্রহণ করেছে অথবা রাষ্ট্র বিরোধী কোন কার্য কলাপে অংশ নিয়েছে। শুধু আমরাই ইসলামের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপন করছি। ব্যক্তিগত কথা-বার্তার মাধ্যমে সম্পর্ক প্রসারিত করুন। ঘরে বসে থেকে শুধু নিজ পরিচিতজনদের সাথেই সম্পর্ক সীমিত রাখবেন না। যারা বিদেশী ভাষা জানেন,যার যে মহলে পরিচিতি আছে, সে সেখানেই গণসংযোগ করুন। তবলীগের ক্ষেত্র প্রসারিত করুন। যারা ভালরূপে ভাষা জানেন না, তারা তবলিগী বই-পুস্তক বিলি করা শুরু করুন। মোট কথা জামা'তের সব সদস্যকে একাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। ..... কেননা ইসলামের সঠিক চিত্র উপস্থাপন করা এবং তবলিগি প্রচেষ্টা ধর্মের ও ইসলামের সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অত্যাবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্রমাগত চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা না করব, আমরা ধর্মের সম্মান প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসার দাবী পূরণ করতে পারব না, এ দাবী পূরণের প্রচেষ্টাকারী বলে গন্য হতে পারব না।

অনুরূপভাবে ইসলামের দুর্নাম করার জন্য পর্দার বিরুদ্ধে আরেকটি ইস্যু দাঁড় করানো হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের সন্তান ও নারীদের দায়িত্ব, তারা পত্র-পত্রিকায় চিঠি-পত্র লেখার মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে যে, পর্দা নারীদের সম্মানের জন্য। ইংল্যান্ড ও জার্মানীতে বাচ্চারা এ ব্যাপারে বেশ কাজ করেছে। আর সব ধর্মই এ শিক্ষা প্রদান করেছে যে নারীদের সম্মান যেন প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরবর্তীতে এ শিক্ষা বিকৃত করা হয়েছে।.....মোট কথা, পর্দা নারীদের সম্মানের জন্য। নারীরা প্রকৃতিগত ভাবেই সম্মানের দাবীদার। আর প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্মান চায়। আর নারীদের এই সম্মান রয়েছে,তারা এটি প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায় আর রাখা উচিৎও।

ইসলাম মহিলাদের ইজ্জত-আব্রু ও সম্মান এবং অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সর্বাগ্রে। সুতরাং মহিলাদেরকে পর্দা করানো হয় এটা কোন ধরনের জবরদস্তি নয়। বরং মহিলাদের তাদের স্বকীয়তা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং তাদেরকে তাদের মর্যাদা প্রদানের জন্য এ সকল প্রচেষ্টা।

এর সাথে সাথে মু'মিন মেয়েদেরকেও বলছি, যারা কোন না কোন ধরনের হীনমন্যতায় ভোগে। যদি জগতের কথার ভয়ে অথবা ফ্যাশনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে পর্দা ফেলে দিলেন তবে আপনাদের ইজ্জতের কেউ জামানত দিবে না। আপনাদের সম্মান ধর্মের সম্মান রক্ষার্থে। আমি আগেও একটি ঘটনা বর্ণনা করে এসেছি। এমনি ভাবে আরও কয়েকটি ঘটনা আছে। এক মেয়েকে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলল, যদি তুমি পর্দা করে অফিসে আসো তবে তোমাকে তোমার চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে দেয়া হবে। সে মেয়ে দোয়া করল, হে আল্লাহ্ ! আমি তো তোমার আদেশ অনুযায়ী কাজ করছি। এবং তোমার ধর্মের উপর আমলের লক্ষ্যে আমি এ পর্দা করছি। তুমি কোন ব্যবস্থা করে দাও। যদি চাকুরি আমার ভাগ্যে না থাকে তবে কোন অসুবিধা নেই। অন্য কোন ব্যবস্থা কর। যাই হোক এক মাস পর্যন্ত সে অফিসার ঐ মেয়েকে বিরক্ত করতে থাকল। আর অন্যদিকে সে মেয়ে দোয়া করতে থাকল। কিন্তু এক মাস পর সে মেয়ে তো চাকুরিতে বহাল থাকল কিন্তু সে অফিসারকে তার চেয়ে উচ্চপর্যায়ের অফিসার চাকুরি থেকে বরখাস্ত করল অথবা তাকে বদলি করে অন্যত্র পাঠিয়ে দিল। এভাবে সে বেঁচে গেল। সুতরাং নিয়্যত যদি পরিষ্কার হয় তবে আল্লাহ্ তাআলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেন। আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্ক থাকলে আল্লাহ্ তাআলা এমন ব্যবস্থা করে দেন যে মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়ে। এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা অজান্তেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বয়আতের নবম শর্তে সৃষ্টির সাথে সহানুভূতি এবং মানবজাতিকে কল্যাণ সাধন এবং হিত সাধনের নসিহত করেছেন। এটিও প্রকৃত পক্ষে তখনই সম্ভব যখন একনিষ্ঠভাবে সহানুভূতির চেতনা সহকারে দুনিয়াকে খোদা তাআলার নিকটবর্তী করার চেষ্টা করা হয়। তাদেরকে পরিপূর্ণ ধর্মের ব্যাপারে অবহিত করুন। এবং পয়গাম পৌঁছানোকারীর জন্য তবলীগ তখন সহজ হবে যখন তবলীগ কারীর আমলও সেই তালীম অনুযায়ী হয়। আর এ পয়গাম পৌঁছানোর কাজ অন্তরে এক বেদনা নিয়ে আপনারা করবেন। বয়আতের শর্তাবলীর শেষ শর্ত হল হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, আমার সাথে আনুগত্য এবং আমার সাথে সম্পর্ক যেন সমস্ত জাগতিক সম্পর্কের তুলনায় দৃঢ় হয়ে মজবুত হয়। সবাইকে আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে যে আমাদের সম্পর্ক, আমাদের আত্মীয়তা, মানুষের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাথে সম্পর্কের পথে বাধা নয় তো। আর এর মান সম্পর্কে আমরা তখনি প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করব যখন আমরা তার সেই শিক্ষা যা ইসলামেরই প্রকৃত শিক্ষা–তাকে শিরোধার্য করি। অথবা শিরোধার্য করার চেষ্টা করি। তিনি তার তিরোধানের পর যে কুদরতে সানিয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন যার সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে তা স্থায়ী হবে অর্থাৎ খিলাফতের সাথে পরিপূর্ণ আমল এবং বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। সকলেই যদি এ সম্পর্ক দৃঢ় রাখার অঙ্গীকার করে তাহলে সে প্রকৃত পক্ষে তার জামা'তভূক্ত বলে গণ্য হবে নতুবা শুধু আহমদীয়াতের লেবেলই হবে। কোথাও এটি যেন না হয় পরে আগত আহমদীরা সেই বরকত থেকে অংশ পাবে কিন্তু পুরোনো আহমদী যাদের পূর্বপুরুষ কুরবানী দিয়ে ঘরে আহমদীয়াতের সূচনা করেছেন তারা সে বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন। তাই অনেক দোয়া করা প্রয়োজন। গভীর মনোযোগের প্রয়োজন।

হযরত মসীহ মাওউদ আ. বলেন, নিশ্চিত জেনো খোদার দৃষ্টিতে তারা খোদার প্রিয় নয় যাদের পোষাক উত্তম এবং যারা খুব সম্পদশালী এবং যারা খুব ভাল খাবার খায়, বরং খোদার নিকট তারা প্রিয়, যারা ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয় এবং সম্পূর্ণভাবে খোদার হয়ে যায়। আর তাই তোমরা এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হও। এর পর তিনি বলেন, **"ওয়া যায়েলুল্লাযীনাত্তাবাউকা ফাওকাল্লাযীনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাহ।"**

অর্থাৎ যারা তোমার অনুসরণ করেছে তাদেরকে যারা তোমার অস্বীকার করেছে তাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত জয়যুক্ত করব।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ওপর কুরআনের এ আয়াত দুই তিন বার ইলহাম হয়েছে। আর ১৮৮৩ সালে মনে হয় প্রথমবার এ ইলহাম হয়েছে। যখন তিনি জামা'তের ভিত্তিও রাখেন নি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, এটা সত্যি কথা যে, তিনি আমার মান্যকারীদেরকে আমার অস্বীকারকারীদের ওপর জয়যুক্ত রাখবেন তবে ভাববার বিষয় হল, অনুসারীদের ভিতর প্রত্যেক বয়আতকারী আমার হাতে বয়আত করেই এর মাঝে অন্তর্ভূক্ত হয় না বা হতে পারে না, যতক্ষণ না সে পুরাপুরি আনুগত্য করবে ততক্ষণ সে অনুসারীদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত হবে না, এমন অনুসরণ, যেন সে আনুগত্যে সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে পদাঙ্ক অণুসরণ করছে আর ততক্ষণ পর্যন্ত আনুগত্য শব্দ তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি বলেন, এর থেকে বোঝা যায় আল্লাহ্ তাআলা আমার জন্য এমন জামা'ত অবধারিত করেছেন যারা আমার আনুগত্যে নিজেদেরকে বিলীন করবে। এবং পূর্ণ ভাবে আমার আনুগত্য করবে। তিনি বলেন আবশ্যকীয় বিষয় হল তোমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা যে তোমরা খোদার সাথে সত্য সম্পর্ক স্থাপন করাকে প্রাধান্য দাও এবং মহানবী (সা.) এর পবিত্র জামা'তকে নিজেদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ কর এবং তাদের পদাঙ্ক অণুসরণ কর।

এই হল হযরত মসীহ মাউদ (আ.) এর প্রত্যাশা আমাদের কাছে। যদি আমরা প্রকৃত পক্ষে হযরত মসীহ মাওউদ আ. এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই তবে আমাদেরকে তাঁর প্রত্যাশা পূরণের জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যাশা মোতাবেক চলার চেষ্টা করতে হবে। প্রকৃত অনুসারী হবার জন্য আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে। বয়স্ক মহিলা এবং যুবক-যুবতীদেরকে নিজের অবস্থা খতিয়ে দেখতে হবে। পিতা-মাতাদের নিজ গৃহে নিগরানি করতে হবে। বাচ্চাদের চলা-ফেরা ওঠা-বসা এবং গতিবিধির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, ভালবাসার সাথে তাদেরকে মসীহ মাওউদ (আ.) এর শিক্ষা সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে। এটি মায়েদেরও কাজ এবং পিতাদেরও কাজ। এক আহমদী মুসলমান এবং একজন অ-আহমদী মুসলমানের পার্থক্যকে স্পষ্ট করতে হবে। যা আমি আগেও বলেছি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) একজন আহমদী এবং একজন অ-আহমদীর পার্থক্য কি তা বর্ননা করেছেন। যদি আমাদের মাঝে সে পার্থক্য স্পষ্ট না-ই থাকে তবে নেযাম এবং ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি আমাদের আমল এবং ব্যবহারে সে পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে থাকা জরুরী।

একই ভাবে আমি বলেছি, জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং অঙ্গ সংগঠন নিজ নিজ গন্ডিতে খুবই ভাল তরবিয়তী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। কেবল ধন সম্পদ এবং জাগতিক চাকচিক্যের সন্ধানে যদি জীবন কাটিয়ে দেয়া হয় তবে এটি খোদার নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা। আর আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় নেয়ামত যা তিনি আমাদেরকে দান করেছেন তা হল হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে মানা, তাঁকে গ্রহণ করা। তাঁর হাতে বয়আত করা। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক আহমদীকে প্রকৃত আহমদী হবার সৌভাগ্য প্রদান করুন এবং সে যেন আজীবন খোদার ফজল এবং কল্যাণ থেকে অংশ লাভ করতে পারে। আমীন।

[জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত]

যীশু যখন ভারতে ছিলেন

এবং

বনী ইসরাইল ও মুসলমান জাতিদ্বয়ের সাদৃশ্যাবলী

(২য় কিস্তি)

শত বছরের ব্যবধানে ভিন্ন-ভিন্ন শিল্পীর আঁকা যীশুর তিন বয়সের তিনটি ছবি পাওয়া যায়। ছবি থেকে বোঝা যায় যে, যীশু বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে ছিলেন। ছবি তিনটি রয়েছে এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা-য়।

প্যালেস্টাইনে যীশুর সমাধি খালি পাওয়া গেল। কর্তৃপক্ষ কবর পরীক্ষার পরে জোসেফকে বন্দী করে। যীশুর সঙ্গে গোপন সম্পর্কের জন্য তাঁকে আদলতে সোপর্দ করা হয়। তারা রেজারেকশান (Resurrection) বা যীশুর পুনরুত্থানের কাহিনী বিশ্বাস করেনি।

যীশু মা মেরীর সামনে হাজির হলেন। তিনি জানতেন শাসকেরা রেজারেকশানের (পুনরুত্থানের) অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করবে না। সুযোগ পেলেই তাঁকে ধরে মেরে ফেলবে। তাই তিনি শিষ্যদের জেরুযালেম থেকে দেড়শ' মাইল দূরের গালিলিতে (Gelilee) চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। ক্রুশবিদ্ধ হবার আট দিন পরে যীশু গোপনে গালিলিতে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলেন। কয়েকজন শিষ্য যীশুকে অশরীরী ভেবে ভয় পেলেন। যীশু তাদের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আমার হাতে পায়ে ছুঁয়ে দেখ। এটা আমিই, ভূতের তো আমার মতো হাড্ডি-মাংস থাকে না।

স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান যীশুর ক্রুশমুক্তি সম্বন্ধে বলেন, 'যীশু ক্রুশের ওপর ছিলো মাত্র ঘন্টা ছয়ের মতো। এই সময়টুকু তাঁর সময়ের ও অবস্থার একজন মানুষের মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। সুসমাচার কোনোটিতেই বলা হয়নি যে, যীশু মারা গেছেন। যদিও নতুন ইংরেজী বাইবেলের আধুনিক অনুবাদকরা এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে এটি একটি ভাষাতাত্ত্বিক মিথ্যাচার। চারটি সুসমাচারেই যে শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে তা হল, 'তিনি আত্মত্যাগ করলেন' । এর ইংরেজী টেক্সট হল He gave up the Ghost. মূল গ্রীক ভাষায় Ghost এর প্রতিশব্দ হচ্ছে Pneuma (নিউমা)। এই শব্দটি শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত। কাজেই ঐ শব্দগুচ্ছ দ্বারা যা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে তা হল, 'তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

তাঁর এই আবির্ভাবের কথা চারিদিকে রটে যেতেই যীশু আবার আত্মগোপন করলেন। কারণ তিনি ঈশ্বরের পুত্র হলেও মানুষ। ক্রুশবিদ্ধ হবার নরক যন্ত্রণার কথা তাঁর মনে ছিল। আবার ধরা পড়ে তিনি শত্রুদের শিকার হতে চাননি। তাই তিনি পাহাড়ি পথ ধরলেন। দিনে লুকিয়ে থেকে রাতে-রাতে পথ চলতেন। এইভাবে পথ চলে যীশু অবশেষে (Gethsemme) গেথসেম বা মাউন্ট অব অলিভস এর শিখরে ওঠেন। সেখান থেকে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা শিষ্যদের উপদেশ দিলেন, শিষ্যরা দেখতে পেলেন আকাশ থেকে মালার মতো মেঘ এসে যীশুকে ঢেকে ফেলল। তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে মেঘ সরে গেল কিন্তু তাঁরা তাঁদের মহাপুরুষকে আর দেখতে পেলেন না; হয়তো ভাবলেন মহামানব মেঘে চড়ে পৃথিবী ত্যাগ করে উর্ধ্বলোকে পাড়ি জমিয়েছেন।

কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে! আরেক রোমাঞ্চকর অবিশ্বাস্য যাত্রার কথা! বনী ইস্রাইলিদের হারানো গোত্রগুলোর মাঝে ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য তিনি হাজার মাইল পথ হেঁটে পাড়ি দিতে লাগলেন। মানুষের মঙ্গলের জন্য যীশু দেশের পর দেশ পেরিয়ে পথ চলতে থাকলেন। তিনি বনের ফলমূল আর ঝর্ণার পানি খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। দিনের বেলা কোথাও লুকিয়ে থাকতেন আর সারা রাত ধরে পথ চলতেন। সেখান থেকে সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়া হয়ে নিসিবিস। কিন্তু মানুষের সমাজ তাঁকে আশ্রয় দিল না। বরং কিছু মানুষ তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করল। বাধ্য হয়ে যীশু নতুন নাম নিলেন ইউজা আসফ। তিনি আবার পথ চলা আরম্ভ করলেন।

শেষমেশ মধ্য এশিয়ার বাণিজ্য পথ ধরে যীশু লাদাখ পৌঁছলেন। প্রথম জীবনে অর্থাৎ চৌদ্দ বছর বয়সে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যায়নের জন্য যীশু এই পথে লাদাখ এসেছিলেন। একনাগারে প্রায় পনেরো (কারও-কারও মতে আঠারো) বছর ভারতে কাটিয়ে উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি জেরুযালেমে ফিরে যান। লাদাখে তাঁর প্রচুর পরিচিত মানুষ ছিলেন। তাঁরা তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন।

এরপরও শত্রুদের শক্তির কথা ভেবে যীশু মধ্য-এশিয়ার এই প্রান্ত ভূখন্ডকে নিরাপদ বাসভূমি বলে বিবেচনা করলেন না। তিনি হিমালয় অতিক্রম করে কাশ্মীরে এলেন। মহারাজ গোপদত্তের সুশাসনে কাশ্মীর তখন শান্তির নীড়। শ্রীনগরে এসেও যীশু তাঁর পান্ডিত্য ও প্রেমের পরিচয় দিলে তা পেয়ে দলে-দলে মানুষ ছুটে এলেন তাঁর কাছে। পন্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা সবাই স-সম্মানে বরণ করলেন তাঁকে । তাঁরা নানারকম উপহার উপঢৌকনসহ নিয়মিত তাঁর ভক্ত হয়ে উঠলেন। দেশের মানুষ যাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিল ভারতের মানুষ তাঁকে অন্তরের অন্তঃস্থলে বরণ করে নিল পরম সমাদরে।

যীশু যে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেননি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ প্রায় খৃস্টিয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত খৃস্টান জগতে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন–এমনটা প্রচারিত হয়নি। এটা পরবর্তীকালে প্রচলিত হয়েছে।

পর্যটক যীশু শেষ পর্যন্ত শ্রীনগরেই স্থায়ী হন এবং বাকি জীবনটা তাঁকে ভারতেই কাটাতে হয়। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি আর দেশে ফিরতে পারেননি। কারণ ৬৫ খৃস্টাব্দ নাগাদ তাঁর কাছে খবর এলো, তিনি রোম সম্রাটের কাছে এতই ভয়াবহ হয়ে উঠেছেন যে, কেউ সে রাজ্যে প্রকাশ্যে তাঁর নাম নিলে তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। বলা হয়, ঐ সময়েল খৃস্টধর্মের সবচেয়ে বড় প্রচারক সেন্ট পিটারকে সম্রাট বন্দী করে রেখেছিলেন। খৃস্টভক্ত সহকর্মীদের সহায়তায় পিটার একদিন পালাতে সমর্থ হলেন। তিনি কাশ্মীরে এসে যীশুর সঙ্গে দেখা করেন। তারপরে গুরুর উপদেশ নিয়ে দেশে ফিরে যান। তিনি রোমে গিয়ে আবার ধর্ম প্রচার শুরু করেন। কিছুদিন বাদে সম্রাটের সৈন্যরা তাঁকে বন্দী করে এবং এবার আর কারাগারে নয়, তাঁকে ভ্যাটিকান পর্বত শিখরে নিয়ে গিয়ে উল্টোভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়।

ঐতিহাসিকরা বলেন, ইউজা আসফকে তাঁর শিষ্যরা বলতেন ঈশাইনাথ বা সংক্ষেপে ঈশা। তিনি ১২০ বছর বয়সে শ্রীনগরে মৃত্যুবরণ করেন। অর্থাৎ, যীশু জীবনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সময় ভারতে কাটিয়েছিলেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে আধুনিক যুগের আগে ভারতে খৃস্টধর্মের প্রচার হলো না কেন? যীশু কী এ দেশে ধর্ম প্রচার করেননি। নিশ্চয়ই করেছেন। তবে এ দেশে তাঁর শিষ্যরা নিজেদের খৃস্টান না বলে নাথযোগী বলেছেন। আর তাঁরা ইউজা আসফ বা যীশুকে বলতেন ঈসা বা ঈশাইনাথ। যীশু শুধু মহানুভব ছিলেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর দেশে তিনি যেভাবে ধর্ম প্রচার করেছেন আর্যভূমি ভারতবর্ষে সেভাবে ধর্ম প্রচার করলে কেউ তাঁর কথা শুনবে না। তাই তিনি তার মূল আদর্শ-সত্য, প্রেম ও ক্ষমাকে অবিকৃত রেখে নতুনভাবে ধর্ম প্রচার করেছেন।

ঐতিহাসিকরা বলেন, ইউজা আসফকে তাঁর শিষ্যরা বলতেন ঈশাইনাথ বা সংক্ষেপে ঈশা। তিনি ১২০ বছর বয়সে শ্রীনগরে মারা যান। কাশ্মীরের খান ইয়ার স্ট্রিটে তাঁর কবর রয়েছে। সেই কবর ইহুদি স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরি একটি বড় ঘর। কাশ্মীরের অন্যান্য প্রাচীন স্মৃতিসৌধের মতো বৌদ্ধ কিংবা ইসলামী স্থাপত্যের কোনো ছাপ নেই। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে কবর দেখতে হয়। সমাধির চারদিকে জালির ঘের। কেবল জালির ওপরে হিব্রু ভাষায় খোদিত একটি শিলালিপি রয়েছে। দুর্ভাগ্যের কথা সেটির এখনও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সামনে একটি পাথর, সেখানে লেখা ziarati hazrati youza asouph.

যীশুর মা মরিয়ম (আ.) এর কবরও পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে কোহমারী পাহাড়ের পিণ্ডি পয়েন্টে অবস্থিত। সেখানে একটি ছোট পাথরের ফলকে লেখা আছে, 'যিয়ারত বিবি মরিয়ম'। তাঁরই নামানুসারে ঐ পাহাড়েরর নাম হয়েছে 'কোহ্মারী।

বিশ্বের ইতিহাসের বিভিন্ন রহস্যময় ঘটনার রহস্য উদঘাটনের ব্যাপারে এরিক ফল দানিকেল একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। ভারতে যীশুর আগমন নিয়েও তিনি যথেষ্ট গবেষণা অনুসন্ধান চালিয়েছেন।

দানিকেন লিখেছেন, 'অধ্যাপক ড. এফ. এম. হাসনাইনের সঙ্গে আমার বেশ ক'টি চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছিল, আমার বেশি-বেশি কাশ্মীর যাওয়া সম্পর্কে। পাকিস্তানের ডক্টর হাসনাইন সরকারী চাকুরে , পড়াশোনার ব্যাপ্তি বিশাল । যীশুর উপর তাঁর মৌলিক গবেষণা কাজও আছে।

হাসনাইন বললেন, 'আমাদের দেশের ভেতর দিয়ে আসার সময় নিশ্চয়ই দেখেছেন, এখানকার মানুষ ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইনের মানুষের মত কেমন একরকম দেখতে! এ সামঞ্জস্য শুধু চেহারা, ভাষা এবং তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণেই সীমাবদ্ধ নয়। দেখবেন, এখানকার প্রাচীন মন্দিরেও আছে ওই সামঞ্জস্য, সেগুলোকে দেখতে যেন জেরুযালেমের মন্দিরেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের 'সলোমনের সিংহাসন' পাহাড় আর 'সলোমনের উদ্যান' আপনি দেখেছেন। দ্বিতীয় বিবরণে (Deuteronomy) উল্লেখ করা পাহাড়গুলো প্যালেস্টাইনে শুধু-শুধু খোঁজা হয়, সেগুলো আছে। বিশ্বাস করুন, এখানে আসার সময় যীশুর কোনো একটি জায়গায় যাচ্ছেন বলে এখানে আসেননি বরং তিনি জেনে শুনেই এসেছিলেন, 'তাঁর পিতৃপুরুষের দেশে'।

'এদেশের কথা যীশু জানলেন কেমন করে?' দানিকেন প্রফেরস হাসনাইনকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন।

'সে কথা জানার বেশ ক'টি সম্ভাবনা আছে। হয়তো এসীন মঠের প্রাচীন লিপিতে তিনি এখানকার কথা জেনেছেন। লিখিত বিবরণ যদি না থেকে থাকে, তাহলে মুখে-মুখে বলা কাহিনী হয়তো ছিল; ব্যাপারটি আসলে যাত্রা (Exodus)-এর খুব বেশি পরে নয়। আপনি জানেন , পশ্চিমের পন্ডিতেরা যীশুর জীবনের ১২ থেকে ৩০ বছর বয়সের হিসাব পান না। তাই ছেলেবেলা থেকেই যীশু আমাদের দেশে (ভারতে) ছিলেন কি-না, তা জানতে হবে'।

অধ্যাপকের নিখুঁত সন-তারিখের সমর্থন দেখে দানিকেন প্রশ্ন করলেন, জেরুযালেম থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত দূরত্ব কাক-উড়া পথেই চার হাজার কিলোমিটার। এ বিশাল পথ তিনি এলেন কেমন করে? অধ্যাপক হাসনাইন বললেন, 'আরে ভাই, আমাদের কালের কানাডার ঔপনিবেশিকদের কথাই ভাবুন না কেন, তারা তো পূর্বের উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত সাতশো কিলোমিটার পথ রেলে নয়, এ্যারোপেপ্লনে নয়, মোটর গাড়িতে নয়, স্রেফ পায়ে হেঁটে চলে গেল, তাও একলা নয় গরুর গাড়ি করে ঘর গেরস্থালীসহ। পায়ে হেঁটে রোজ পনেরো কিলোমিটার গেলে প্যালেস্টাইন থেকে এক বছরেই কাশ্মীর পৌছানো যায়, আর বাইবেলের কালের লোকেরা যে অনেক ভালো হাঁটতে পারত, তা মুখে না বললেও চলে।

দানিকেন বললেন, 'ধরা ছোঁয়ার মতো, ছবি নেওয়ার মতো প্রমাণ সম্ভব কিছু আছে নাকি?'

[অধ্যাপক বললেন] 'আমাদের এখানে যীশুর কবর আছে। দলিলপত্র বলে, সে সমাধির বয়স উনিশশো বছরেরও বেশি । সমাধি ফলকে লেখা আছে, 'যুসু নামে পরিচিত ইস্রায়েল সন্তানদের পয়গম্বর মহর্ষি যূস-আসফ এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত।' একটি কথা বলে রাখি, 'যুস-আসফ' আর 'যুস' নাম দু'টি 'যীশু' নামেরই অভিন্নরূপ। ভৌগলিক দূরত্বের কারণে অক্ষরের ও উচ্চারণের স্থান পরিবর্তন মাত্র।

পরদিন অধ্যাপক আমাদের একটি সরু গলির ভিতরে নিয়ে গেলেন, সে যেন চির অন্ধকারের রাজত্ব । গলিটির নাম 'পয়গম্বর

আসবেন'। আমাদের গন্তব্য 'রাউজাবাল খ্যান্যার'। সেই বাড়ি গির্জা- মসজিদের সমন্বয়ে ঘরটি প্রায় অন্ধকার। কড়িকাঠ থেকে একটি ক্রুশ ঝুলছে, তাতে অনেকগুলো বাতি জ্বলছে। সরু কাঠের জাফরির আড়ালে, ঘরের মাঝখানে রয়েছে চমৎকার করে খোদাই করা একটি সমাধি প্রস্তর। [ইঙ্গিতে হ্যাঁ সূচক অনুমতি পেয়ে] আমার ছড়ানো হাতের মাপ থেকে মনে হলো ছাপগুলো বারো নম্বর পায়ের। ছাপগুলো টোল খাওয়া, এবড়ো-থেবড়ো জায়গাগুলোয় হাত বুলিয়ে দেখলাম। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ফলেই কি অমন গড়ন? এখানের লোকেরা অবশ্যই তাই-ই বলে।

অধ্যাপক হাসনাইনকে বললাম ঃ সমাধির কাছে যেতে পারলে ভালো হতো। আমার অনুরোধ কোনো কাজ হতো না যদি সেখানে ড. আজিজ কাশ্মীরী আমাদের সাথে না থাকতেন, তিনি কিন্তু গবেষক। এর ওপর তার বইও আছে। তিনি আমার অনুরোধ সমর্থন করলেন।

জাফরি-কাটা দরজা খোলা হলো। ক্যামেরা ঠিক করে নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ... 'ফ্ল্যাস লাইট' জ্বলে উঠলো। বুক পকেট থেকে কম্পাসটা বের করে দেখলাম। কবরের পাথরগুলো পাতা রয়েছে পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে।

ড. হাসনাইনকে বললাম-'অধ্যাপক এ কবরে অনুসন্ধান করা হয় না কেন, তাহলে তো অনুমান পর্যবসিত হয় প্রকৃত ঘটনায়?'

হাসনাইন বললেন-বহুদনি ধরে তিনি সে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। ওপর মহলের কর্তারা খৃস্টান-মুসলমান-হিন্দুদের সূক্ষ্ম ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিতে ভয় পান। তারপর বললেন, 'আপনি লিখুন। আপনার বই সব জায়গার মানুষ পড়ে, তা নিয়ে আলোচনাও করে। তাছাড়া, সারা পৃথিবীর পন্ডিতমহল যদি ভারতের শীর্ষস্থানীয় কর্তা ব্যক্তিদের কাছ থেকে কবরটি খনন করার অনুমতি আদায় করতে পারেন, তাহলে একটি কাজের মতো কাজ হবে।'

আমি বললাম, 'কঙ্কাল অথবা মমি, অথবা-যা-ই লুকোনো থাক না কেন, সেসব নাড়াচাড়া না করে, সেখানে শুধু একটি এক্সরে' পরীক্ষা করলেও তো প্রমাণ করার মতো নানা তথ্যের হদিস মিলতে পারে'।

'হাসনাইন আবার বলেন, 'কাল আমি আপনাকে তখৎ-ই সুলেমানের (পাহাড়) ওপরের দুটো শিলালিপি দেখাবো। একটিতে লেখা আছে, এই সময় পয়গম্বর য়ুসু ধর্ম প্রচার করলেন'। গ্রেগরীয় পঞ্জিকা মতে সে লিপির কাল ৫৪ খৃস্টাব্দ। দ্বিতীয় লিপিটি বলে, ' তিনি যূসু ইস্রায়েল-সন্তানদের পয়গম্বর।'

'যীশুর কোনো শিষ্যও ৫৪ সালে এসে ওই শিলালিপি জন্ম দিয়ে থাকতে পারেন? তার জন্য যীশুর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই।' দানিকেন পাল্টা প্রশ্ন করলেন। হাসনাইন বললেন 'কাল আমাদের গ্রন্থাগারে আসুন। আমি আপনাকে সংস্কৃত ভাষায় লেখা ভবিষ্য মহাপুরাণটি খুলে দেখাবো। সে বইয়ের লিপিকাল ১১৫ খৃস্টাব্দ। তার ৪৬৪ আর ৪৬৬ পাতায় ১৭ থেকে ৩২ সংখ্যক সেস্তাত্র যীশু এবং কাশ্মীররাজ শালীবাহনের সাক্ষাতের বর্ণনা দেয়া আছে। পশ্চিমা পর্যটকরা প্রায়ই আমাকে তার কথা জিজ্ঞেস করেন বলে সব সময় তার একটি প্রতিলিপি আমার পকেটে রাখি। যদি চান, সেটা আমি আপনার 'টেপে তুলে দিতে পারি'।

রাজার সাক্ষাতের বর্ণনাটি মোটামুটি এরকম : 'রাজা শালীবাহনের রাজত্বকালে (৭৮ খৃস্টাব্দ) শীতল কাশ্মীর পর্বতে রাজাধিরাজ ভ্রমণে এসেছিলেন। সেখানে মহারাজ দেখলেন, শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত এক সৌম্য শান্ত পুরুষ অনেক ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছে। মহারাজ শালীবাহন বহিরাগত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি ধীর, প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তরে বললেন, 'আমি এক কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি'। আমি ধর্ম প্রচারক, সত্য-তত্ত্বের বিদেশী ধর্ম আমি প্রচার করি। রাজা প্রশ্ন করলেন, 'সেটা কোন ধর্ম? হে মহারাজ, আমি ম্লেচ্ছ দেশে (ভৌগলিক প্যালেস্টাইন) ভ্রমণ করে ধর্ম প্রচার করেছি এবং সত্য ধর্মের শিক্ষা দান করেছি। আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম তখন তারা আমাকে মসীহ্ (ত্রাতা) বলে উল্লেখ করেছিল। কিন্তু তারা আমার শিক্ষা গ্রহণ করেনি। আমার শিক্ষা তাদের মনঃপুত হয়নি। তারা তা প্রত্যাখান করেছে এবং আমাকে রাজদন্ডে দণ্ডিত করেছে। নানাভাবে আমি তাদের হাতে নিগৃহীত হয়েছি। রাজা তখন শুভ্রবস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তির কাছে তাঁর ধর্মের মূলমন্ত্র জানতে চাইলেন, তখন তিনি বললেন, 'আমার ধর্মের মূলমন্ত্র জীবে প্রেম , সত্যে নিষ্ঠা এবং হৃদয়ের পবিত্রতা'। (চলবে)

সংকলনে –হাফিজ উদ্দিন আহমদ

শোক সংবাদ

পূর্ব নাখালপাড়াস্থ আহমদী মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম চাঁন মিয়া সাহেবের তৃতীয় কন্যা জনাবা আকিমুন নেসা ৬৪ বছর বয়সে গত ২৪-০৪-২০১০ইং তারিখে স্থানীয় আহমদী মসজিদ 'মসজিদ বায়তুল হাদী' থেকে এশার নামায আদায় শেষে ফেরার পথে পার্শ্ববর্তী নির্মানাধিন ছয় তলা ভবনের ইট পড়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মরহুমা একজন ওসীয়্যতকারী মুসি ছিলেন। মৃত্যুকালে মরহুমা তিন কন্যা, চার পুত্র, তিন বোন, তিন ভাই এবং আত্মীয়স্বজনসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জামা'তের যে কোন কাজ মরহুমা অত্যন্ত আনুগত্য ও সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা করতেন। মরহুমার রূহের মাগফিরাতের জন্য, সকল আহমদী ভাই বোনদের নিকট খাস ভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি আল্লাহ্ যেন তাকে জান্নাতুল ফিরদৌস দান করেন। সেই সাথে মরহুমার পরিবার বর্গকেও যেন খোদা তাআলা এই শোক কাটিয়ে উঠার সাবরে জামিল দান করেন।

পরিবারের পক্ষে

সালমা আহমেদ

কৃতী ছাত্রী

রোকাইয়া মিমি A'+' পেয়েছে

আমার ছোট মেয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সৈয়দপুর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যা মোছা: রোকাইয়া মিমি ২০১০ সালের এস. এস. সি পরীক্ষায় GOLEDEN A'+' অর্জন করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতেও বৃত্তি পেয়েছিল। সে সবার নিকট দোয়াপ্রার্থী।

পিতা : মোহাম্মদ আব্দুল করিম
মাতা : মোছা: মঞ্জুয়ারা বেগম

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

Browse Al Islam

- Home
- Islam
- Ahmadiyyat
- Holy Quran
- Library
- Online Store

30th April 2010

PRESS RELEASE

Anti-Ahmadiyya conferences on the increase in Pakistan

Hate filled conferences being held throughout Pakistan

It is with great regret and concern that the Ahmadiyya Muslim Jamaat notes the increased number of hate filled conferences being held throughout Pakistan by various extreme organisations who claim to be acting in accordance with the teachings of Islam. These conferences are being held solely for the purpose of igniting and spreading anti-Ahmadiyya sentiment far and wide.

One recent example was the *Khatme Nabuwwat* Conference held in Rabwah (Ahmadiyya Headquarters in Pakistan) on 28 February 2010. This two day conference was widely publicised in the Pakistani Press.

The Daily Ausaf of 1 March 2010 reported that throughout the conference all the speakers utilised the platform to abuse the Founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad and to incite the mass population into targeting Ahmadis. It is of the utmost concern that at such conferences and rallies Ahmadis are being declared '*Wajibul Qatl*' which translates as 'Liable to Death'. Thus those attending the rallies, many of whom are uneducated and living impoverished lives, are being coerced into killing or violently attacking Ahmadis with the promise that they will be rewarded by God for their evil acts.

The hate filled organisations are continually producing literature to complement the vitriolic tone of their conferences. The literature is spread far and wide and even though it clearly transcends all levels of decency the authors are not subjected to any sanction whatsoever. One example is the recently published 'World Tahaffuz-e-Khatme Nabuwwat Council Calendar 2010' which states that the only '*cure for Qadianis*' is a violent Jihad. Furthermore it asserts that Ahmadis have no right to live in Pakistan and that the '*streets should be cleansed of Ahmadis*'. The rhetoric is particularly concerning given that the recent history of Pakistan shows that ordinary Pakistanis are being influenced to such an extent that they act upon these orders. Earlier this month three Ahmadis were brutally killed in Faisalabad which has become a centre for anti-Ahmadiyya violence.

Due to the imposition of anti-Ahmadiyya laws in 1974 and 1984 the targeting of Ahmadi Muslims has gained a form of legitimacy which is being continually taken advantage of by extremist factions. This despite the fact that Article 20 of Pakistan's Constitution guarantees each citizen's freedom to *'profess religion and to manage religious institutions'*. Article 33 of the same document furnishes the State with a responsibility to *'discourage parochial, racial, tribal, sectarian and provincial prejudices among the citizens.'* Further, Article 36 furnishes the State with the responsibility to *'safeguard the legitimate rights and interests of minorities.'*

It is high time that the State took responsibility for safeguarding the rights of Ahmadis and indeed all other minority groups within Pakistan in line with the responsibilities imposed by the nation's own Constitution. This can only be done when it is made clear to extremist factions that their hate filled, barbaric activities will no longer be tolerated.

26th May 2010

PRESS RELEASE

Ahmadi Muslim Killed in Karachi, Pakistan

The deceased was a kind and devoted Ahmadi Muslim. He was well respected and liked by the local community.

It is with great sadness that the Ahmadiyya Muslim Jamaat confirms that another member of its community, Mr Hafeez Ahmad Shakir (age 48) from Karachi was killed in a barbaric attack on 19 May 2010. The deceased was murdered solely because he was an Ahmadi Muslim.

Mr Shakir was leaving the medical store where he worked late at night in Goharabad, Karachi when he was approached by two men on a motorcycle. The two men asked him his name and address and when they were satisfied as to who he was they pulled out a gun and shot him in the temple, killing him instantly. The two assailants fled the scene immediately.

The deceased was a kind and devoted Ahmadi Muslim. He was well respected and liked by the local community. It was only because he was a practising member of the Ahmadiyya Muslim Jamaat that he was targeted.

The deceased is survived by his mother, his wife, two daughters and son. On 21 May 2010 his funeral prayers were led in absentia in London by the Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad.

Throughout Pakistan and particularly in Karachi members of the Ahmadiyya Muslim Jamaat are facing grave danger. In the recent past 9 Ahmadis have been killed in Karachi as anti-Ahmadiyya propaganda has increased. Conferences are being regularly held to incite people to kill or violently attack Ahmadi Muslims and social boycotts are encouraged and implemented throughout the country.

The police and relevant authorities are regularly informed of the atrocities that are occurring but fail to take any significant or appropriate action. Religious extremists are being granted a free hand to persecute innocent Ahmadi men, women and children.

In 1984 anti-Ahmadiyya legislation was passed in Pakistan which legitimised discrimination against the Ahmadiyya Muslim Jamaat. Since then 109 Ahmadis have been murdered for their faith and this year already 6 Ahmadis have been killed.

28th May 2010

PRESS RELEASE

Terrorist attacks on Ahmadi Mosques in Pakistan

HEAD OF AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT RESPONDS TO TERRORISTS ATTACKS IN LAHORE

Earlier today two mosques belonging to the Ahmadiyya Muslim Jamaat in Lahore were attacked by terrorists. The mosques were the Baitul Nur Mosque in Model Town and the Darul Zikr Mosque in Gharishaw.

Although it is not yet clear what the exact numbers are, it is being reported that dozens of Ahmadis have been killed, many more injured. Ahmadi witnesses are saying that the mosque is covered in blood.

The attacks are the culmination of years of un-policed persecution of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, which is a minority sect in Pakistan. In 1974 legislation was passed that declared Ahmadis to be 'non-Muslim' and in 1984 further legislation was passed in which the practice of the faith was outlawed. At regular intervals since then Ahmadis have been attacked but today's attack is the most cruel and barbaric. All Ahmadis, who are based in 195 countries, are peace loving and tolerant people and yet they are continually targeted by extremist factions.

During his Friday Sermon at 1pm today the Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat condemned the terrorist attacks.

His Holiness Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said:

"Today two of our mosques in Lahore were attacked by extremists. At the moment we do not have full details of what has happened. It is clear though that a number of our Ahmadis have been killed and many others have been injured.

These people had merely come to the mosque to offer their Friday prayers and yet became victims of a heinous terrorist attack. May God grant patience to the bereaved and elevate the status of those who have been martyred."

Further details will be issued by the Ahmadiyya Muslim Jamaat at regular intervals.

UPDATE – May 28th

In response to the terrorist attacks that took place at two Ahmadi mosques in Lahore earlier today, His Holiness, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad has issued the following statement:

"The terrorist attacks that occurred today at two of our mosques in Lahore were completely barbaric and alien to all forms of humanity.

These attacks took place in mosques which are places of worship and at the time of the Friday prayers which all Muslims know is a holy and sacred time. No true Muslims could ever countenance such attacks, such cruelty and such barbaric behaviour. No form of terrorism has any place in Islam and thus those who were behind these attacks may justify their acts in its name, but let it be clear they are Muslim only in name and never in deed.

The situation in Pakistan is extremely grave. For decades Ahmadi Muslims have not been able to live in peace, in fact they live their lives in constant danger. In 1974 Ahmadi Muslims were declared 'non-Muslim' by the Government of Pakistan and then ten years later the infamous Ordinance XX was adopted which criminalised all forms of Ahmadi worship and the practice of its faith.

These laws effectively legitimised the exclusion and persecution of our Jama'at in Pakistan. Ever since, extremists have taken advantage and targeted Ahmadis. Despite this cruelty Ahmadis have remained loyal citizens of Pakistan and have never shown any form of civil disobedience.

At this time we do not know the full extent of what has happened. However it is clear that dozens of Ahmadis have been killed and many others have been injured. I pray that Allah may grant patience to all those who have been left bereaved and grant an elevated status in Paradise to those who have been martyred. May God restore to health those who have been injured.

The Ahmadiyya Muslim Jama'at is a peace loving true Muslim Jama'at. Thus there will be no improper reaction from any Ahmadi. Our salvation lies in our supplications to God Almighty and we believe that He has, and always will, help us. No terrorist and no government can ever stop the progress of our Jama'at because it is a Divine organisation.

May Allah protect all good natured people from the evil acts of those opposed to peace."

30th May 2010

PRESS RELEASE

Death toll rises to 94 following Lahore terrorist attacks

Ahmadis have turned towards God with patience

The Ahmadiyya Muslim Jamaat confirms that thus far 94 Ahmadis have been martyred in the terrorist attacks that took place in Lahore two days ago. Some media outlets, particularly in Pakistan are wrongly claiming that the figure is less. The number of those who have been seriously injured is more than 125.

27 people died at the Baitul Nur Mosque in Model Town, the remaining fatalities occurred at the Darul Zikr mosque in Garhi Shahu.

The deceased include Judge Munir Ahmad Sheikh, the Amir (President) of the Ahmadiyya Muslim Jamaat in Lahore; Major General Nasir Ahmad, the President of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Model Town; Mr Mahmud Shad, a missionary of the Ahmadiyya Muslim Jamaat and a number of other senior community officials.

The majority of those martyred have been taken to Rabwah where more than 90 graves have been dug at the community's graveyard. The martyrs are being buried in groups and thus far over fifty burials have taken place. Plans for a large scale burial of all the victims at one time were abandoned due to security concerns.

As a mark of respect market traders and other shops in Rabwah have remained closed since the attacks.

The Press Secretary of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Abid Khan said:

"It is not only the family members of the deceased who have been left bereaved but in fact every Ahmadi the world over is feeling great sadness at this time. Despite what has happened no Ahmadi has taken to the streets in protest; no Ahmadi has displayed anything but patience. We, under the guidance of our spiritual leader, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, have instead turned towards God and prayed for the victims, for their bereaved relatives and for the long term peace and prosperity of Pakistan. We will continue with this example no matter what is thrown at us in the full certainty that God is with us and always will be."

22 Deer Park Road, London, SW19 3TL UK
Tel/Fax: 020 8544 7613 Mob: 077954 90682 Email: press@ahmadiyya.org.uk

Press Secretary AMJ International

Short URL of this page to share: www.alislam.org/e/475

আল ইসলাম

প্রেস রিলিজ

৩০ এপ্রিল, ২০১০ ইং

পাকস্তানে আহমদী-বিরোধী সমাবেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে

সমগ্র পাকিস্তানে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে এসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অতীব দু:খ ও উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, বিভিন্ন চরমপন্থী সংগঠন সারা পাকিস্তানে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে বর্ধিত সংখ্যায় অনুষ্ঠানাদি করে চলছে এবং তারা দাবী করছে যে ওগুলো ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক করা হচ্ছে। এসব সম্মেলন শুধুমাত্র আহমদী-বিরোধী অনুভূতিকে সর্বত্র প্রজ্জ্বলিত ও উসকিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই করা হচ্ছে। ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ ইং তারিখে পাকিস্তানে আহমদীয়া জামা'তের সদর দপ্তর রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত 'খতমে নবুওয়াত সম্মেলন'টি এর এক সাম্প্রতিক উদাহরণ। দুই দিনের এ সম্মেলন পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে।

১লা মার্চ, ২০১০ইং তারিখে 'দৈনিক আওসাফ' পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সম্মেলন কালের পুরোটা সময় ধরে বক্তারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদকে গালাগালি করেছে এবং আহমদীদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বানাতে জনসাধারণকে প্ররোচিত করেছে। এটা চরম উদ্বেগের বিষয় যে, এ ধরনের সম্মেলন ও সমাবেশ থেকে আহমদীদেরকে 'ওয়াজেবুল কতল' বলে ঘোষণা করা হচ্ছে যার অনুবাদ হলো 'হত্যারই উপযুক্ত'। যারা এসব সম্মেলন ও সমাবেশে যোগদান করছে, তাদের অনেকেই অশিক্ষিত এবং দারিদ্রের মধ্যে জীবন-যাপন করে থাকে, তারা এসব উস্কানীর প্রভাবে আহমদীদেরকে হত্যা অথবা প্রচন্ডভাবে আক্রমণ করতে এজন্য প্রতিজ্ঞা নিচ্ছে যে, এ মন্দ কর্মের জন্যে তারা আল্লাহ্ কর্তৃক পুরস্কৃত হবে। ঘৃণা-বিদ্বেষ বিস্তারকারী এসব সংগঠন তাদের সম্মেলন সমূহে তীব্র ঘৃণাপূর্ণ প্রদত্ত বক্তব্যের পরিপূরক হিসেবে নিরবচ্ছিন্নভাবে বই-পুস্তক রচনা করছে এবং সেসব বই-পত্র দিগ্বিদিক ছড়িয়ে দিচ্ছে, যদিও ওগুলো সুস্পষ্টভাবে শোভনতার সব মাত্রা লঙ্ঘন করে, তথাপি ওগুলোর প্রণেতাদেরকে ওসব পুস্তক প্রনয়ণের জন্য কোন প্রকার অনুমোদন গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় না। সম্প্রতি 'বিশ্ব তাহাফ্ফুজে খত্মে নবুওত কাউন্সিল ক্যালেন্ডার-২০১০' হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যেটা ঘোষণা করে যে, 'কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক জিহাদই হচ্ছে একমাত্র প্রতিকার'। উপরন্তু এটা দাবী করে যে, 'পাকিস্তানে বসবাস করার কোন অধিকার কাদিয়ানীদের নেই এবং পাকিস্তানের রাস্তাগুলোও আহমদী মুক্ত করা উচিত। এসব পেশাদার বক্তাদের বক্তৃতা এতই উস্কানীমূলক যে, পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে সাধারণ পাকিস্তানীরা এসব বক্তৃতায় প্রদত্ত নির্দেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সেমতে কাজও

করে থাকে। এ মাসের প্রথম দিকে ফয়সালাবাদে তিন জন আহমদীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ফয়সালাবাদ আহমদী বিরোধী হিংস্রতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

১৯৭৪ ও ১৯৮৪ সনে আহমদী মুসলমানদেরকে জুলুমের লক্ষ্যবস্তু বানাতে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আহমদী-বিরোধী আইন এক ধরনের বৈধতা অর্জনের কারণে চরমপন্থীরা তাদের কাজে নিরবিচ্ছিন্ন সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র অনুচ্ছেদ-২০ পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিককে প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা সত্ত্বেও এমনটি হচ্ছে। একই দলিলের অনুচ্ছেদ ৩৩ রাষ্ট্রকে এর নাগরিকদের মধ্যে মনোবৃত্তিক, গোত্রীয়, সাম্প্রদায়িক জাতিগত এবং প্রাদেশিক পক্ষপাতিত্বের বিষয়সমূহে নিরুৎসাহিত করার দায়িত্ব অর্পন করেছে। উপরন্তু অনুচ্ছেদ-৩৬ রাষ্ট্রকে এর সংখ্যালঘুদের বৈধ অধিকার ও সুবিধাদি সংরক্ষণের দায়িত্বও প্রদান করেছে। পাকিস্তান এর নিজ শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করে আহমদীদের এবং বাস্তবিকপক্ষে পাকিস্তানের অন্যান্য সব সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ করার উপযুক্ত সময় এখনই। এ কাজ কেবল তখনই করা সম্ভব হবে যখন চরমপন্থী দলগুলোকে এটা বুঝানো যাবে যে, তাদের ঘৃণাপূর্ণ, বর্বরোচিত আচরণ আর সহ্য করা হবে না।

প্রেস রিলিজ

২৬ মে, ২০১০

পাকিস্তানের করাচীতে আহমদী মুসলমানকে হত্যা
মরহুম একজন দয়ালু ও নিষ্ঠাবান আহমদী মুসলমান ছিলেন

স্থানীয় জামা'তে তিনি ছিলেন যথেষ্ট সম্মানিত ও পছন্দের মানুষ। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অতিব দু:খের সাথে জানাচ্ছে যে, ১৯ মে, ২০১০ তারিখে করাচীতে জামা'তের আরেকজন সদস্য জনাব হাফিজ আহমদ শাকির (বয়স-৪৮)কে এক বর্বরোচিত আক্রমণের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। কেবলমাত্র এ কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন একজন আহমদী মুসলমান।

গভীর রাতে এ ঘটনার সময় জনাব শাকির যখন নিজ কর্মস্থল করাচীর গোহরাবাদের এক ঔষধের দোকান থেকে বের হন, তখন একটি মোটর সাইকেলের দুইজন আরোহী তার পথরোধ করে। লোক দু'টি তাকে নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হবার পর তার কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে এবং সাথে সাথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ঘাতকরা তাৎক্ষণিকভাবে সে স্থান ত্যাগ করে।

মরহুম ছিলেন একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী মুসলমান। স্থানীয় জামা'তে তিনি যথেষ্ট সম্মানিত এবং পছন্দের মানুষ ছিলেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একজন কার্যকর সদস্য হবার কারণেই তাকে চিহ্নিত করে এভাবে হত্যা করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি তার মা, স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক ছেলে রেখে গেছেন। বিগত ২১ মে, ২০১০ লন্ডনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তার জানাযা গায়েব পরিচালনা করেন।

সমগ্র পাকিস্তানে, বিশেষ করে করাচীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যগণ ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন। আহমদী বিরোধী প্রচারণা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অতি সম্প্রতি করাচীতে ৯ জন আহমদীকে হত্যা করা হয়েছে। দেশব্যাপী প্রতিনিয়ত আহমদী বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সেসব সম্মেলনে আহমদী মুসলমানদেরকে হত্যা করা অথবা তাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ রচনা করা এবং সামাজিকভাবে বয়কট করার জন্য জন সাধারণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং তা কার্যে পরিণত করা হচ্ছে। পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এসব ঘটমান নৃশংস কার্যকলাপের বিষয়ে নিয়মিতভাবে অবহিত করা হলেও তারা এসবের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অথবা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। নিরীহ আহমদী পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদেরকে নির্যাতন করার জন্যে ধর্মীয় চরমপন্থীদেরকে অবাধ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

১৯৮৪ সনে পাকিস্তানে আহমদী বিরোধী যে আইন পাশ করা হয়েছিল, সেটা ছিল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে পক্ষপাত দুষ্ট এক আইন। তখন থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে এ যাবত ১০৯ জন আহমদীকে হত্যা করা হয়েছে এবং এ বছর ইতোমধ্যে ৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে।

প্রেস রিলিজ

২৮ মে, ২০১০

পাকিস্তানে আহমদীয়া মসজিদ সমূহে সন্ত্রাসী হামলা
লাহোরের এই সন্ত্রাসী হামলায়–
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধানের প্রতিক্রিয়া

আজ লাহোরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দু'টি মসজিদ সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। মসজিদ দু'টি হচ্ছে–মডেল টাউনে অবস্থিত বাইতুল নূর এবং ঘারহি শাহ এলাকার দারুল যিকর।

যদিও সঠিক সংখ্যা এখনো জানা যাযনি, তবে জানা গিয়েছে যে, কয়েক ডজন আহমদী নিহত এবং আরো অনেকে আহত হয়েছে, মসজিদটি রক্তে সয়লাব হয়ে গেছে।

বহু বছর ধরে পাকিস্তানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যারা সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় বলে গণ্য, এর ওপর অনিয়ন্ত্রিত অত্যাচার চলছে এবং এখন তা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। আজকের এ আক্রমণটি তারই একটি অংশ। ১৯৭৪ সনে আহমদীদেরকে 'অমুসলমান' ঘোষণা করে একটি আইন পাশ করা হয়, যাতে তাদের ধর্মানুশীলন করাকে 'বে-আইনী' ঘোষণা করা হয়। তখন থেকেই আহমদীরা আক্রান্ত হয়ে আসছে, কিন্তু আজকের আক্রমণটি হচ্ছে চরম নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত। আহমদী, যারা বিশ্বের ১৯৫ টি দেশে বসবাস রত, তারা সবাই শান্তিকামী এবং সহিষ্ণু, তথাপি তারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চরমপন্থীদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত।

আজ অপরাহ্ন ১ টায় জুমুআর খুতবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ চরমপন্থীদের এই আক্রমণের নিন্দা জ্ঞাপন করে বলেন :

'আজ লাহোরে আমাদের দু'টি মসজিদ চরমপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এ মুহূর্তে আমাদের কাছে এর পূর্ণ বিবরণ নেই যে, কী ঘটেছে? তবুও এটা পরিস্কার যে, অনেক আহমদী নিহত এবং আরো অনেক আহত হয়েছে। এসব লোক মসজিদে শুধু এ উদ্দেশ্যেই এসেছিল যে তারা জুমুআর নামায আদায় করবে। তা সত্ত্বেও তারা সন্ত্রাসীদের জঘন্য আক্রমণের শিকার হলো। আল্লাহ্ এদের শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্যধারণ করার তৌফিক দিন এবং শহীদদেরকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করুন।'

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রাপ্ত বিস্তারিত খবর মাঝে মধ্যেই প্রচার করা হবে

২৮ মে-র সর্বশেষ খবর

আজ পূর্বাহ্নে লাহোরে দু'টি আহমদী মসজিদে যে সন্ত্রাসী আক্রমণ হয়েছে, সে প্রেক্ষিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মহান খলীফা বলেন, "আজ লাহোরে আমাদের দু'টি মসজিদে যে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, সেটা ছিল সম্পূর্ণ বর্বরোচিত ও মানবতার পরিপন্থী। এ আক্রমণ দু'টি সংঘটিত হয় মসজিদে যা হচ্ছে নামাযের স্থান এবং জুমুআর নামাযের সময়ে, যে সময়কে মুসলমানরা পাক ও পবিত্র সময় বলে জ্ঞান করে। সত্যিকারের মুসলমান কখনো এ ধরনের আক্রমণ, এ ধরনের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরোচিত ব্যবহার সমর্থন করতে পারে না। ইসলামে কোন প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকান্ডেরই কোন স্থান নেই এবং এভাবে যারা এসব আক্রমণের পিছনে কাজ করছে তারা এর নামের মধ্যে তাদের কর্মের যথার্থতা খুঁজে পেতে পারে কিন্তু এটা পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন যে, তারা শুধু নামেই মুসলমান, কর্মে কখনই মুসলমান নয়।

পাকিস্তানে চরম শোচনীয় অবস্থা বিরাজ করছে। দশকের পর দশক ধরে আহমদী মুসলমানরা শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারছে না, বস্তুত তারা অবিরত বিপদের মধ্যে জীবন যাপন করছে। ১৯৭৪ সনে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আহমদী মুসলমানদেরকে 'অমুসলিম' ঘোষণা করা হয়। এর দশ বছর পর কুখ্যাত জরুরী বিধি-২০ জারি করা হয়, যার ফলে আহমদীদের সবধরণের ধর্মীয় ইবাদত -অনুশীলনকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। এসব আইন আমাদের জামা'তকে একঘরে ও নিপীড়ন করতেই ফলপ্রসূভাবে বৈধতা দেয়া হয়েছে। তখন থেকেই চরমপন্থীরা সুবিধা নিচ্ছে এবং আহমদীদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। এ নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও আহমদীরা পাকিস্তানের বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবে দিন যাপন করছে এবং তারা কখনো কোন প্রকারের নাগরিক অবাধ্যতা প্রদর্শন করেনি।

কী পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, তার হিসাব এ মুহূর্তে আমরা জানি না। তবে এতে সন্দেহ নেই কয়েক ডজন আহমদী নিহত এবং অনেকেই আহত হয়েছে। আমি দোয়া করি, শোক সন্তপ্তদেরকে আল্লাহ্ তাআলা সাবরে জামিল দান করুন এবং শহীদদেরকে জান্নাতের উঁচু মাকামে অধিষ্ঠিত করুন। আর যারা আহত হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ্ শীঘ্রই সুস্থ করুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত একটি শান্তিকামী খাঁটি মুসলমানের জামা'ত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছে সনির্বন্ধ আবেদনের মধ্যেই আমাদের মুক্তি নিহিত আছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি অতীতে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং সর্বদা আমাদেরকে সাহায্য করবেন। কোন সন্ত্রাসী এবং কোন সরকার কখনোই আমাদের জামা'তের উন্নতি ঠেকাতে পারবে না, কারণ এটা ঐশী ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত।

আল্লাহ্ সকল সৎ-প্রকৃতির লোকদেরকে শান্তি বিরোধী অসৎকর্মশীলদের হাত থেকে রক্ষা করুন'।

প্রেস রিলিজ

৩০ মে, ২০১০

লাহোরে সন্ত্রাসী হামলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৪ আহমদীরা ধৈর্যের সাথে খোদার দিকে ঝুঁকেছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নিশ্চিত করেছে যে, দু'দিন আগে লাহোরে সংঘটিত সন্ত্রাসী আক্রমণে শহীদদের হাল নাগাদ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৪। কতিপয় সংবাদ মাধ্যম, বিশেষ করে পাকিস্তানের কতিপয় সংবাদ মাধ্যম ভুলবশত: দাবী করছে যে, এ সংখ্যা কম হবে। গুরুতর আহতদের সংখ্যা ১২৫। মডেল টাউনের বাইতুল নূর মসজিদে নিহতের সংখ্যা ২৭। বাকীরা ঘারহি শাহ-এর দারুল যিক্র মসজিদের।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত লাহোর-এর আমীর জাষ্টিস মুনীর আহমদ শেখ; আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মডেল টাউন-এর প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল নাসির আহমদ; আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একজন মিশনারী জনাব মাহমুদ শাহ্ এবং আরো রয়েছেন উচ্চ পদস্থ অনেক জামা'তী কর্মকর্তা। অধিকাংশ শহীদকে রাবওয়া নেয়া হয়েছে, যেখানে জামা'তের গোরস্থানে ৯০ টিরও অধিক কবর খনন করা হয়েছে। শহীদদেরকে সারিবদ্ধভাবে কবরস্থ করা হয়েছে। নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে সব শহীদকে একই সময়ে বৃহৎ পরিসরে দাফন করার পরিকল্পনা বাদ দেয়া হয়েছে।

শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আক্রমণের পর থেকেই রাবওয়ার দোকান-পাট বন্ধ রাখা হয়েছে।

আহমদীয়া জামা'তের প্রেস সেক্রেটারী জনাব আবিদ খান বলেন,

'কেবলমাত্র শহীদদের শোক সন্তপ্ত পরিবার সমূহের সদস্যরাই নয়, সারা বিশ্বের আহমদীরা এ সময় চরম দু:খ অনুভব করছে। এতবড় ক্ষতি হবার পরও এর প্রতিবাদে কোন আহমদী রাস্তায় নামেনি; ধৈর্য ধারন করা ছাড়া আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মীর্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর আদেশে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ও তাদের শোক সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং পাকিস্তানের সমৃদ্ধি ও দীর্ঘমেয়াদী শান্তির জন্যে দোয়া করছি। আমরা এ উদাহরণ দেখিয়ে যাবো, আমাদের প্রতি যা-ই নিক্ষেপ করা হোক, তাতে কোন পরওয়া নেই, কারণ আমরা পূর্ণভাবে নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন এবং সর্বদাই সাথে থাকবেন'।

২২, ডিয়ার পার্ক রোড, লন্ডন, ইউ,কে

অনুবাদ – ফজলুর রহমান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ও সুশীল সমাজের

যৌথ সংবাদ সম্মেলন

পাকিস্তানে নিরীহ আহমদীদের নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বিশ্ববিবেকের কাছে আবেদন

সুধী সাংবাদিকবৃন্দ!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

সবার আগে আমরা গত বৃহঃপতিবার রাতে আমাদের একেবারে কাছেই পুরোনো ঢাকার নিমতলীতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে নিহতদের রূহের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। শোক সন্তপ্ত পরিবারগুলোর জন্য আমরা সহানুভূতি ও সান্তনা জানাই। গতকাল শুক্রবার আহমদীয়া মসজিদে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে তাদের জন্য দোয়াও করা হয়েছে।

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর সদস্যবর্গ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের সদস্যবর্গের সমন্বয়ে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে আমরা একত্রিত হয়েছি। আজকে বাংলাদেশের আহমদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন আক্রমনের বিষয় নয় বরং পাকিস্তানের লাহোরে গত ২৮ মে, ২০১০ তারিখে দু'টি আহমদীয়া মসজিদে জুমুআর নামায চলাকালীন সময়ে পরিচালিত বর্বর ধর্মান্ধ সন্ত্রাসী আক্রমণের বিষয়ে কিছু বলার জন্য আমরা এই যৌথ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি। গত ২৮ শে মে পবিত্র জুমুআর দিন জুমুআর নামায আদায় করার জন্য আহমদীরা লাহোরস্থ দারুয যিকর ও বায়তুন নূর মসজিদে সমবেত ছিলেন। খুতবা চলাকালে কয়েকজন ধর্মান্ধ সন্ত্রাসী অতর্কিতে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে এবং স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের গুলি ছুড়তে ছুড়তে মসজিদে প্রবেশ করে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত, লাহোর-এর আমীর ও মসজিদের ইমামসহ পঁচাশি (৮৫) জনকে শহীদ ও এক 'শ পচিশ (১২৫) জনকে গুরুতর আহত করে। এই উগ্র-ধর্মান্ধদের তান্ডব ২১/২ ঘন্টা পর্যন্ত চলতে থাকে। এরই মধ্যে তারা নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে মসজিদের মূল হল ঘরে আহত অবস্থায় পড়ে থাকা মুসল্লীদের বেছে বেছে গুলী করে হত্যা করে তাদের কাজ সম্পন্ন করে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভিডিও চিত্রে আমরা দেখেছি, মৃত্যু পথযাত্রী আহত আহমদী বুযুর্গরা কীভাবে দরূদ শরীফ ও দোয়া পড়তে পড়তে তাদের প্রভুর কাছে ফিরে গেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। যারা প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন তাদের অনেকে বিকলাঙ্গ ও পঙ্গু জীবন যাপন করবেন আর নিকট আত্মীয়-স্বজন হারানোর বেদনা বহন করে জীবন কাটাচ্ছেন অনেক আহমদী। আমরা অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলমানরা মহান আল্লাহর জন্য যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে সদা প্রস্তুত। তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে পারাটাকে আমরা আমাদের জন্য মহা সৌভাগ্য বলে মনে করি।

সুধী সাংবাদিকবৃন্দ, গত ২৮শে মে'র মর্মান্তিক ঘটনা আহমদীয়া বিরোধী প্রথম হত্যাযজ্ঞ নয় এবং এটিই শেষ ঘটনাও নয়। এর এক সপ্তাহ আগেও এবং দু'দিন পরেও সেই দেশে আহমদীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। একটি ধর্মান্ধ উগ্রবাদী মহলের পক্ষ থেকে সেখানে আহমদীদের প্রাণনাশ করা একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত এক দু' বছরের ঘটনাবলী যাচাই করে দেখলে দেখা যাবে। শিয়ালকোট, ফয়সালাবাদ, মান্ডি-বাহাউদ্দীন, করাচী ও সারগোদা অঞ্চলে বার বার নিরীহ আহমদীদের শহীদ করা হয়েছে। মোঙ্গ রসূল ও ঘাটালিয়াঁ গ্রামে নামাযরত আহমদীদেরকে স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের গুলিতে ঝাঝড়া করে হত্যা করার ঘটনায় অনেক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বিচার কাজ এক বিন্দুও এগোয় নি। কিন্তু এবারের ন্যায় প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশকে ও প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শণ করে এত অধিক সংখ্যায় আহমদীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করার ও আহত করার ঘটনা এই প্রথম। আত্মঘাতি সন্ত্রাসীদের অন্তত দু'জনকে জীবিত অবস্থায় আহমদী মুসল্লীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধরে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। এদের একজন আহত অবস্থায় ছিল। লাহোরের জিন্নাহ হাসপাতালে চিকিৎসারত থাকা অবস্থায় ধর্মান্ধ সন্ত্রাসীরা এই আহত সন্ত্রাসীকে উদ্ধার করার জন্য অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে গভীর রাতে সেই হাসপাতালে আবার আক্রমণ চালায়। এবারের হামলায় কর্তব্যরত পুলিশসহ ১২ জন নিহত হয়।

সুধী! পাকিস্তানের পরিস্থিতি কতটুকু ভয়াবহ সেটা এ ঘটনাটা যাচাই করলেই বুঝা যায়। মাত্র দু'দিন আগে দুই শতাধিক মানুষ হতাহত করার পর দু'দিন যেতে না যেতেই পুনরায় সরকারী হাসপাতালে আক্রমণ চালানোর মত শক্তি ও দুঃসাহস কোথা থেকে এই জঙ্গীরা পায় তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে এতটুকু বুঝি, গরীব ও দরিদ্র পরিবারের ছেলেদের মাদ্রাসায় পড়ানোর সুযোগে একটি উগ্র মৌলবাদী চক্র তাদের মগজ ধোলাই করার কাজে ব্যস্ত থাকে। আত্মঘাতি বোমা বাজির মাধ্যমে তাদেরকে জান্নাতের হুর-পরী ও মহানবী (সাঃ)-এর নৈকট্য লাভের লোভ ও আশা দিয়ে এমনভাবে ধর্মান্ধ বানানো হয় যার কারণে সেই অভাবী ছেলেদের জন্য ইহকালীণ জীবনযাপনের চেয়ে পরকালের যাত্রাটাই অধিক আকর্ষনীয় বলে মনে হয়। দুঃখ হয় এই নিঃসহায় অজ্ঞদের জন্য । যেক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা করাটাই নিষিদ্ধ সেক্ষেত্রে আত্মঘাতী বোমাবাজ হয়ে এবং নিরীহ মানুষদের হত্যা করে কীভাবে মহানবী (সাঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ করা যায় আর তাদের কল্পিত হুর-পরী লাভ করা যায় এটা তারা ভেবে দেখার ক্ষমতা বা যোগ্যতাও রাখে না। যারা তাদেরকে এসব উগ্র ধর্মান্ধতা ও 'জান্নাত' লাভের শিক্ষা দেন তারা নিজেরা কিন্তু কখনো জান্নাতে যাবার জন্য এগিয়ে আসেন না বা তাদের নিজ সন্তান-সন্ততিকে জান্নাতে পাঠানোর জন্য ব্যস্ত হন না। গরীব নিঃস্ব ছাত্রদেরকে কল্পিত জান্নাতের স্বপ্ন দেখিয়েই তারা নিজেদের দায়-দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সুধীবৃন্দ! পাকিস্তান নামক দেশটিতে সুন্নীরা আক্রান্ত হচ্ছে, শিয়ারা আক্রান্ত হচ্ছে, হিন্দুরা নির্যাতিত হচ্ছে, যিকরীরাও হচ্ছে। কিন্তু আহমদী-নির্যাতনের সাথে এগুলোর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আহমদীদের বিরুদ্ধে সেই দেশে এমন সব আইন পাশ করা বা প্রণয়ণ করা হয়েছে যেগুলো আহমদীয়া নির্যাতনকে এক ধরণের পৃষ্ঠ-পোষকতা যোগায়। এরই সুযোগে এবং ছত্রছায়ায় সেখানে যুগ যুগ ধরে আহমদীরা বার বার আক্রান্ত হচ্ছে। আবার এই ছত্রছায়ায় সেখানে উগ্র-ধর্মান্ধদের ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭৪ সালে ৭২টি ফের্কার প্রতিনিধি সেজে কিছু কিছু উগ্র মৌলানাদের চাপের মুখে পাকিস্তান পার্লামেন্টে আহমদীদেরকে 'সরকারীভাবে অমুসলমান' ঘোষনা করা হয়। আহমদীদেরকে 'সরকারী কাফের' আখ্যা দেয়ার এই প্রহসনের প্রেক্ষাপট কি ছিল বা তদানিন্তন ভুট্টো সরকারের রূপ বিশ্লেষণ করা সেখানকার নাগরিকদের কাজ। তবে বিশ্ব-বিবেকের জানার জন্য সেই দেশেরই একজন ভুট্টো অনুসারীর স্বীকারুক্তি এখানে উপস্থাপন করা সমিচীন হবে বলে মনে করি। আহমদীদের সে দেশে 'সরকারী কাফের' ঘোষণার দেড় মাস পরে এক নির্বাচনী প্রচারণায় পাঞ্জাব প্রদেশের তদানিন্তন মুখ্য মন্ত্রী জনাব হানিফ রামে'র বক্তব্য পাকিস্তান টাইমস পত্রিকার ২৫ শে অক্টোবর, ১৯৭৪-এর সংখ্যায় এভাবে প্রকাশিত হয়েছে:

"এ বিষয়ে জনাব রামে এক শ্রেণীর উলামার তীব্র সমালোচনা করেন, যারা ৯০ বছর পুরনো কাদিয়ানী ইস্যুটিকে সমাধান করে দিলে জনাব ভুট্টোর জুতো নিজেদের দাড়ি দিয়ে পলিশ করে দিবেন বলে বলেছিলেন। বাস্তবতা প্রমান করে দিয়েছে, একমাত্র পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টি-অনুবাদক) এবং জনাব ভুট্টো এ সমস্যা সমাধানে আন্তরিক ছিলেন,

অথচ এসব আলেম-উলামা এবং বিরোধী দলের নেতারা এটাকে কেবল তাদের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করছিলেন।" (ঐ,সংযুক্ত)।

'সরকারী কাফের' ঘোষণার পথ ধরে একজন সামরিক জান্তা ১৯৮৪ সালে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নিজেকে 'খাঁটি ইসলাম সেবক' প্রমান করার চেষ্টা করলেন। ২৬শে এপ্রিল ১৯৮৪ সালের যুগ-ধিকৃত অর্ডিন্যান্স নম্বর ২০ প্রণয়ন করে তিনি আহমদীদেরকে এবার কাফের 'বানানোর' ব্যবস্থা করলেন। তার প্রণিত আইন অনুযায়ী, কোন আহমদী মসজিদকে মসজিদ বলতে পারবে না, নামাযের জন্য আযান দিতে পারবে না। নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ শব্দ ব্যবহার করতে পারবেনা। নিজেকে মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি কেউ এসব কাজ করে তাহলে তার জন্য তিন বছরের কারাদন্ড বা জরিমানা অথবা উভয় ধরণের দন্ড রাখা হলো। একজন মুসলমান কীভাবে এসব ছাড়া থাকতে পারে? একজন মুসলমান নিজেকে মুসলমান প্রকাশ না করে কীভাবে থাকতে পারে? ব্যাস আরম্ভ হয়ে গেল আহমদীদের ধরপাকড়। এই সুযোগ গ্রহণ করে ধর্ম ব্যবসায়ী চক্র নিজেদের প্রভাব ও দাপট বিস্তার করা আরম্ভ করে এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। আর আজ এই উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর হাতে পাকিস্তানের সাধারণ নিরীহ মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জিম্মি হয়ে আছে। প্রতিদিন ধর্মান্ধদের হাতে সেখানে মানুষ মারা পড়ছে। আজ পাকিস্তানের পুলিশ হেডকোয়ার্টারস এবং সেনানিবাসগুলোও এদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ নয়। তাই দেখা যাচ্ছে, যে বিষয়টিকে উগ্র মৌলবাদীরা সমস্যার সমাধান বলেছিল সেটা প্রকৃতপক্ষে সমাধান ছিল না বরং তা ছিল উগ্র-ধর্মান্ধদের সমাজে অনুপ্রবেশের ওপেন লাইসেন্স।

এখানে উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে উগ্র-মৌলবাদী ও জঙ্গীদের উত্থানের পেছনে কোন না কোনভাবে পাকিস্তানী জঙ্গীদের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায়। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে বার বার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। পাকিস্তান আজ সন্ত্রাসী জন্মদানের কেন্দ্রে পরিনত হয়েছে।

অতএব আজকের এই আয়োজন থেকে আমরা বিশ্ব-বিবেকের কাছে এসব মানবতা-বিরোধী আইন প্রত্যাহার করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন দুরাবস্থা ও নৈরাজ্য দূর হলে আঞ্চলিক শান্তি ও সৌহার্দ্য অনেকটা উন্নত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মীর মোবশ্বের আলী
নায়েব আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

পাকিস্তানে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ ও কিছু কথা

মাহমুদ আহমদ সুমন

গত ২৯ মে ২০১০ দেশের প্রায় সবকটি জাতীয় পত্রিকায় এবং দেশবিদেশির প্রায় সকল টিভি চ্যানেল ও সংবাদ মাধ্যমে পাকিস্তানের লাহোরে আহমদীয়া মসজিদে হামলার সংবাদটি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। সংবাদে বলা হয় পাকিস্তানের লাহোরে গতকাল শুক্রবার (২৮ মে-২০১০) জুমুআর নামাযের সময় আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের দু'টি মসজিদে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে বন্দুকধারীরা। এতে অন্তত ৮০ জন নিহত এবং ৭ পুলিশ সদস্যসহ ১০৮ জন আহত হয়েছে। হতাহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানান, একে ৪৭, গ্রেনেড বিস্ফোরক ও বোমা নিয়ে অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা এ হামলা চালায়। ২ জন সন্ত্রাসী মসজিদের ভেতর ঢুকে আত্মঘাতী হামলা চালায়। পুলিশ জানায়, হামলার শিকার মসজিদ দু'টি লাহোরের মডেল টাউন ও ঘনবসতিপূর্ণ ঘারহি শাহ এলাকায় অবস্থিত। মডেল টাউন এলাকার মসজিদ থেকে লহোরের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা সাজ্জাদ ভুট্টো জানান, এই মসজিদে অন্তত ২৬ জনের বেশি মুসল্লী নিহত হয়। আহত হয় কমপক্ষে ১০৮ জন। সেখানে উদ্ধার তৎপরতা চলছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মসজিদে প্রবেশ কালে বন্দুকধারীরা এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে এবং গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটায়। পুলিশ মসজিদটি ঘিরে রেখেছে। হামলার সময় মসজিদ দুটিতে শত শত মুসল্লি ছিলেন। (এএফপি ও বিবিসি অনলাইন)

পাকিস্তানে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের দুটি মসজিদে এই হামলা, এটাই যে প্রথম হামলা তা কিন্তু নয়। ১৯৫৩/৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আলা মওদুদীর নেতৃত্বে পাকিস্তানে প্রথম শুরু হয় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উপর জুলুম নির্যাতনের সূচনা। সে সময় মওদুদীর নেতৃত্বে পাকিস্তানে হাজার হাজার আহমদীকে হত্যা করা হয়। এই হত্যার দায়ে তৎকালিন পাকিস্তান সরকার মওদুদীকে ফাঁসীর আদেশ দেয়, কিন্তু সৌদী সরকারের চাপে তা কার্যকর করা হয়নি। সেই মওদুদীর শিষ্যরাই বারবার আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকদের উপর জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, কখনও বাংলাদেশে কখনও পাকিস্তানে বা অন্য কোন দেশে।

এদেশের কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনও আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর বর্ণনাতীত জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছে। বিগত দিন গুলোতে এসব আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনকালে এই জঙ্গিদের ভয়াবহ তান্ডবলিলার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে। বিভিন্ন স্থানে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকদের ওপর হামলা, শারীরিক নির্যাতন, নামাজরত অবস্থায় বোমা মেরে হত্যা করা, বাজার সওদা করতে না দেয়া, জোর করে মসজিদ দখল করে নিয়ে যাওয়া, মসজিদে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া, জোরপূর্বক আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নিজস্ব সাইন বোর্ড নামিয়ে জঙ্গি মৌলবাদীদের তৈরী সাইন বোর্ড লাগিয়ে দেয়া ইত্যাদি কার্যকলাপ জঙ্গিরা প্রকাশ্যেই করেছে। কিন্তু সে সময়কার সরকার জঙ্গিদের প্রতিহত না করে বরং সরকারের পুলিশ বাহিনী আহমদীয়াদের বিভিন্ন মসজিদে জঙ্গিদের সাইন বোর্ড নিজ হাতে লাগিয়েছে। সেই দৃশ্য দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। আর এসব কিছু সরকারী পুলিশ বাহিনীর সামনেই ঘটেছে এবং কোথাও কোথাও সরকারী পুলিশ বাহিনী নিজের হাতে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের নিজস্ব সাইনবোর্ড খুলে মৌলবাদীদের আনা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেয় যা ছবিসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সরকার এতো নির্যাতনের খবর পাওয়া সত্ত্বেও নীরবই ছিল। পাকিস্তানে কয়েক দিন পূর্বে যেভাবে আহমদীয়া মসজিদে প্রবেশ করে আহমদীদের হত্যা করেছে ঠিক একই ভাবে ১৯৯৯ সালে খুলনার আহমদীয়া মসজিদে জুমুআর নামাযরত মুসল্লীদেরও বোমা হামলা করে প্রায় ৮-১০জনকে হত্যা করেছে এবং আহত করেছে প্রায় শতাধিক। পাকিস্তানের জঙ্গিদের সাথে বাংলাদেশের জঙ্গিদের যোগসাজশ খুবই স্পষ্ট। আর পাকিস্তানি জঙ্গি আর বাংলাদেশী জঙ্গির উৎপত্তি একই স্থান থেকে। সবাই জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীর শিষ্য। পাকিস্তানে যেমন মওদুদী আন্দোলন করে আহমদীয়াদেরকে অমুসলমান ঘোষণার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল ঠিক বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীও একই কাজ করে আসছে দীর্ঘ সময় ধরে। জামায়াতে ইসলামী যতই বলুক না কেন তারা দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় আসলে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মকে

রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারে হাতিয়ার বানানো যা মওদুদীর শিক্ষা। এছাড়াও বাংলাদেশে আরও কয়েক ডজন ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল রয়েছে। তাজ্জবের ব্যাপার হলো, এরা সবাই ধর্মকে রাজনীতিরই হাতিয়ার বানিয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী যে মওদুদীর শিক্ষায় চলে একথা জামায়াতের এদেশীয় নেতা গোলাম আযম ও প্রয়াত আব্বাস আলী খান সাহেবের বক্তব্য থেকেও জানা যায়। ২০০৮ সনের অক্টোবর মাসে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের ছাত্র ফ্রন্টের মুখপত্র মাসিক 'হাম কাদাম' পত্রিকায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর গোলাম আযমের একটি সাক্ষাতকার সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপা হয়। এতে গোলাম আযম নিজের মুখে বলেছেন: "বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীও মাওলানা মওদুদীর রাজনৈতিক দর্শন (**Political thoughts**) অবলম্বন করেছে।" [মাসিক হাম কাদাম, লাহোর, অক্টোবর ২০০৮ সংখ্যা, পৃ-৮]

প্রয়াত আব্বাস আলী খান তার রচিত পুস্তক 'জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস' বইতে লিখেছেন: "বর্তমান কালে এ উপমহাদেশের ছ'টি রাষ্ট্রে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, জম্মু ও কাশ্মীর এবং আজাদ কাশ্মীরে 'জামায়াতে ইসলামী' ইসলামী আন্দোলন করে যাচ্ছে"। আবার ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত **Justice Munir I Justice Kayani**-র সমন্বয়ে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন রিপোর্টেও উল্লেখ করা আছে, জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমস্ত বিশ্বে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা (পৃষ্ঠা: ২৪৩)। অতএব, কোন দেশের 'জামায়াতে ইসলামী'-কে পৃথক করে দেখার অবকাশ নাই। এরা সবাই মওদুদীবাদের অনুসারী। আর মওদুদীর শিক্ষা ও দর্শন যে সন্ত্রাসী ও যুদ্ধংদেহী মনোবৃত্তির ধারক ও বাহক একথা পরবর্তী কয়েকটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে ।

জামায়াতে ইসলামী ধর্মের নামে বলপ্রয়োগ ও অস্ত্রপ্রয়োগে বিশ্বাসী। এরা মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করায় বিশ্বাসী। মওদুদীর স্পষ্ট বক্তব্য হলো:

মহানবী (দ:) তের (১৩) বছর পর্যন্ত আরবের লোকদের মধ্যে ইসলামের মৌখিক ওয়াজ ও দাওয়াতের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হবার পর শেষে যখন অস্ত্র ধারণ করেছিলেন তখন মানুষের মন আপনা-আপনি সত্য গ্রহণের জন্য বিগলিত ও ইসলামে শামিল হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

(দেখুন: আল জিহাদ ফিল ইসলাম, ১৭ দশ মুদ্রণ-২০০২ ইং , পৃ: ১৭৩,১৭৪)

অর্থাৎ একদিকে তিনি হযরত মুহাম্মদ (দ:)-কে ব্যর্থ হবার অপবাদ দিচ্ছেন, অন্যদিকে তিনি ইসলামের পবিত্র নবীর প্রতি অস্ত্রবলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কলঙ্ক লেপন করছেন। অথচ তিনি একই পুস্তকের পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে নিজেই বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিতকারী পবিত্র কুরআনের ১৪/১৫ টি আয়াত উল্লেখ করেছেন! তিনি কুরআন প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলার পরও ইসলামের নবীর প্রতি বলপ্রয়োগের ঘৃণীত অপবাদ আরোপ করেছেন।

এক পর্যায়ে একই পুস্তিকার আরেক স্থলে মওদুদী তার নিজ দলের পরিচয় নিজেই এভাবে তুলে ধরেছেন: "এটা ধর্ম প্রচারকারী উপদেষ্টা বা সুসংবাদদাতাদের জামায়াত নয় বরং এটি হচ্ছে খোদার সেনাদল... তাই এই পার্টির জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই" [প্রাগুক্ত পুস্তিকা পৃ: ৫৫]

অথচ পবিত্র ধর্ম ইসলাম, ধর্মের নামে কোন ধরনের উৎপীড়ন ও বল প্রয়োগের অনুমতি দেয় না। পবিত্র কুরআনের অমোঘ ঘোষণা হচ্ছে "লা ইকরাহা ফিদ্দীন" (সূরা বাকারাহ: ২৫৬ আয়াত) অর্থাৎ ধর্মে কোন ধরনের বলপ্রয়োগ নাই। আরও বলা হয়েছে "লাকুম দীনুকুম ওয়াল ইয়াদীন" (সূরা কাফেরুন)। অর্থাৎ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম। তাই ইসলামের নামে এই ফ্যাসিষ্ট দর্শনের ধারক ও বাহকদের শান্তিপ্রিয় এদেশে এহেন অন্যায় কর্মকান্ড পরিচালনার অনুমতি দেয়া যায় না।

জামায়াতীরা যেমন ক্ষমতা দখল ও বলপ্রয়োগের ইসলামে বিশ্বাসী ঠিক তেমনি আফগানিস্তানের তালেবানরাও এই একই পথ অবলম্বন করেছিল। সমগ্র বিশ্বে ধিকৃত ও নিন্দিত এই তালেবানদের সখ্যতা ছিল

জামায়াতে ইসলামীর সাথে। আজ যত স্থানে আহমদীয়াদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে সবাই সেই জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীরই শিষ্য।

সবচেয়ে হাস্যাস্পদ ব্যাপার হলো, আজ যে জামায়াতে ইসলামী নিজেকে গণতান্ত্রিক বলে সাব্যস্ত করতে মহাব্যস্ত, তার প্রতিষ্ঠাতা গুরু মওদুদী সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই অস্বীকার করে গেছেন। মওদুদী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন,

"যেসব এসেম্বলী বা পার্লামেন্ট বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক নীতিতে গঠিত ও পরিচালিত এগুলোর সদস্যপদ লাভ করা হারাম, এগুলোর জন্য ভোট প্রদান করাও হারাম।" (রাসায়েল ও মাসায়েল, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯০)

সিয়াসী কাশমাকাশ-এ মওদুদী লিখেছেন বর্তমান সমাজের হাজারে নয়শ নিরান্নব্বই জন ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ। এরপর তিনি বলেছেন: "গণতান্ত্রিক নির্বাচনের উপমা দুধ থেকে মাখন বের করার মত। দুধ যদি বিষাক্ত হয় তাহলে মাখন তার চেয়ে বেশী বিষাক্ত হবে। তেমনই নষ্ট সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে যারা নির্বাচিত হয়ে আসবেন তারা সেই সমাজের আশা আকাঙ্খার প্রতিবিম্ব আকারেই নির্বাচিত হবেন। (পৃ:১৩২) তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন না করে এরা এই বিষাক্ত নির্বাচনে অংশ নিতে চায় কেন? উত্তর একটাই আর তা হলো: ক্ষমতার ওই মসনদ আমার চাই-ই চাই।

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকদের ওপর অত্যাচারকারীরা ধর্মের নাম নিয়ে যদিও হামলা চালিয়ে আসছে আসলে এরা সবাই মওদুদীর ভাব-শিষ্য এবং জঙ্গি। আমরা এদেশে বিগত দিনগুলোতে আহমদীয়াদের উপর নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেছি আর সে সময় এ জঙ্গি তৎপরতার মূল মদদদাতা যে জামায়াতে ইসলামীই ছিল, তাও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে। আর বর্তমানেও যে কয়েকজন জঙ্গি গ্রেফতার করা হচ্ছে তারাও জামায়াতের সাথে সম্পর্কের কথা স্বীকার করছে। এছাড়া গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার নির্বাহী আদেশে যে ১০৭টি জঙ্গি সংগঠনের নাম প্রকাশ করেছে এর মধ্যে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনকারী সংগঠনগুলোর নামও রয়েছে। যেমন ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়াত মুভমেন্ট, আমরা ঢাকাবাসী ইত্যাদি। আসলে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলোর মূলে রয়েছে জামায়াতে ইসলামী। জামায়াত থেকেই সব জঙ্গি সংগঠনের উৎপত্তি এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দেখা যায় যখনই কোন জঙ্গি সংগঠন চাপের মুখে পড়ে তখনই আরেকটি নতুন নামে পুণরায় সংগঠিত হতে থাকে। এই যে খতমে নবুওয়াত মুভমেন্ট এবং আমরা ঢাকাবাসী এরা তো অনেক আগ থেকেই এ দেশের আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকদের ওপর নানাভাবে জুলুম, অত্যাচার এমনকি তাদের অনেককে হত্যা পর্যন্ত করেছে। আর একত্তুরে এই জঙ্গিদের অত্যাচারের ইতিহাস জানে না এমন মানুষ বাংলাদেশে পাওয়া মুশকিল বরং সারা বিশ্ববাসী জানে এই জঙ্গিদের তান্ডবলীলা কি ভয়াবহ ছিল।

আমরা দেখি, বাংলাদেশের আহমদীয়া সম্প্রদায় সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক আঘাতের সম্মুখিন হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২৭ এপ্রিল ১৯৮৭ সালে। পূর্ব পরিকল্পিত এ আক্রমণের ফলে আহমদীয়াদের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত শহরের আহমদী পাড়ার দ্বিতল মসজিদটি জঙ্গি মৌলবাদীরা জোরপূর্বক দখল করে নেয়। আজও আহমদীরা তাদের এ মসজিদটি ফেরত পায়নি। একই জেলায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের আরও কয়েকটি মসজিদ জঙ্গিরা জোর করে দখল করে রেখেছে, আর এসব মসজিদ দখল করার সময় স্থানীয় আহমদীদের আহত করা হয়, ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়া হয়, তাদের বাড়ী-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়, লুটতরাজ করা হয়। এটাতো ছিল অনেক বছর আগের আক্রমণের ইতিহাস।

নিকট অতীতেও দেশবাসী দেখেছে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে জঙ্গি মৌলবাদীদের মধ্যযুগীয় নারকীয় তাণ্ডবলীলা। শ্যামনগরবাসী নয় 'খতমে নবুওয়াত' মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনের প্রায় ৩০ হাজার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জঙ্গি লাঠিসোঁটা নিয়ে তথাকথিত জিহাদের উদ্দেশ্যে শ্যামনগরের আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের মসজিদ ঘেরাও করে আর তাদের উপর চড়াও হয়ে চালায় মধ্যযুগীয় নির্যাতন। সে সময় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মিশনারী ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন এবং দেশের প্রায় সকল পত্রিকার সাংবাদিকরাও ছিলেন। মওদুদীর শিষ্যরা ধর্মের নামে কতটা উগ্রতা দেখাতে পারে তা সে দিন সকলে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল।

সে দিন মৌলবাদী জঙ্গিরা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ, শিশুদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার করে, ঘরবাড়ির সব মালপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায়। তৎকালীন সরকারের দায়ীত্বরত পুলিশ নিজ হাতে জঙ্গিদের দেয়া সাইন বোর্ড আহমদীয়া মসজিদে ঝুলিয়ে দেয়। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে জঙ্গি মৌলবাদীদের মধ্যযুগীয় নারকীয় তান্ডবলীলার দৃশ্য সেদিনের সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেল গুলোতে দেখানো হলেও সরকারি টিভি চ্যানেল বিটিভি'তে বলা হয়েছিল সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ওপর কোন প্রকার জুলুম অত্যাচার করা হয়নি। অথচ পরের দিন দেশের সকল পত্র-পত্রিকায় নির্যাতনের সচিত্র সংবাদ পরিবেশিত হয়।

প্রশ্ন হলো, আহমদীরা এতো নির্যাতনের শিকার হওয়া সত্ত্বেও সে সময়কার সরকার কেন জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয় নি? তবে কী সরকার নিজেই জঙ্গিদের মদদদাতা-পৃষ্ঠপোষক? এবারের জাতীয় নির্বাচনে মহাজোটের ঐতিহাসিক বিজয় অর্জনের পর স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় যে, আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকদের ওপর যারা অত্যাচার করেছে তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা হবে এবং জোরপূর্বক দখল করে নেয়া সম্পত্তি আহমদীয়া সম্প্রদায়কে ফেরত দেয়া হবে। শুধু আহমদীয়া সম্প্রদায়ই নয় বরং সকল ধর্মের অনুসারীরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের ধর্ম কর্ম পালন করবে এটাই প্রত্যেক সরকারের অঙ্গীকার হওয়া উচিত সেই সাথে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করাও সরকারেরই দায়িত্ব। নইলে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই জঙ্গিদের দ্বারা নিগৃহিত ও নির্যাতিত হয়ে অঘোরে প্রাণ হারাবে, যা সুস্থ্য বিবেকবান কোন মানুষেরই কাম্য হতে পারে না।

নবীনদের পাতা

জ্ঞানের উৎস পবিত্র কুরআন

সিকদার মোবাশ্বের আহমদ আদনান

অজানাকে জানার আকাঙ্খা মানুষের চিরন্তন। আর এই জানার আকাঙ্খাই মানুষকে প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান সু-সভ্য যুগে উন্নীত করেছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না সভ্যতার অগ্রযাত্রায় জ্ঞান বিদ্যার অবদান অসামান্য। আর এই জ্ঞান বিদ্যার মূল উৎস হল পবিত্র কুরআন। পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ কয়েকটি আয়াতে এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সূরা আলাকে এরশাদ হয়েছে "পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি মানুষকে এক বিন্দু রক্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। পাঠ কর, জ্ঞান অর্জন কর, তোমার প্রভু পরম দয়ালু, যিনি মানুষকে কলমের দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, এবং যা জানত না, তা তাকে তিনি শিখিয়েছেন"। এ আয়াতগুলোতে সর্বপ্রথম জ্ঞান অন্বেষণের ও বিদ্যা অর্জনের তালীম রয়েছে। এরপর স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্‌র পরিচিতি বর্ণিত হয়েছে যে, "যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা তাঁর পক্ষে তোমাদের মূর্খতা দূরীভূত করা এবং জ্ঞানের আলোকে তোমাদের অন্তরকে আলোকিত করা আদৌ কঠিন নয়"। অতএব, মানুষ যা কিছু জানত না তার জ্ঞানলাভ করেছে স্বয়ং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, আর সেই জ্ঞানের মাধ্যম হল কলম।

গ্রীক শব্দ 'Episteme' Ges 'Logos' থেকে জ্ঞান বিদ্যার ইংরেজী শব্দ 'Epistemology'-এর উৎপত্তি, স্বরূপ, শর্ত, বৈধতা, সম্ভাবনা, সীমা প্রভৃতি নিয়ে অসংখ্য মনীষির রয়েছে অসংখ্য মতামত ও যুক্তি, যার অধিকাংশই পরস্পর বিরোধী বা কখনো স্ববিরোধী। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি তুলে ধরা হল :

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের মতে, প্রত্যক্ষণ নয় বরং বুদ্ধি জ্ঞানের প্রধান উৎস। এবং বুদ্ধির সাহায্যেই আমরা সার্বিক ধরণা গঠন করি এবং সার্বিক ধারনার সাহায্যে সব জ্ঞান পেয়ে থাকি।

প্লেটোর মতে আত্মা হলো সক্রিয় এবং বুদ্ধি তার সহজাত ক্ষমতার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করে। সংবেদন এবং অনুভূতি যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না। অধ্যাপক আর. এম. চিজম তার 'Epistemology' গ্রন্থে বলেন, জ্ঞান বলতে বিশ্বাস বা বিশ্বাস করার যৌক্তিকতাকে বুঝায়।

জার্মান দার্শনিক লাইব নিজের মতে, জ্ঞান বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায়, তবে ইন্দ্রিয় কখনো যথার্থ জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে না, যথার্থ জ্ঞান একমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই লাভ করা যায়। বার্কলির মতে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস।

ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় না। কারণ যথার্থ জ্ঞান মহান আল্লাহ্‌ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তা পরিবর্তনশীল ও অনিশ্চিত। কিন্তু পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তা অপরিবর্তনশীল ও সুনিশ্চিত। একমাত্র পবিত্র কুরআন শরীফ অকাট্টভবে প্রমাণ করে "জ্ঞানের উৎস পবিত্র কুরআন"। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পবিত্র কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত পেশ করা হল :

"তুমি পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন" (৯৬:২)

"তুমি পাঠ কর কেননা তোমার প্রতিপালক পরম সম্মানিত, যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে তা যা সে জানত না" (৯৬:৪-৬)

"তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, (এবং) তাকে স্পষ্টভাবে কথা বলতে শিক্ষা দিয়েছেন" (৫৫: ৪-৫)

মু'মিনগণের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, তারা সকলে একযোগে বের হয়, অতএব তাদের প্রত্যেক জামা'ত হতে একদল কেন বের হয় না যাতে তারা ধর্ম সম্বন্ধে বুৎপত্তি লাভ করতে পারে এবং যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসে তখন তাদের সতর্ক করতে পারে যেন তারা (মন্দ পথ সম্বন্ধে) সাবধান হয়" (৯ : ১২২)

"নি:সন্দেহে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত্রি ও দিনের পর্যায়ের মধ্যে এবং যে সকল জাহাজ মানুষের উপকারের জন্য সাগরে চলাচল করে তাদের মধ্যে এবং আল্লাহ্‌ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ করে পৃথিবীকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন এবং এতে যাবতীয় জীব বিস্তৃত করেন এর মধ্যে এবং বায়ু

সকলের প্রবাহের মধ্যে এবং আসমান-যমীনের মাঝখানে আবদ্ধ মেঘের মধ্যে, জ্ঞানী লোকদের জন্য এই সকলের মধ্যে (আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতার) নিদর্শন রয়েছে" ২ : ১৬৫)

"আল্লাহ্, কোন উপাস্য নাই তিনি ব্যতীত। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাঁহাকে তন্দ্রা ধরে না, ধরে না নিদ্রা। যা কিছু আসমানে ও যমীনে আছে সব তাঁহারই। কে আছে এমন যে, তাঁর বিনা অনুমতিতে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করতে পারে। যা কিছু তাদের সামনে আছে এবং যা কিছু তাদের পিছনে আছে তিনি সব জানেন, এবং তাঁর জ্ঞানের কোন অংশ তার আয়ত্ত করতে পারে না তা ব্যতীত যা তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীন ব্যাপিয়া আছে এবং এদের রক্ষণাবেক্ষণে কিছু মাত্র বেগ পান না। তিনি উচ্চ, মহান। (২:২৫৬)

"বল: ইয়া আল্লাহ্, রাজত্বের অধিপতি, তুমি যাহাকে ইচ্ছা রাজত্ব দাও আর যা হতে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও, এবং তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর, তোমারই হাতে সমস্ত কল্যাণ, নি:সন্দেহে তুমি সর্বশক্তিমান।

তুমি রাত্রিকে দিনে পরিণত কর এবং দিনকে রাত্রিতে পরিণত কর এবং মৃত হতে জীবিত বের কর এবং জীবিত হতে মৃত বের কর এবং তুমি যাকে ইচ্ছা পরিমিত জীবিকা দান কর। (৩:২৭-২৮)

"তিনি যাকে ইচ্ছা বিজ্ঞান (হিকমত) দান করেন এবং যাকে বিজ্ঞান দান করা হয় তাকে বহু কল্যাণ দান করা হয় এবং শুধু জ্ঞানবানেরাই উপদেশ গ্রহণ করে" (২:২৭০)।

"এক মঙ্গলময় গ্রন্থ (কুরআন) যা আমি তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, লোকে এর নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করবে এবং জ্ঞানবানেরা উপদেশ গ্রহণ করবে" (৩৮:৩০)

"এবং তিনি নিজের কৃপাগুণে যা কিছু আসমান ও যমীনে আছে সব তোমাদের অধিন করে দিয়েছেন। নি:সন্দেহে, এতে চিন্তাশীল লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে" (৪৪:১৪)

"আমি প্রত্যেক জিনিসের যুগল সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা তা হতে "তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ্ পাক নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে যা কিছু রয়েছে তা তোমাদেরই উপকারার্থে নিয়োজিত এবং তোমাদেরই করতালগত করে দিয়েছেন।" (সূরা লোকমান)

আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেকের জন্য ফরয। ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করে অন্যদের তা শিক্ষা দানের নির্দেশ পবিত্র কুরআন ও হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব প্রকাশ পায় এমন কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করা হল :

"হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয" (ইবনে মাজাহ)

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষার পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন" (মুসলিম)।

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, একজন বিশ্বাসীর জ্ঞান অন্বেষণ প্রচেষ্টা শেষ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জান্নাতে দাখিল হয়" (তিরমিযী)।

"হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণে বের হয় সে তা থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কার্যে ব্যাপৃত থাকে" (তিরমিযী)

"হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দীনের সুষ্ঠু জ্ঞান দান করেন। আমি নিছক বন্টনকারী আর দান করেন আল্লাহ্ই" (বুখারী, মুসলিম)

"জ্ঞান অর্জন কর যদিও তা চীন দেশে থাকে" (বায়হাকী)

"মৃত্যুর পর 'মানুষের' কর্মফল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি কার্য বাকী থাকে; সদকায়ে জারিয়া বা স্থায়ী কল্যাণ, কার্য উপকারী জ্ঞান এবং সৎ সন্তানের আশীর্বাদ" (মুসলিম)

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, স্মরণ রাখতে হবে যে যেহেতু মানুষকে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন সে তার স্রষ্টাকে সনাক্ত করে এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর ওপর ঈমান আনয়ন করার জন্য ইয়াকিনের দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সেজন্য আল্লাহ্ মানুষের মস্তিষ্কেও গঠন এরূপ করেছেন যে একদিকে তো জ্ঞানের দিক হতে তাকে এরূপ শক্তি নিশ্চয় দান করা হয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে এবং বিশ্বজগতের অণু পরমাণুর মধ্যে যে সকল পরিপূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার নকশা অনুযায়ী বিদ্যমান রয়েছে এবং যে সকল নিয়মাবলী বিশ্বজগতের সুস্পষ্ট জ্ঞান পূর্ণ ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে, তার গভীরে প্রবেশ করে পূর্ণ প্রজ্ঞার সাথে যে একথা উপলব্ধি করবে যে, পৃথিবী ও আকাশের এত বড় কারখানা কোন স্রষ্টা ব্যতীত স্বয়ংক্রিয়ভাবে মজুদ থাকতে পারে না। বরং জরুরী যে, এর স্রষ্টা আছে। অত:পর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শক্তিও তাকে প্রদান করা হয়েছে যাতে ঐ সকল ত্রুটি বিচ্যুতি এবং ঘাটতি যা জ্ঞানের শক্তির মধ্যে থেকে যায় ঐগুলি আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। (হাকীকাতুল ওহী)

জ্ঞানের পথ আলোর পথ, মানব জাতির মুক্তির পথ। প্রকৃত জ্ঞানের পথ ধর্মীয় জ্ঞানের পথ যা ইহকালের জন্যও কল্যাণকর পরকালের জন্যও কল্যাণকর। কিন্তু কারো মনে যদি জ্ঞানের অহংকার সৃষ্টি হয়, তাহলে বুঝতে হবে তা তার অজ্ঞানতারই স্বরূপ। জ্ঞান মানুষের এমন এক সম্পদ যা চুরি বা খোয়া যাওয়ার ভয় নাই, যা অকাতরে দান করা যায় সবার মাঝে। শত সহশ্রবার দান করলেও একটুও কমে না বরং উত্তর উত্তর আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে বিনীত দোয়া তিনি আমাদের সকলকে প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধানী করুন, আমীন।

অমর সাহাবীর অমর জীবনী

হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.)

(৩য় পর্ব)

খোদা তাআলা যখন এই ধরনীতে তাঁর প্রেরীত মহাপুরুষকে প্রেরণ করেন তখন সেই প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের ছায়াতলে ধনী-গরীব, বড় ছোট সকলে নির্বিশেষে একত্রিত হয়। এই আখেরী যুগে পবিত্র কুরআন এবং বিশ্ব রাসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি যখন তাঁর আগমন বার্তা জগৎবাসীর সামনে প্রকাশ করলেন এবং তাঁরই সাথে সকলকে "আও লোগো কেহ্ এহী নূরে খোদা পাও গে"-বলে সম্ভাষণ করলেন তখন যে সকল উচ্চ বংশের মর্যাদাবান, পবিত্র আত্মার ব্যক্তিগণ তাঁর ডাকে 'লাব্বায়েক' বলে সাড়া দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.)।

'অমর সাহাবীর অমর জীবনী' নামক ধারাবাহিক লিখনীর এই তৃতীয় পর্বে এসে আমরা আজ তাঁরই পবিত্র জীবন সম্পর্কে আলোচনা করব।

বংশ পরিচয়

দিল্লীতে বসবাসকারী সকল অভিজাত ও মর্যাদাবান বংশগুলোর মাঝে হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) এর বংশ সর্বাধিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিল। হযরত মীর সাহেবের বুযুর্গ পিতার নাম হচ্ছে মোহতরম নাসের আমীর সাহেব এবং তাঁর দাদার নাম হল মোহতরম মীর হাসেম আলী সাহেব। হযরত খাজা মীর দারদ্ (রহ.) এ বংশেরই একজন পবিত্রচেতা মহামানব। যার আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও বরকতের স্রোতধারা যুগ-যুগান্ত ধরে বিস্তৃত। মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে অফুরন্ত জাগতিক ও আধ্যাত্মিক নেয়ামতে ভূষিত করেছিলেন যার পবিত্র ধারা কালের প্রবাহে আজও জারী আছে।

জন্মগ্রহণ

প্রাচীন কাল থেকেই হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) এর বংশ দিল্লীর আদি অধিবাসী ছিল। তিনি দিল্লীতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই অতি আদর-যত্নের সাথে লালিত-পালিত হন। তাঁর শৈশব অন্য আট-দশটি ছেলের ন্যায়ই অফুরন্ত উচ্ছাস ও প্রাণচাঞ্চল্যতার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনে দু:খের অন্তিম বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয় এক অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা। তাঁর বাবা মোহতরম নাসের আমীর সাহেব কোন এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে বেনারস গমন করেন এবং সফরের মাঝ পথেই শাহ্ আবাদ আরাহ্ নামক স্থানে হঠাৎ করে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর আপন মাওলার সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁর এ অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে তিনিসহ তাঁর দুই বোন এতিম হয়ে যান।

পিতার মৃত্যুর পর তাদের জীবন চলার মত বাহ্যত: বাহ্যিক কোন উপায় উপকরণ অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর দাদা জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বয়সও আশি (৮০) বছরের ছুই ছুই করছিল এবং তাঁরও কোন উল্লেখযোগ্য সম্পদ বিদ্যমান ছিল না। যতটুকু সহায়-সম্পদ অক্ষত ছিল তাও বংশের অন্যান্য সদস্যদের নিকট ছিল। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্বভার তাঁর নানা এবং মামাগণ নিজেদের কাধে নিয়ে নেন। তিনি দিল্লীতেই অবস্থান করছিলেন। আকস্মিকভাবে দিল্লীবাসীর ওপরে বিপদের এক কালো ঘনঘটা নেমে আসে। ইংরেজ সেনাবাহিনীর একটি বিরাট অংশ বিদ্রোহ করে বসে এবং বিদ্রোহী সৈন্যেরা পলায়ন করে দিল্লীতে আসতে থাকে। এমতাবস্থায় দেশের সর্বত্র অরাজকতার সূচনা হয়। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যকতা বিস্তার লাভ করে। এটি ১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিপ্লব'-এর সময়কার ঘটনা। ইংরেজরা এ বিদ্রোহ যে কোন মূল্যে দমন করতে বদ্ধ পরিকর হয়। তারা অস্ত্র ও সৈন্য বলে সজ্জিত হয়ে, ব্যাপক সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে দিল্লী আক্রমণ করে বসে। তারা দিল্লীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। অবরোধ যত দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে দিল্লীবাসীর দুর্ভোগ ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এরূপ সংকটপূর্ণ অবস্থা দেখে মানুষ ভয়ে, আতংকে অস্থির হয়ে উঠে। অবশেষে বিদ্রোহী সৈন্যরা দিল্লী থেকে পালাতে শুরু করে। ভারতবাসীর স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য একেবারে অস্তমিত হয়ে যায়। ইংরেজ সেনাবাহিনী দিল্লী প্রবেশ করে একে দখল করে নেয় এবং অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু করে। শত শত লোককে হত্যা করা হয় এবং হাজারো লোককে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। নগরবাসী ভয়ে ভীতবিহ্বল হয়ে দিক বিদিক পালাতে থাকে। এরূপ অবস্থায় তিনিও তাঁর বংশের লোকদের সাথে দিল্লী ত্যাগ করেন। হযরত মীর সাহেব (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, "প্রত্যেক মানুষই তাঁর ঘরের মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় জিনিস সাথে করে নিয়ে রওনা দেয়। কিন্তু আমার মা (আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে জান্নাতবাসী করুন) আমার বাবার পঠিত পবিত্র কুরআন শরীফকেই সাথে নেয় যা আজ পর্যন্ত আমার নিকট স্মৃতি চিহ্নরূপে সংরক্ষিত আছে।"

যাহোক, দিল্লী ত্যাগ করার পর তাদের কাফেলা দিল্লী থেকে এগার মাইল দূরবর্তী "কুতুব সাহেব" নামক স্থানে পৌঁছে। তারা সকলে সেখানকার একটি বড় অট্টালিকায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! মৃত্যু সেখানেও তাদেরকে তাড়া করে। মাত্র দুই দিনই অতিক্রান্ত হচ্ছিল। হঠাৎ করে এক প্লাটুন ইংরেজ সৈন্য সেখানে যমদূত হিসেবে হাজির হয়। দরজা খোলার পূর্বেই তারা চিৎকার করে বলতে থাকে 'তোমরা আমাদের লোক না বিদ্রোহীদের' এ কথা শেষ না করতেই একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈন্য নিষ্ঠুরভাবে গুলি চালাতে শুরু করে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অসংখ্য হতভাগ্য মানুষ। যারা বেঁচে থাকল তাদেরকে এ অট্টলিকা ছাড়তে বলা হল। সকলে তাদের নিকটাত্মীয়দেরকে দাফন-কাফন বিহীন রেখে রাতের অন্ধকারেই অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাল। সারা রাত নির্ঘুম, বিরামহীন পথ চলার পর ভোরের

আলো উদীত হওয়ার সাথে সাথেই হতাশায় তারা বিমর্ষ হয়ে পড়ল। কেননা রাতের আধারে তারা একই এলাকার মাঝে উদভ্রান্তের ন্যায় পথ হারিয়ে ঘুরছিল।

দ্বিতীয় দিন এই কাফেলা দরগাহ নিযাম উদ্দীনে পৌছে। সেখানে পৌছার পরই তারা কিছুটা প্রশান্তি বোধ করে। কিন্তু তাদের স্মৃতিপটে তাদের হারিয়ে যাওয়া প্রিয় মানুষদের প্রতিচ্ছবি উঁকি দিতে শুরু করে। তাদের কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠে। এখানে সবচেয়ে বড় যে সমস্যা দেখা দিল তা হচ্ছে, তখন তাদের নিকট খাওয়ার মত কোন সামগ্রীই অবশিষ্ট ছিল না। এমন সময় খোদা তাআলার অকৃত্রিম সাহায্যের বারিধারা বর্ষিত হয়। মীর সাহেবের এক মামা যিনি মহকুমা নহর এলাকায় ডিপুটি ক্লার্ক ছিলেন এবং পানিপথ এলাকায় স্বীয় পরিবারের লোকদের সাথে নিয়ে পৌছেছিলেন–তিনি তার বংশের এ সকল লোকদের দুরবস্থার কথা জানতে পারলেন। সাথে সাথেই তিনি কিছু ঠেলাগাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। পানিপথবাসীরা এরূপে দিল্লীবাসীর বিপদের বন্ধুরূপে আবির্ভূত হন এবং তারা তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। দুই বছর পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করে। এরপর ইংরেজরা দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেয় আর মানুষ পুনরায় তাদের নীড়ে আসতে শুরু করে। আর এরূপ একটি সমস্যাসংকুল অবস্থা অতিক্রম করার পর এই বংশ পুনরায় দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে।

শিক্ষা ও পারিবারীক জীবন

যখন হযরত মীর সাহেবের পরিবার দিল্লীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করল এবং সকলের মাঝে প্রশান্তির নির্মল আনন্দ বিরাজ করছিল তখন মীর সাহেবের বয়স হয়েছিল প্রায় বার বছর। তাঁর মা তাঁকে হযরত মীর নাসের হোসেন সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন যিনি তাঁর মামা ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার মধুপুর নামক স্থানে বসবাস করছিলেন। তাঁর মামার তত্ত্বাবধান ও ভালবাসায় তিনি অতি দ্রুত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। কিন্তু বড় মামার পরামর্শক্রমে তিনি ইংরেজী শিখতে অস্বীকৃতি জানালেন।

তখনকার সমাজ ব্যবস্থার মাঝে এ প্রথাটি প্রচলিত ছিল যে, মানুষ তাঁর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের বিয়ে খুব অল্প বয়সেই দিয়ে দিত। সে প্রথারেই অনুসরণে তাঁর বুদ্ধিমতী ও দয়ালু মাতা মাত্র ১৬ বছর বয়সে তাঁকে বিয়ে করিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রীর নাম হচ্ছে মোহতরমা সৈয়্যদা বেগম সাহেবা (রা.)। হযরত মীর সাহেব তাঁর স্ত্রীর অনন্য গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের এতো সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন যা সত্যিকার অর্থেই একজন আদর্শ মহিলার মাঝে থাকা আবশ্যক। হযরত মীর সাহেব (রা.) তাঁর স্ত্রীর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, "এই কল্যাণময়ী মহিয়সী রমনী যে আমার সহধর্মিনী, তিনি আমাকে সারাটা জীবন পরম প্রশান্তির মাঝে রেখেছেন। তিনি বিশ্বস্ত স্ত্রীর ন্যায় সব সময় আমার সাথী হয়েছেন এবং আমাকে সুপরামর্শ ও সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি কখনোই আমার সাধ্যাতীত বোঝা আমার ওপর চাপিয়ে দেন নি আর আমার ইচ্ছার বিপরীত কোন কাজ করেন নি। আমার সন্তানদের প্রতিপালনে তিনি একজন আদর্শ জননীর ভূমিকায় সারাটা জীবন নিধারূন কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং তাদেরকে মানুষের মতো মানুষ বানানোর প্রচেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি আমার সন্তানদের গায়ে কখনো হাত তুলেন নি। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে দ্বীন ও দুনিয়াতে একজন সফলকামী স্ত্রী বানান এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। তিনি সুখ-দু:খে সর্বদা আমার সর্বোত্তম সঙ্গীনী ছিলেন। আমি যাকেই মেনেছিলাম তিনিও তখন আমার সাথে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। আমি যাকে পীর মেনে যার হাতে বয়আত করতাম তিনিও তাঁর হাতে বয়আত করতেন। যখন আমি আব্দুল্লাহ্ গজনবীর শিষ্য হলাম তিনিও তাঁর শিষ্য হলেন আবার যখন আমি মির্যা সাহেবের দাবীর প্রতি ঈমান এনে তার হাতে বয়আত করালাম তিনিও আমার পদাংক অনুসরণ করলেন। এরূপ স্ত্রী বাস্তবিক অর্থেই পৃথিবীতে বিরল।" [হায়াতে নাসের, পৃ. ৫-৬]

১৮৬৫ সালে বিয়ের তিন বছর পর তাঁর ঔরসে এক অসাধারণ মেধাসম্পন্ন, পুণ্যবতী কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। এই কন্যার সাথেই পরবর্তীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিয়ে হয়। জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাসে যিনি 'আম্মাজান' নামে সবিশেষ অভিহিত। হযরত সৈয়্যদা নুসরত জাঁহা বেগম সাহেবার পর হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেবের ঔরসে আরো পাঁচজন সন্তান জন্ম নেয়। কিন্তু এই পাঁচ সন্তান ঐশী ইচ্ছায় শৈশবেই মারা যায়। একাধারে এই পাঁচ সন্তানের মৃত্যুর পরও তিনি খোদা তাআলার একজন কৃতজ্ঞ বান্দারূপে ধৈর্যধারণ করেন। তাঁর এই ধৈর্যের পুরস্কারস্বরূপ খোদা তাআলা তাকে ১৮৮১ সালে একটি পুত্র সন্তান দান করেন যার নাম মীর মোহাম্মদ ইসমাইল রাখা হয়। এই পুত্র সন্তান তার সময়কার একজন বিশেষ ব্যক্তিরূপে বিবেচিত হন এবং তিনি ডাক্তারী পাশ করে উন্নতি করতে করতে ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব সিভিল সার্জন নামে সুখ্যাতি লাভ করেন।

হযরত ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাইল এর জন্মের পরেও হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) এর পাঁচ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং তারাও খোদা তাআলার ইচ্ছায় শৈশবেই মারা যায়। হযরত মীর সাহেব এমতাবস্থায়ও খোদা তাআলার ঐশী ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ধৈর্য ধারণের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত কায়েম করেন। ১৮৯০ সালে লুধিয়ানায় আল্লাহ্ তাআলা তাকে আরো একজন পুত্র সন্তান দান করেন। মীর সাহেব তার এই সন্তানের নাম রাখেন মীর মোহাম্মদ ইসহাক ।

[সীরাতে হযরত নুসরাত জাঁহা বেগম সাহেবা, পৃ. ১২৩]

যখন তাঁর বয়স ২১ বছর তখন তার মা দেখলেন তাঁর সংসার পরিচালনা করার জন্য সঠিক জীবনোপকরণের কোন ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় তখন তিনি তাকে লাহোরে তার এক মামার কাছে পাঠালেন। যেখানে তিনি এক বছর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন। অত:পর মামার মাধ্যমে তিনি একটি চাকুরীও পেয়ে যান। চাকুরী সুবাদে সর্বপ্রথম তিনি আওরসিতার অমৃতসর, তারপরে সাঠয়িয়ালি এবং কাহনুওয়ান এবং কিছু দিন কাদিয়ানে বসবাস করার সুযোগ পান।

যখন তিনি কাদিয়ানে অবস্থান করছিলেন তখন প্রায়ই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারাহীনে আহমদীয়া রচনার কাজে তখন ব্যস্ত ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.) এর জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে তখন কোন মতপার্থক্য কারও মাঝে ছিল না। একবার মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেবকে বললেন, আপনি যেহেতু কাদিয়ানে একাই অবস্থান করছেন তাহলে আপনি আপনার পরিবারকে সাথে নিয়ে কাদিয়ানে চলে আসেন। নওয়াব সাহেব তাঁর প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে কাজ করলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা হয়তো এমনই চেয়েছিলেন যে, যখন তিনি পরিবারসহ কাদিয়ানে অবস্থান

করছিলেন তখন তার বদলী–লাহোরে হয়ে গেল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখন মীর সাহেবকে আশ্বস্ত করে বললেন, "আপনি নিশ্চিন্তে আপনার পরিবার-পরিজন এখানে রেখে যান যতক্ষণ পর্যন্ত না লাহোরে থাকার জন্য কোন বাসস্থান পাওয়া যায়।" মীর নাসের নওয়াব সাহেব তাঁর এ পরামর্শক্রমে তাদেরকে কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাড়িতে রেখে লাহোরে চলে যান।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হৃদয়ে হযরত মীর সাহেবের প্রতি অশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা ছিল। হযরত মীর সাহেব এ কথা স্বয়ং এভাবে স্বীকার করেছেন যে, "আমি জানতে পেরেছি যতদিন আমার পরিবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে ঘরে অবস্থান করছিল ততদিন তিনি (আ.) সে ঘরে প্রবেশ করেন নি বরং তিনি অন্য একটি কক্ষে থাকতেন।" কিছুদিনের মধ্যেই থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেলে মীর সাহেব তাঁর পরিবারবর্গকে লাহোরে নিয়ে যান।

যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশ করলেন তখন মীর সাহেব তা অবগত হওয়া মাত্রই ক্রয় করেন এবং তা পড়তে থাকেন। এ পুস্তক পাঠের পর মীর সাহেবের অন্তরে মির্যা সাহেবের প্রতি অসাধারণ ভালবাসার জন্ম নেয়। কেননা তিনি দেখতে পেলেন যে, হিন্দু, আর্য সমাজী, খৃষ্টান, ইহুদী প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা ইসলামকে চরমভাবে অবমাননা করার জন্য প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে, তারা নোংরা অপবাদ ও আপত্তিতে ইসলামের সৌন্দর্যকে কলুষিত করছে তখনই এই ব্যক্তি কলম হাতে নিয়েছে। এবং সকল ইসলাম বিদ্বেষীর নোংরা আপত্তির দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছে।

বয়আত গ্রহণ

আল্লাহ্ তাআলা যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে ইলহামের মাধ্যমে জানালেন, তুমিই সে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী, যার আগমনের বার্তা পূর্ববর্তী ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং তুমি মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পানে পরিচালনা করার জন্য বয়আত গ্রহণ কর তখনই মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদার সেই নির্দেশের ওপর আমল করে ১২ জানুয়ারী ১৮৮৯ সালে বয়আতের ১০ টি শর্ত লিখে, যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ বয়আত করতে ইচ্ছুক তাদেরকে লুধিয়ানায় আগমন করার আমন্ত্রণ জানান। যখন লুধিয়ানায় প্রথম বয়আত অনুষ্ঠান ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হল তখন মীর সাহেব লুধিয়ানাতেই ছিলেন কিন্তু তিনি বয়আত করেননি। একটু চিন্তা করা দরকার! একদিকে তিনি মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন অন্যদিকে তিনি তাঁর জামাতাও ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এ দুটো দিকও তাঁকে বয়আত করতে প্রেরণা যোগাল না। কেননা তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে তখনও মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী বলে মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। কেননা তখনও তিনি এ কথা বিশ্বাস করতেন না যে, এরূপভাবে কোন মসীহ্ ও মাহদী আসতে পারে। কেননা তাঁর চিন্তা-ভাবনায় এ কথাই ছিল যে, মসীহ্ ও মাহদী যখন আসবেন তখন সব কাফেরদেরকে হত্যা করা হবে। সে একজন রক্তপাতকারী মসীহ্ হবে। যাহোক, তিনি বয়আত গ্রহণ করলেন না। সে সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে লুধিয়ানাতে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর একটি মোবাহাসা হল। যেখানে মীর সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এই মোবাহাসায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিজয়ে তিনি আনন্দিত হন আর তাঁর হৃদয় থেকে বিভিন্ন প্রকার রয়ে যাওয়া সন্দেহও দূর হতে থাকে। ইতিমধ্যে নওয়াব সাহেবের বদলী লুধিয়ানা থেকে পাঠিয়ালা হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে এবং তাঁকে প্রকৃত মমার্থ উপলব্ধি করাতে চাইলেন আর সেজন্য তিনি তারও বন্দোবস্ত করে ফেললেন। ১৮৯১ সালে কাদিয়ানে প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সে জলসায় অংশগ্রহণ করেন। খোদা তাআলা যখন তাঁকে প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য অবগত করলেন এবং তাঁর সম্মুখে মসীহ্ ও মাহ্দীর সত্যিকার অর্থ প্রকাশ পেল সাথে সাথে তিনি হুযূর (আ.) এর হাতে বয়আত করে তার দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। বয়আত করার পর থেকে তিনি যেরূপ নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও সততার পরিচয় প্রদান করেছেন, যেভাবে ধর্মের সেবার জন্য কুরবানী করেছেন তা প্রত্যেক আহমদীর জন্য উজ্জ্বল আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

হযরত মীর সাহেব সরকারী চাকুরী করার কারণে বিভিন্ন স্থানে বদলী হতেন। যখন তাঁর বদলী মর্দানে হল তখন আর তিনি সেখানে মন বসাতে পারলেন না। তাই তিনি ছুটি নিয়ে কাদিয়ান চলে আসলেন। তখনও তাঁর ছুটি শেষ হয়নি এমন সময় তাঁর চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার চিঠি এসে গেল। ফলশ্রুতিতে তিনি কাদিয়ানেই রয়ে গেলেন। তিনি তো পূর্বেই বয়আত করেছিলেন কিন্তু এখন তিনি বিশাল সময় পেয়ে তার সবকিছু মসীহ্ মাওউদ (আ.) পায়ের তলে সমর্পন করলেন এবং ধর্মের একনিষ্ঠ প্রেমিক ও সেবক হিসেবে নিজেকে হুযূর (আ.) এর কাছে পেশ করলেন। তিনি যাবতীয় কাজ নিজে করতেন এবং অপরকে দিয়েও করাতেন। তিনি বাগানের মালিরও কাজ করতেন, ইঞ্জিনিয়ারেরও কাজ করতেন আবার ভূমির মোক্তারগীরির কাজও করতেন। এককথায় বলতে গেলে বলা যায়, তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাসে সবার প্রিয় "নানাজান" নামে সর্বাধিক পরিচিত।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ১৯২৪ সালে যখন লন্ডন সফর করছিলেন সে সময়ই যুগের মাহদীর একান্ত অনুচর, আনুগত্যের পরম কাষ্ঠা প্রদর্শনকারী, সর্বস্তরের আহমদীর শ্রদ্ধা ও প্রিয় পাত্র, সকলের "নানাজান" ইহলোক ত্যাগ করে খোদার সকাশে মিলিত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লন্ডনেই তার গায়েবে জানাযা নামায আদায় করেন। হুযূর (রা.) লন্ডনের টিলফোর্ডে জামা'তে আহমদীয়ার মিশনকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে লন্ডন শহরের সর্বপ্রথম মসজিদ 'মসজিদ ফযল'-এর ভিত্তি প্রস্তর রাখেন। এ মসজিদে গায়েবে জানাযার নামাযই হল অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম নামায।

হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) –"নানাজান" ১৯২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার সকাল নয়টায় মৃত্যুবরণ করেন। জুম্মার নামাযের পর 'বাগে হযরত আম্মাজান'–নামক স্থানে অসংখ্য আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীর অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে হযরত মওলানা শের আলী সাহেব (রা.) তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন এবং নামায শেষে তাঁকে বেহেশতি মাকবেরায় সমাহিত করা হয়।

মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তাঁর জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষাগুলো আমল করার সৌভাগ্য দিন। (আমীন)

[আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মোহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আবদিহি মসীহ্ মাওউদ ওয়া রুফাকায়ে আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম]

(তথ্য সূত্র : মাসিক খালিদ, অক্টোবর ২০০৯)

আহমদ জাকির হোসেন
চতুর্থ বর্ষ
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা-য় খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ৫/০৬/২০১০ইং রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার উদ্যোগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় দারুত তবলীগ মসজিদে বাদ আসর মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার সভাপতিত্বে খিলাফত দিবস উদযাপিত হয়। দিবসের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম সভাপতি সাহেব। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন। বক্তৃতা পর্বে খিলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তথ্যবহুল বক্তব্য উপস্থাপন করেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ বাংলাদেশ। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব জিকরে ইলাহী। খিলাফতের কল্যাণ ও আশিস সম্পর্কে জ্ঞানগর্ব বক্তৃতা প্রদান করেন মোহতরম মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ এবং পাক্ষিক আহমদীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। শেষে সভাপতি সাহেবের সংক্ষিপ্ত নসিহতমূলক ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে খিলাফত দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। উক্ত দিবসে প্রায় দুই শতাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

আহমদী রিপোর্ট

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ায় খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ২৭/৫/২০১০ ইং রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আসর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার স্থানীয় মসজিদে জনাব আসাদুজ্জামান খান ভূইয়ার সভাপতিত্বে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠ করেন জনাব তানজিরুল হক আভাস ও তৌফিক আহমদ ভূইয়া। অনুষ্ঠানে খিলাফতের কল্যাণ, তাৎপর্য ও বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন জনাব এজাজ আহমদ ভূইয়া, ডা: খলিলুর রহমান, মইনুল হক ভূইয়া, এনামুল হক ইন্টু ও স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মোজাম্মেল হক। অনুষ্ঠানের মাঝখানে সুললীত কণ্ঠে একটি উর্দু নযম পাঠ করেন মেহেদী হাসান মুন্না। সবশেষে সভাপতি সাহেবের মূল্যবান ভাষণের পর দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্ব মোট ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক ইন্টু

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা.) দিবস পালিত

গত ১৪/৫/১০ইং তারিখে বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে 'সিরাতুন্নবী (সা.) দিবস' পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মোহতরমা ইশরাত তাজিন সাহেবা, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা। প্রধান অতিথি ছিলেন মোহতরমা আমাতুল কাইউম সাহেবা, নায়েব সদর-১, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহতরমা সাদেকা তাহের সাহেবা, প্রেসিডেন্ট উত্তরা হালকা। হাদীস পাঠ করে শোনান মোহতরমা সাজেদা খাতুন, প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদপুর হালকা। আরবি কাসিদা পরিবেশন করেন তানজিলা আক্তার বেলী। এরপর কুরআন ও হাদীসের আলোকে 'এতায়াতে নেযামের গুরুত্ব'– এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরমা সেলিনা তবশীর। নযম গেয়ে শোনান শাহীনা সোহেলী। 'মহানবী (সা.) এর দৃষ্টিতে একজন আদর্শ মুসলমান'– এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মোহতরমা রওশন জাহান। এরপর কুইজ পর্ব পরিচালনা করেন রহিমা আক্তার, সহকারী জেনারেল সেক্রেটারী। এরপর প্রধান অতিথি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সবশেষে পুরস্কার বিতরণ করেন মোহতরমা রেহেনা খায়ের সাহেবা, সেক্রেটারী তাজনীদ বাংলাদেশ। তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি করেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালন

গত ২৮ মে ২০১০ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে 'খিলাফত দিবস' পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরমা সেলিনা তবশীর রুবী, ভাইস প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা। অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। কুরআন তেলাওয়াত করেন তানজিনা আক্তার বেলী। এরপর সভানেত্রী দোয়া পরিচালনা করেন এবং সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। হাদীস পাঠ করেন জান্নাতুল ফেদৌস আকা এবং মালফুযাত পাঠ করেন খাদিজা রহমান অনন্যা। এরপর নাসেরাতদের পরিবেশনায় একটি কোরাস নযম পাঠ করা হয়। "ইসলামের অগ্রগতিতে খোলাফায়ে রাশেদীনগণের অবদান"-এই বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন শাহিনা সোহেলী সাথী। বাংলা নযম পরিবেশন করেন সাদেকা তাহের। এরপর ইলোরা জামান "ইসলামের অগ্রগতিতে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খলীফাগণের অবদান"-সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্ এবং নাসেরাতদের জন্য পৃথক কুইজ পর্ব পরিচালনা করা হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে সমাপনী দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরমা খালেদা নাজমুন, সেক্রেটারী তবলীগ বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্। আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৫০ জন লাজনা, নাসেরাত ও নওমোবাঈন উপস্থিত ছিলেন।

সেলিনা তবশীর রুবি

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের খিলাফত দিবস উদযাপিত

গত ২৮/০৫/১০ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে "খিলাফত দিবস" উদযাপন করা হয় (আলহামদুলিল্লাহ্)। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন মিসেস কুদসিয়া নাজিম উদ্দিন। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন লাজনা বোন রেনু বেগম ও তরজমা পাঠ করেন নাসেরাত বোন ফারিহা ফাইরুজ। এরপর খিলাফত সম্পর্কে হাদীস পাঠ করেন, আমাতুস সামী। এরপর উর্দু নযম ও এর তরজমা পেশ করেন মিসেস মালাম মামদুদা খালিদ। এরপর 'খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' নিয়ে আলোচনা করেন মিস তাহেরা মজিদ। এছাড়াও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর লেখা বই 'সিররুল খিলাফাহ্' পুস্তক থেকে আলোচনা করেন মিসেস বিলকিস বেগম। অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে সভাপতি মিসেস কুদসিয়া নাজিম উদ্দিন খিলাফতের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটান। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৭০ জন লাজনা ও ৩০ জন নাসেরাত বোন উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত সদস্যাদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

রোকসানা বেগম

আহমদনগরে নাসেরাতুল আহমদীয়ার তালিম তরবীয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৩ মে থেকে ২৫ মে ২০১০ইং তারিখ পর্যন্ত আহমদনগরের নাসেরাতুল আহমদীয়ার তালিম তরবীয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট সাহেবার সভাপতিত্বে ৩ দিন ব্যাপী তালিম তরবীয়তি ক্লাসের উদ্বোধন হয়। ৩ দিন ব্যাপী উক্ত ক্লাস স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদস্যাগণ পরিচালনা করেন। উক্ত ক্লাসে নাসেরাতদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও কুইজ হয় এবং পুরস্কার প্রদান করা হয়। নাসেরাতগণ ক্লাসে খুবই আনন্দ উপভোগ করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন ৩ দিনে ১২২ জন। দোয়া ও পুরস্কার বিতরনের মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্ত হয়।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২২/০৫/২০১০ইং তারিখ রোজ শনিবার দারুল মোবারক মহল্লায় বিকাল ৪-০০ ঘটিকায় প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মোহতরমা আফরোজা মতিন সাহেবার বাড়ীতে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট মোহতরমা বিলকিস তাহের সাহেবা। উক্ত সেমিনারে কুরআন তেলাওয়াত করেন তামান্না হাসিন, হাদীস পাঠ করেন কুররাতুল আইন, নযম পাঠ করেন গাজালা মাহমুদ। বক্তৃতা পর্বে খাতামান্নাবীয়িন সম্পর্কে আফরোজা মতিন, নযম পাঠ করেন শারমিন আক্তার মুনা, ওফাতে ঈসা (আ.) সম্পর্কে নাছিমা বশির, নযম পাঠ করেন রত্না বেগম, সাদাকাতে মসীহ্ (আ.) সম্পর্কে স্বপ্না মেহতাব, ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন নাফিয়া শারমিন। সমাপ্ত ভাষণ প্রদান করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। উক্ত সেমিনারে ৬৪ জন লাজনা ও ২৯ জন নাসেরাত এবং ৮ জন নন আহমদী বোন উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে মিষ্টান্ন বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি হয়।

লাকী আহমেদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভাতগাঁও-এ দু'দিনব্যাপী তালিম তরবীয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১১ ও ১২ মে ২০১০ ইং তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভাতগাঁ-এর উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সুসম্পন্ন হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। কুরআন তেলাওয়াত, নযম ও দোয়ার মধ্য দিয়ে উক্ত তালিম তরবীয়তি ক্লাসের উদ্বোধনী অধিবেশনের শুরু হয়। উক্ত ক্লাসে বিভিন্ন তরবিয়তী মূলক বক্তৃতা প্রদান করা হয়। যেমন– ধর্ম কি ও ধর্মের উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মোহতরমা হাদিয়া বেগম (প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভাতগাঁও)। মানুষের স্বভাবজ অবস্থার সংশোধন সম্পর্কে আলোচনা করেন মেরুনা হোসেন। মানুষের ত্রিবিধ অবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সুমি আক্তার, মুসায়ী মসীহ্ ও মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.) এর মধ্যকার সাদৃশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভাতগাঁও। নবীনেতা পুস্তক থেকে রাসূল করীম (সা.) এর সীরাতের ওপর আলোচনা করেন শামসুন নাহার। এছাড়া রমজান মাস দোয়া কবুলের উৎকৃষ্ট সময়। মালী কুরবানীর তাৎপর্য এবং প্রকৃত ওসীয়্যতকারী কে? দোয়া কি ও দোয়া কবুলিয়তের শর্তসমূহ কি কি? রমযান মাসে কুরআন পাঠের গুরুত্ব এসব বিষয়ে বক্তব্য রাখতে সহযোগিতা করেন মওলানা রইছ আহমদ। এসব বক্তব্য শোনার পর উপস্থিত লাজনা ও নাসেরাত বোনদের কাছ থেকে কুইজ প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। উক্ত ক্লাসে প্রথম দিন ২৫ জন লাজনা ও ৭ জন নাসেরাত এবং দ্বিতীয় ক্লাসে ২৫ জন লাজনা ও ৫ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। দু'দিনই বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে দু'দিন ব্যাপী এই তালিম তরবীয়তি ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে।

জামিয়া ইসমিতা

পাকিস্তানে নিরীহ আহমদীদের হত্যার প্রতিবাদে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ও সুশীল সমাজের যৌথ সংবাদ সম্মেলনের খবর

দৈনিক ইত্তেফাক
ঢাকা : রবিবার, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
২২ জমা: সানি ১৪৩১ হিজরী
SUNDAY 6 JUNE 2010

আহমদীয়াদের হত্যা নির্যাতন বন্ধ করুন

পাকিস্তানের প্রতি মানবতাবিরোধী আইন প্রত্যাহারের আহ্বান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বাংলাদেশে উগ্র মৌলবাদী ও জঙ্গিদের উত্থানের পেছনে পাকিস্তানী জঙ্গিদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। পাকিস্তানের মানবতাবিরোধী আইন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তারা বলেন, ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান সরকার আহমদীয়াদের সরকারিভাবে অমুসলমান ঘোষণা করায় উগ্র মৌলবাদী চক্র নিরীহ আহমদীয়াদের নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। এ নির্যাতন বন্ধ করতে পাকিস্তানের ওই মানবতাবিরোধী আইন প্রত্যাহার করতে হবে। বক্তারা আরো বলেন, উগ্র ধর্মান্ধ চক্র জান্নাতের নাম করে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মগজ ধোলাই করে আত্মঘাতী বানাচ্ছেন।

গতকাল শনিবার বিকালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ ও দেশের সুশীল সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এ কথা বলেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর নায়েব আমীর মীর মোবশ্বের আলীর সভাপতিত্বে ◇ এরপর পৃষ্ঠা ১৯, কলাম ৩

আহমদীয়াদের হত্যা

২০ পৃষ্ঠার পর

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক পারভীন হাসান, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর, বিডিপিসি-এর পরিচালক আব্দুল্লাহীল কাফি, হিউমিনিটি ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান মীর তারেক আলী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর মেশিনারী ইন চার্জ মাওলানা আবুল আওয়াল প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে মীর মোবশ্বের আলী বলেন, বর্বর ধর্মান্ধ সন্ত্রাসী গত ২৮ মে পাকিস্তানের লাহোরে দুইটি আহমদীয়া মসজিদে নামাজ চলাকালে আক্রমণ চালায়। এ ঘটনার আগে ও পরে আহমদীয়াদের হত্যা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, গরীব ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের মাদ্রাসায় পড়ানোর সুযোগে একটি উগ্র মৌলবাদী চক্র তাদের মগজ ধোলাই করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। যারা এসব গরীব ছেলেকে উগ্র ধর্মান্ধতা ও জান্নাত লাভের শিক্ষা দেন তারা নিজেরা জান্নাতে যাবার জন্য এগিয়ে আসেন না এবং তাদের নিজের সন্তানদের জান্নাতে পাঠানোর কোন উদ্যোগ নেন না।

বক্তারা পাকিস্তানে নিরীহ আহমদীয়াদের নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বিশ্ব বিবেকের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, পাকিস্তানে মানবতাবিরোধী আইন এখনই প্রত্যাহার জরুরি। নইলে আহমদীয়াদের ওপর দমন-নির্যাতন এবং হত্যার ঘটনা আরো বাড়বে।

প্রথম আলো
রোববার, ৬ জুন ২০১০

পাকিস্তানে আহমদিয়া হত্যার প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পাকিস্তানের লাহোরে নামাজরত অবস্থায় আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ৮৫ জন ব্যক্তিকে হত্যার প্রতিবাদ করেছে বাংলাদেশের আহমদিয়া মুসলিম জামাত। গতকাল শনিবার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবাদ জানানো হয়।

গত ২৮ মে লাহোরে জঙ্গিদের হামলায় লাহোরের আমির ও মসজিদের ইমামসহ আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ৮৫ ব্যক্তি নিহত এবং ১২৫ জন আহত হন।

সংবাদ সম্মেলনে আহমদিয়া নেতারা বলেন, সাংবিধানিকভাবে পাকিস্তানে আহমদিয়াদের কোনো স্বীকৃতি নেই। তাই বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন নির্বিচারে আহমদিয়াদের হত্যা করছে। হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে পাকিস্তান সরকার।

The Daily Star
DHAKA SUNDAY JUNE 6, 2010

Security of Ahmadiyyas demanded

STAFF CORRESPONDENT

Ahmadiyya Muslim Jama'at and civil society members yesterday condemned the May 28 bomb attacks on two Ahmadi mosques in Lahore, Pakistan, that killed 85 people.

They also demanded punishment to the attackers and steps to ensure security of the people of Ahamadiyya community across the world, especially in Pakistan.

The demands were placed at a press conference at the national headquarters of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh in the city.

Prof Meer Mubashsher Ali, nayeeb-e-amir of the Ahmadiyya Muslim Jama'at, urged the international community to take necessary steps to stop such barbaric attacks on them.

Strongly criticising the Pakistan government for declaring the Ahmadi Muslims of the country 'Non-Muslim' in 1974, he urged the international community to take necessary measures to repeal the law to uphold freedom of religion.

A global charter must be formulated to curb such violence in future, he added.

Noted writer and columnist Shahrier Kabir said the international human rights organisations should raise their voice to ensure the right to freedom of religion.

He also called for putting an end to the culture of impunity to prevent such attacks. "If we cannot get rid of the culture of impunity, it would not be possible to ensure security of lives."

Prof Parveen Hasan of the department of Islamic history and culture of Dhaka University laid emphasis on the formulation of a law to end religion-based discrimination.

Abdul Awal Khan Choudhury, missionary-in-charge of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh, and Sharif A Kafi, executive director of Bangladesh Development Partnership Centre also spoke.

NEWAGE
SUNDAY, JUNE 6, 2010

Ahmadiyyas condemn Lahore killings

Staff Correspondent

The Ahmadiyya community in Bangladesh on Saturday called for drawing up a global charter to curb violence against religious minorities, hate campaigns and religious discrimination to make the world a better place to live in.

The community leaders at a briefing at its headquarters condemned the brutal attack by armed bigots on two Ahmadiya mosques in the Pakistani city of Lahore on May 28 that left 86 dead and more than 125 injured.

They said the bloodbath of Ahmadis was a natural consequence of pampering of extremists and the enactment of barbaric laws by the Pakistani parliament barring one from practicing his religion.

"We condemn the premeditated and cold-blooded killing in the strongest possible term and call for an end to the impunity to the bigots... This is high time for the international community to take steps to repeal such inhuman laws and help establish freedom of religion in the civilized world," said Meer Mubashsher Ali, naib national amir of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh.

Citing instances of violence and violation of basic and religious rights of the minority people, Mubashsher said, Pakistan is not only the most dangerous place on earth now; it has turned into the breeding ground for terrorism in the garb of religion. Some global charter must be drawn or at least activated to curb such inhuman violence and hate campaign to make the world a better place to live in.

He said formulation of such a charter would give a strong message to all extremists in and outside Pakistan who were trying to exploit religious sentiments of innocent masses.

Central missionary of Ahmadiyya community Bangladesh, Abdul Awwal Khan Chowdhury, Dhaka University Islamic history professor Parvin Hasan and writer Shahriyar Kabir were also present at the briefing.

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

তারিখ	জুলাই ২০১০ এর সম্ভাব্য অনুষ্ঠানসূচী
৩ জুলাই-২০১০ URDV-423	* 'যৌথ সংবাদ সম্মেলন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবর্গের অংশগ্রহণে পাকিস্তানে আহমদী নির্যাতনের প্রতিবাদে
৫ জুলাই-২০১০ URDV-346	* ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা : বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা ড: আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারেক; সঞ্চালক : বেলাল আহমদ তুষার * হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) এর বক্তৃতার সংকলন "আল মাসাবী" মিরপুর লাজনা পরিবেশনা
৬ জুলাই-২০১০ URDV-347	* একজন নবদীক্ষিত আহমদীর সাক্ষাৎকার অলক ঠাকুর। * কলেমা–মওলানা মতিউর রহমান * হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) এর বক্তৃতার সংকলন "আল মাসাবী" মিরপুর লাজনা পরিবেশনা
৭ জুলাই-২০১০ URDV-349	* হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর জীবনাদর্শের সন্তানের সুশিক্ষা প্রদান-মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী * নিসর্গের মানস সরোবর পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণ: জনাব ন্যাশনাল আমীর এর টিমসহ মাইল্লা সফর * হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) এর বক্তৃতার সংকলন "আল মাসাবী" মিরপুর লাজনা পরিবেশনা
১০ জুলাই-২০১০ URDV-350	* আল্লাহ্র পথে কারাবরণ–মওলানা আব্দুল আজীজ সাদেক, মৌ. যিকরে এলাহী, মৌ. মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া মওলানা আব্দুল মতিন। সঞ্চালক : মোয়াল্লেম আমীর হোসেন। * আনসারুল্লাহ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা: মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
১২ জুলাই-২০১০ URDV-326	* হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর পুস্তক সম্পর্কে আলোচনা: জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া সঞ্চালক : আহসানুল হাবীব জয় –আলহাজ্জ মাওলানা মুতিউর রহমান। * ইসলামে সম্পদ উৎসর্গের গুরুত্ব–সুন্দরবন লাজনা পরিবেশনা
১৩ জুলাই-২০১০ URDV-361	* আহমদী জামা'তের বিরোধিতা সম্পর্কে আলোচনা: জনাব রেজউল করিম, জনাব মহসীন আলী রেজা প্রেসিডেন্ট তেবাড়িয়া। সঞ্চালক : মওলানা আক্রামুল ইসলাম * নযম : কাবা থেকে কাদিয়ান * পিঠা তৈরী –মিরপুর লাজনা পরিবেশনা *বিরোধীতার মোকাবেলা ও আহমদীয়া খিলাফত: জনাব জিন্দা মোহাম্মদ বোজওয়া অনুবাদ : মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
১৪ জুলাই-২০১০ URDV-364	* ইতিহাস কথা কয়–১ম পর্ব: এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান সঞ্চালক : মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
১৭ জুলাই-২০১০ URDV-365	* ইতিহাস কথা কয়–২য় পর্ব : এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, সঞ্চালক : মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
১৯ জুলাই-২০১০ URDV-416	* মসজিদ নূর এর ওপর আলোচনা : জনাব শহীদুল ইসলাম বাবুল, জনাব শফিকুল ইসলাম, জনাব কামাল পাশা সঞ্চালক : জনাব আব্দুল আলীম খান চৌধুরী। * হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী: মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
২০ জুলাই-২০১০ URDV-408	* আমীর বাইরামোভিচ এর সাথে কিছুক্ষণ– সঞ্চালক : আহমদ তবশীর চৌধুরী * খিলাফতের কল্যাণ: জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্।* দেশাত্মবোধক গাণ
২১ জুলাই-২০১০ URDV-418	* শিশুদের তরবিয়ত: মিরপুর লাজনা পরিবেশনা * ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মুসলিম নারীর অবদান-মৌ. এনামুল হক রনী
২৪ জুলাই-২০১০ URDV-419	* সন্তানের তরবিয়তে মহিলাদের ভূমিকা: আলোচনা মিসেস সাদেকা হক। সঞ্চালক : নিগার সুলতানা। * যিকরে এলাহী: বক্তৃতা মওলানা মোহাম্মদ সোলাইমান
২৬ জুলাই-২০১০ URDV-420	* **"প্রজন্ম ভাবনা"** আহমদী প্রজন্মের অংশগ্রহনে একটি অনুষ্ঠান। এবারের বিষয় **"দেশ ও সমাজ"** বিজ্ঞ প্যানেল: –জনাব মোবাশশের উর রহমান, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, লে. জে. আমজাদ হোসেন খান চৌধুরী (অব.) সঞ্চালক : জনাব নাজমুল হক। * খিলাফত একটি ঐশী ব্যবস্থা - বক্তৃতা : জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ
২৭ জুলাই-২০১০ URDV-421	পুস্তক আলোচনা : ইরফানে এলাহী (৪র্থ পর্ব)-আলোচনায় মওলানা জাফর আহমদ সঞ্চালক : মৌ. হাফেয আবুল খায়ের * ওসীয়্যত ব্যবস্থা–বক্তৃতা : জনাব কওছার আলী মোল্লা
২৮ জুলাই-২০১০ URDV-422	* খিলাফত শতবার্ষিকীর অঙ্গীকার ও আমাদের দায়িত্ব আলোচনায় মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, –আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ। সঞ্চালক : মওলানা মোহাম্মদ সোলাইমান * একজন দৃস্টি প্রতিবন্ধী নতুন আহমদীর কবিতা ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ও যুগ সম্পর্কে। * মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শ-বক্তৃতা : মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান

বিঃদ্রঃ বিঃ দ্রঃ প্রতি বৃহস্পতিবার হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার বঙ্গানুবাদ আর শুক্র ও রবিবার বাংলাদেশের অনুষ্ঠান।
প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় এমটিএ কতৃপক্ষ অনুষ্ঠানের পরিবর্তন সাধন করতে পারেন।

আহমদ তবশির চৌধুরী, ন্যাশন্যাল সেক্রেটারী অডিও-ভিডিও এবং ইনচার্জ, এম,টি,এ, বাংলাদেশ ষ্টুডিওস
Email: atabshir@hotmail.com web: www.mta.tv; www.ahmadiyyabangla.org; www.alislam.org

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়আত গ্রহণের তৃতীয় ও চতুর্থ শর্তাবলী

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রাসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে, রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়বে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থনা করবে ও ইস্তেগফার পড়বে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর হামদ (প্রশংসা) গাইবে।

৪। উত্তেজনার বশে, অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষত কোন মুসলমানকে কোন কষ্ট দিবে না।

সৌজন্যে :

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

Printed and Published by Mahbub Hossain at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com